দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২১৮ ॥ ২৫ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২২ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

বিএনপি মনে করে আগামী ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন দেয়া সম্ভব : মেজর হাফিজ

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিএনপি মনে করে আগামী ছয় মাসের মধ্যে একটি নির্বাচন দেয়া সম্ভব। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত দেশে নির্বাচিত সরকার না আসবে ততদিন সরকার দুর্বলই থাকবে। প্রতিদিন নানা ধরনের আবদারের মোকাবিলা তাদেরকে করতে হবে এবং এই সমস্যার সমাধান করার শক্তি তাদের নেই। রোববার (২৪ নভেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডি আর ইউ) তে নবম সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) এম এ জলিল এর ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বরিশাল বিভাগ সমিতি।

স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে চাই : সিইসি নাসির উদ্দীন

স্টাফ রিপোর্টার : নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেছেন, আমাদের নিয়ত সহিহ, জাতিকে আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন উপহার দিতে

চাই। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যা করা দরকার তাই করব। রোববার (২৪ নভেম্বর) শপথগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিইসি এ কথা বলেন। এক প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, যেকোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সক্ষমতা আমাদের আছে। এর আগে তথ্য ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সচিব থাকাকালে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এসেছি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ বলেন, যে শপথ নিয়েছি এর সম্মানটা রাখতে চাই। আমার শপথ ভঙ্গ হবে না, আমি এই দায়িত্বকে জীবনের একটি অপরচুনিটি (সুযোগ) হিসেবে দেখছি। দেশের মানুষ ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত, তারা ফ্রি ফেয়ার একটা ইলেকশনের জন্য সংগ্রাম করেছে, অনেক আন্দোলন করেছে। বিগত বছরগুলোতে অনেকে রক্ত দিয়েছে। আমি তাদেরকে একটা ফ্রি, ফেয়ার এবং ক্রেডিবল (স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য) ইলেকশন দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুত বদ্ধ। আমি আমার সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আমি ইনশাল্লাহ কনফিডেন্ট। আমরা সবাই মিলে আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে, দেশবাসীর সহযোগিতা নিয়ে, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতাসহ এ জাতিকে একটা স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারব। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, নির্বাচন করতে গেলে কিছু এসেনশিয়াল সংস্কার লাগবে। যেমন- এখন নানা রকম কথা হচ্ছে- আনুপাতিক ভোটের হারে এবং আগের নিয়মে হবে। সংবিধানে যদি এটার ফয়সালা না হয় তাহলে আমরা নির্বাচনটা করব কীভাবে। ইলেকশন করতে ইয়ং জেনারেশন যারা ভোট দেওয়ার জন্য বছরের পর বছর মুখিয়ে আছে, তাদেরকে তো ভোটার লিস্টে আনতে হবে। আমাকে ভোটার লিস্ট করতে হবে, কোথায় কোথায় রিফর্মশেনের দরকার হবে, সেটা আমরা পাব। এ বিষয়ে নির্বাচন সংস্কার কমিশন কাজ করছে। আগে তাদের পরামর্শ আসুক। এর যেগুলো গ্রহণযোগ্য সেগুলো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে। সংবিধান যদি ঠিক না হয়, *২-এর পাতায় দেখুন*

এসডিজি কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে ড. ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্ব

স্টাফ রিপোর্টার : টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সরকার গৃহীত কার্যক্রমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের টেকসই উন্নয়নের 'থ্রি-জিরো' তত্ত্ব যুক্ত করার চিন্তা করছে সরকার। সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ে এই তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা সহজ হবে বলে মনে করছেন সরকারের নীতি-নির্ধারকরা। 'থ্রি-জিরো তত্ত্ব' আর্থিক স্বাধীনতা, কর্মঠ জনশক্তি তৈরি এবং পরিবেশ উন্নয়নে বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর একটি মডেল। এটি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেগুলো হচ্ছে- জিরো দারিদ্র্য, জিরো বেকারত্ব ও জিরো নেট কার্বন নিঃসরণ। আর তা অর্জনে প্রয়োজন তারুণ্য, প্রযুক্তি, সুশাসন ও সামাজিক ব্যবসা। গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বজুড়ে আলাদা সম্মান পেয়েছেন তার এই থ্রি-জিরো তত্ত্বের জন্য। এসডিজির লক্ষ্যসমূহের মূল পরিকল্পনায় রয়েছে- সকলের জন্য *২-এর পাতায় দেখুন*

শপথ নিলেন সিইসি ও ৪ নির্বাচন কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : শপথ নিলেন নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম মো. নাসির উদ্দীন ও চার নির্বাচন কমিশনার। রোববার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। নবনিযুক্ত নির্বাচন কমিশনাররা হলেন- অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমানেল মাসুদ, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব বেগম তহমিদা আহ্?মদ এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ ভূঁঞা। এ সময় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের ও ইসির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গত ২১ নভেম্বর দুপুরে সিইসি ও চার নির্বাচন কমিশনারকে রাষ্ট্রপতির নিয়োগ দেওয়ার প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাদের নিয়োগ দেন। সার্চ কমিটি গঠন করার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ (সিইসি) অন্যান্য কমিশনারদের প্রতি পদের জন্য দুজন প্রার্থীকে মনোনীত করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে ১০ জনের নাম প্রস্তাব করা হয়। সার্চ কমিটির প্রস্তাব *২-এর পাতায় দেখুন*

আরও এক মামলায় খালাস পেলেন তারেক রহমান

গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের জয়দেবপুর থানা পুলিশের দায়ের করা একটি বিস্ফোরক মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ ৩২ জনকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। রোববার (২৪ নভেম্বর) জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৩ গাজীপুরের বিচারক মো. বাহউদ্দিন কাজী দীর্ঘ শুনানি *২-এর পাতায় দেখুন*

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চুক্তি পর্যালোচনায় আইনি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনার আমলের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বড় চুক্তিগুলোর অনিয়ম তদন্তে স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক আইন ও তদন্ত সংস্থাকে নিয়োগ দিতে চায় অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি। এ কমিটি বর্তমানে আদানি এবং পায়রাসহ সাতটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে তদন্ত করছে। রোববার (নভেম্বর ২৪) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ

হাসিনার স্বৈরাচারী শাসনামলে স্বাক্ষরিত বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন চুক্তি পর্যালোচনায় সহায়তার জন্য একটি স্বনামধন্য আইন ও তদন্তকারী সংস্থাকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি। রোববার বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিটি রেজুলেশনে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এ সুপারিশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, অন্যান্য চুক্তিগুলো আরও বিশ্লেষণ করার জন্য কমিটির আরও সময় প্রয়োজন। পর্যালোচনা কমিটি এমন প্রমাণ সংগ্রহ করছে যা আন্তর্জাতিক সালিশি আইন এবং কার্যধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চুক্তি পুনর্বিবেচনা বা বাতিল করতে পারে। 'এটি করার জন্য, কমিটিকে সহায়তা করতে এক বা একাধিক শীর্ষ-মানের আন্তর্জাতিক আইন এবং তদন্তকারী সংস্থাকে অবিলম্বে যুক্ত করার সুপারিশ করছি,' বলে জানায় পর্যালোচনা কমিটি। কমিটি জানিয়েছে, তারা নিশ্চিত করতে চায় যে তদন্তগুলো আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক আলোচনা ও সালিশে গ্রহণযোগ্য হবে। পর্যালোচনা কমিটি বর্তমানে বেশ কিছু চুক্তির বিস্তারিত তদন্তে কাজ করছে। এর মধ্যে *২-এর পাতায় দেখুন*

রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, যানজটে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : টানা কয়েকদিন ধরে চলছে ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকদের অবরোধ কর্মসূচি। সকাল-বিকাল সড়ক অবরোধ করে কর্মসূচি পালন করছেন চালকরা। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল রোববার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। ব্যাটারিচালিত যানবাহন বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ প্রত্যাহার করাসহ ১১ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনের রাস্তায় বেলা ১১টার দিকে জড়ো হয়েছেন হাজারো ব্যাটারিচালিত রিকশাচালক। এসময় পল্টন-প্রেস ক্লাব ও হাইকোর্ট এলাকার সড়কে যানচলাচল বন্ধ হয় যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই পথে চলাচলকারী বাসে আটকে থাকা *২-এর পাতায় দেখুন*

হাজীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : ধর্ম উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : হাজীদের সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। রবিবার বিকালে সচিবালয়ে উপদেষ্টার সঙ্গে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আল দুহাইলেন সাক্ষাতে এলে তিনি এসব কথা বলেন। ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে হজ ব্যবস্থাপনা অতীতের তুলনায় আরও সুশৃঙ্খল ও উন্নত হবে। সেলক্ষ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের যথাযথ উদ্যোগের কারণে এ বছর বিমান ভাড়া প্রায় ২৭ হাজার টাকা কমেছে। এছাড়া হাজীদের নিবন্ধন কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি মোয়াজ্জেম ভিসা ইস্যু ও এজেন্সি প্রতি হজযাত্রীর সংখ্যা ২৫০ নির্ধারণ করতে রাষ্ট্রদূতের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সাক্ষাৎকালে হজযাত্রী *২-এর পাতায় দেখুন*

সাবেক প্রধান বিচারপতি রুহুল আমিন মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধান বিচারপতি মো. রুহুল আমিন মারা গেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রোববার (২৪ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ মরহুমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন। আগামী ২৬ নভেম্বর বাদ জোহর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মূল ভবনস্থ ইনার কোর্ট ইয়ার্ডে মরহুমের জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজায় প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিরা অংশ নেবেন। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহ্য অনুযায়ী সাবেক প্রধান বিচারপতি মো. রুহুল আমিনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে *২-এর পাতায় দেখুন*

মন্দিরের বারান্দায় থাকা নির্মাণাধীন প্রতিমা ভাঙচুর

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে একটি মন্দিরের বারান্দায় থাকা নির্মাণাধীন কয়েকটি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গত শনিবার সন্ধ্যায় ইউনিয়নের যমুনা সরকারপাড়া সর্বজনীন কালী মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে। উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান এবং মন্দির কমিটির সভাপতি নিতাই লাল সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গতকাল রোববার দুপুর পর্যন্ত এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ ও স্থানীয় সনাতন ধর্মের অনুসারীরা। ঘটনার পরপর পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) তদন্তে নেমেছে। মন্দির কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পূজা *২-এর পাতায় দেখুন*

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতারের সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে মালদ্বীপের হাইকমিশনার Shiuueen Rasheed সাক্ষাৎ করেন। -পিআইডি

ন্যাশনাল মেডিক্যাল ঘেরাও: শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার : ভুল চিকিৎসায় ডক্টর মাহাবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের (ডিএমআরসি) এইচএসসি শিক্ষার্থী অভিজিত হাওলাদারের মৃত্যুর ঘটনায় পুরান ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতাল ঘেরাও করা বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কবি নজরুল কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দুপুর ২টার পর এই সংঘর্ষ শুরু হয়। এ ঘটনায় দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রতক্ষদর্শীরা জানান, সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীরা দুপুর ২টা নাগাদ ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালের সামনে থাকা বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দেয়। এরপর *২-এর পাতায় দেখুন*

লেবার রাইটস কমপ্লায়েন্স করতে পারলে জিএসপি সুবিধা পাবো: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের লেবার রাইটসের বিষয়গুলো কমপ্লায়েন্স করতে পারলে আমরা অবশ্যই জিএসপি সুবিধা পাবো বলে আশা প্রকাশ করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। রোববার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আন্তর্জাতিক শ্রম বিষয়ক মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি মিসেস কেলি এম. ফে রদ্রিগেজ এর নেতৃত্বে ২০ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। এসময় বাণিজ্য সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, মার্কিন দূতাবাসের প্রধান মেগান বোল্ডিংসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, লেবার রাইটসকে আরো যুগোপযোগী করাসহ শ্রমিকের অধিকার নিয়ে আমরা যে ১১ দফা কর্মসূচি আছে সেটা বাস্তবায়নে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। আমরা কতো দ্রুত এই ১১ দফা বাস্তবায়ন করতে পারি সেটাই মূলত আলোচনা হয়েছে। ১১ দফায় কি আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিএসপি সুবিধা পেতে গেলে আমাদের লেবার রাইটসের বিষয়ে যে জিনিসগুলো (একটি প্রতিষ্ঠানে আইএলও কনভেনশন, দেশের প্রচলিত শ্রম ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক আইন, বায়ার আচরণবিধি, কোম্পানির নিজস্ব নিয়ম-কানুন) আছে সেগুলো কমপ্লায়েন্স করতে হবে। সেটা করতে পারলে আমরা অবশ্যই জিএসপি সুবিধা পাবো বলে আশা রাখি। তৈরিপোশাক খাতের অস্থিরতা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে *২-এর পাতায় দেখুন*

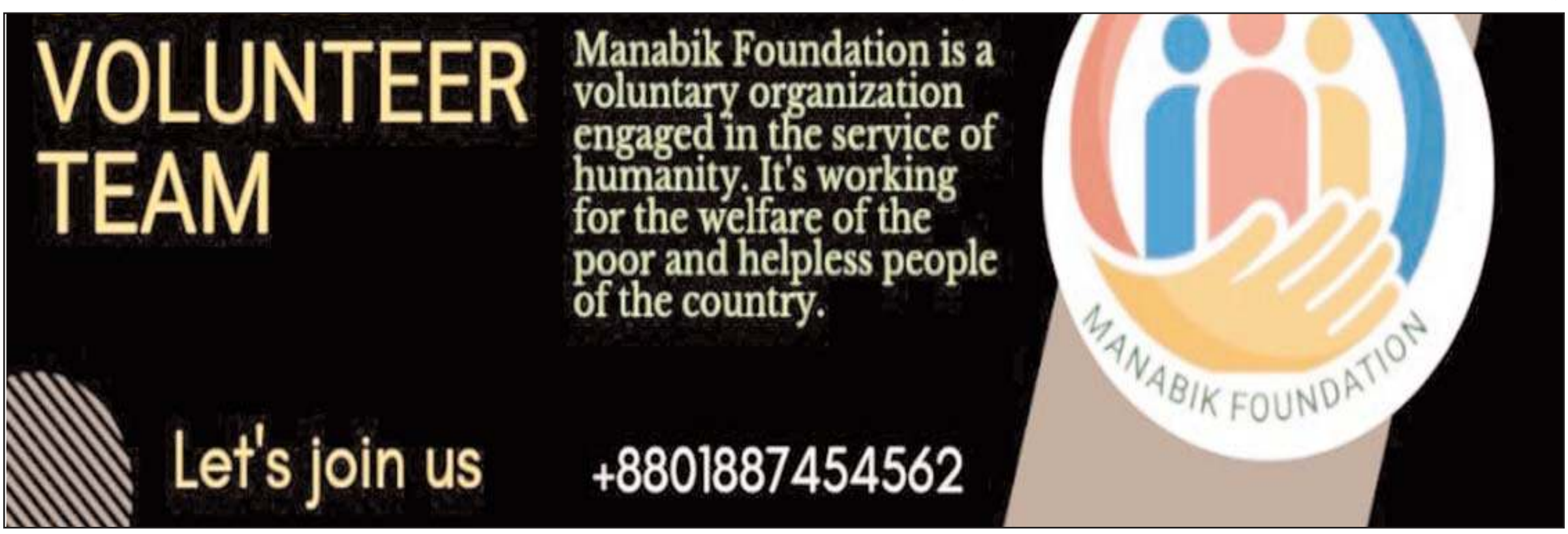

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা সোমবার ॥ ২৫ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

ডেঙ্গুতে একদিনে বছরের সর্বোচ্চ মৃত্যু, শনাক্ত আরও ১০৭৯

স্টাফ রিপোর্টার : শনিবার সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত (একদিনে) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা চলতি বছর একদিনে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মৃত্যু। এই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ১০৭৯ জন। রোববার (২৪ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া ১১ জনের মধ্যে ৯ জনই ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা। এর মধ্যে পাঁচজন উত্তর সিটির, চারজন দক্ষিণ সিটির। বাকি দুজন খুলনা বিভাগের। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ১০৭৯ জন। এর মধ্যে বরিশাল বিভাগে ৯৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩৩ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি কর্পোরেশনের বাইরে) ২৭২ জন, ঢাকা উত্তর সিটিতে ১৯৪ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১২১ জন, খুলনা বিভাগে ১৪৩ জন, রাজশাহী বিভাগে ৫৮ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৫ জন, রংপুর বিভাগে ১৭ জন এবং সিলেট বিভাগে ৯ জন ভর্তি হয়েছেন।

এদিকে গত একদিনে সারা দেশে ১২৩০ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর ছাড়পত্র পেয়েছেন ৮২ হাজার ৬১২ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত সবমিলিয়ে ৮৬ হাজার ৭৯১ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৪৫৯ জনের। গত বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন, মারা যান ১ হাজার ৭০৫ জন।

তত্ত্বাবধায়কের বিষয়ে একমত বিগত কমিশনকে বিচারের আওতায় আনার কথা বলছে সবাই: বদিউল আলম মজুমদার

স্টাফ রিপোর্টার : সবাই বিগত নির্বাচন কমিশনকে বিচারের আওতায় আনার কথা বলছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, বিগত নির্বাচন কমিশনগুলো বিতর্কিত ও কলঙ্কজনক নির্বাচন করে শপথ ভঙ্গ করেছে। তারা সংবিধান লঙ্ঘন করেছে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনার কথা বলছে প্রায় সবাই। গতকাল রোববার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সুশীল সমাজের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন। শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আজকের আলোচনাটা ভিন্ন ছিল। তারা অনেক অভিজ্ঞ, এসব বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে। তাদের সঙ্গে আমরা সত্যিকার অর্থে একটা ডায়ালগ করেছি। আমরা তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি। আজকের (গতকাল) আলোচনা থেকে যেটা সুস্পষ্ট হলো যে, সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে। বিশেষ করে আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে। তিনি বলেন, 'না' ভোটের বিধানের ব্যাপারে সবাই একমত। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের

৭-এর পাতায় দেখুন

আদালতের নির্দেশনায় ব্যাটারি রিকশা সমস্যার সমাধান হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আদালত থেকে নির্দেশনা আসার পর ব্যাটারি রিকশা নিয়ে চলমান সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। আজ রোববার এই নির্দেশনা আসতে পারে বলেও জানান তিনি। রোববার (২৪ নভেম্বর) আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা একথা জানেন তিনি। সচিবালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শেষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেন, ব্যাটারি রিকশা নিয়ে আমরা তো উচ্চ আদালতের একটা নির্দেশানাই বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। হয়তো উচ্চ আদালতে আজকে একটা সিদ্ধান্ত আসবে, যে সিদ্ধান্ত আসবে আমরা তা বাস্তবায়ন করব। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ব্যাটারি রিকশার বিষয়টা উচ্চ আদালতের একটা রায়, এটার বিষয়ে আমি এই মুহূর্তে যদি কোনো উত্তর দেই এটা হয়তো কনটেমপ্ট টু দ্য কোর্টও (আদালত অবমাননা) হয়ে যেতে পারে। এজন্য এ ব্যাপারে এখন আমি কিছু বলতে পারব না। উচ্চ আদালত থেকে যে নির্দেশনা আসে ওই নির্দেশনার মধ্যেই আমরা কাজ করব। আমরা আশা করতে পারি একটা খুব ভালো নির্দেশন আসবে। ওই নির্দেশনা আলোকে আমাদের এই সমস্যাটার সমাধান হবে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরো বলেন, তাদের প্রতি সব সময় তো আহ্বান যে তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি করেন। আমরা বলছি তাদের যদি কোনো দাবি থাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান উন্মুক্ত আছে আপনারা ওখানে গিয়ে বিক্ষোভ করেন। ওখানে গিয়ে করলে ট্রাফিক জ্যামটা কমবে আপনারা অন্যদের সমস্যায় না ফেলে বিক্ষোভের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে সবাই তো আমরা ভাই-বোন তাদের দাবি আমরা মানব আমাদের দাবি তারা মানবে।

আদালতে স্বভাবসুলভ হাস্যোজ্জ্বল সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান

মাদারীপুর প্রতিনিধি : সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী ও মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, শ্রমিক নেতা শাজাহান খানকে হত্যা মামলায় কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। এর আগে আদালতে আনার সময় আদালত প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষ, সমর্থকদের ঢল নামে।

তখন স্বভাবসুলভ হাসি মুখেই দেখা গেছে শাজাহান খানকে। পুলিশের ভিড়ের মধ্য থেকেই দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের দিকে হাসি মুখেই তাকিয়ে ছিলেন। এসময় উপস্থিত নেতাকর্মীদের মুখেও দেখা গেছে হাসি এবং উৎফুল্লতা।

জানা গেছে, রোববার (২৪ নভেম্বর) সকালে মাদারীপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সাজিদ উল হাসান চৌধুরী আদালতে শাজাহান খান ও মাদারীপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ড. আবদুস সোবহান গোলাপের জামিনের আবেদন করা

৭-এর পাতায় দেখুন

পাঁচ বিসিএস থেকে ১৮১৪৯ জনকে নিয়োগ দেবে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : চলমান ৫টি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ২ বছরের কম সময়ের মধ্যে ১৮ হাজার ১৫০ চাকরিপ্রত্যাশীকে নিয়োগ দেওয়ার রূপরেখা দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। রোববার (২৪ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমান এ তথ্য জানান। ক্যাডার পদে ৪৩তম বিসিএস থেকে দুই হাজার ৬৪ জন, ৪৪তম বিসিএসে এক হাজার ৭১০ জন, ৪৫তম বিসিএসে দুই হাজার ৩০৯ জন, ৪৬তম বিসিএসে তিন হাজার ১৪০ জন এবং ৪৭তম বিসিএসে তিন হাজার ৪৮৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পদে ৪৩তম বিসিএস থেকে ৬৪২ জন, ৪৪তম বিসিএসে এক হাজার ৭৯১ জন, ৪৫তম বিসিএসে এক হাজার ৫৭০ জন, ৪৬তম বিসিএসে এক হাজার ১১১ জন, ৪৭তম বিসিএসে ৩২৫ জন নিয়োগ দেবে সরকার। সর্বশেষ ৫ বিসিএস সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য- বিসিএস ৪৩তম : ৪৩তম বিসিএসে ২০৬৪ জনের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ যোগদানের জন্য নির্ধারিত আছে। গেজেট প্রকাশের পর এই নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হওয়ায় 'ক্লিন ইমেজ'এর প্রার্থী নিয়োগের স্বার্থে গোয়েন্দা সংস্থা- এনএসআই ও ডিজিএফআই এর মাধ্যমে অধিকতর যাচাই- বাছাই চলমান আছে। বিসিএস ৪৪তম : ৫ আগষ্ট পূর্ববর্তী সময়ে বিসিএস ৪৪তম এর মৌখিক পরীক্ষা চলমান ছিল। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ১১৭৩২ জন। এরমধ্যে ৩৯৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। ৫ আগষ্ট পরবর্তী পরিস্থিতিতে গত ২৫ আগস্ট এই মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। সম্প্রতি নতুন কমিশন গঠনের পর অধিকতর স্বচ্ছতার স্বার্থে আগের নেওয়া ৩৯৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন এই বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল প্রার্থীর অর্থাৎ ১১৭৩২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নতুন করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিসিএস ৪৫তম : ৪৫তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১২৭৮৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছিল। লিখিত

৭-এর পাতায় দেখুন

রিকশার ধাক্কায় জাবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু: চালকের গ্রেফতার দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা

স্টাফ রিপোর্টার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আফসানা করিম রাচির মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত রিকশাচালককে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে রেজিস্ট্রার ভবনে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। সেই সঙ্গে সকল ধরনের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেছেন তারা। গতকাল রোববার সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে মিছিল নিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রার ভবন তালাবদ্ধ করে দেয় শিক্ষার্থীরা। এ সময় গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা দুই দিনের আলটিমেটাম দিয়েছিলাম খুনিকে আটক করার জন্য। কিন্তু আমরা কোনও ধরনের অগ্রগতি দেখতে পাচ্ছি না। আমরা আজকে (গতকাল) প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছি। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো।' কতক্ষণ

৭-এর পাতায় দেখুন

বিগত কমিশনগুলোকে বিচারের আওতায় আনার সুপারিশ এসেছে

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিক সমাজ বিগত নির্বাচন কমিশনগুলোকে বিচারের আওতায় আনার জন্য সুপারিশ করেছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। নির্বাচন ভবনে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আয়োজিত বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের সামনে আসেন তিনি। তখন এ কথা বলেন। রোববারের (২৪ নভেম্বর) এ বৈঠক সম্পর্কে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আজকের আলোচনাটা ভিন্ন ছিল। উনারা অনেক অভিজ্ঞ, উনারা শিক্ষক, উনারা গবেষক, উনাদের এইসব বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে। উনাদের সঙ্গে আমরা সত্যিকার অর্থে একটা ডায়ালগ করেছি। আমরা তাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেছি। আজকের আলোচনা থেকে যেটা সুস্পষ্ট হলো, সবাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত কমিশনগুলো বিতর্কিত ও কলঙ্কিত নির্বাচন করে শপথ ভঙ্গ করেছে

৭-এর পাতায় দেখুন

বিএনপি সব সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছিল: ডা. জাহিদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি সব সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছিল এবং আছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। রোববার (২৪ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ন্যাব)। ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, অনেকে বলে, বিএনপি তাড়াতাড়ি ভোট চায়। বিএনপি তো সব সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছিল এবং আছে। বিএনপি কখনোই স্বৈরাচারের দোসর নয়। বিএনপি সাধারণ মানুষের মনের কথা বোঝে। সাধারণ মানুষ অধীর আগ্রহে বসে আছে, কখন তারা নিজের অধিকার প্রয়োগ করবে। সেজন্য বিএনপি বলছে, যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন দিতে হবে। নির্বাচন যত দ্রুত দেওয়া হবে, তত দ্রুত

৭-এর পাতায় দেখুন

অটোরিকশা চালকদের কর্মসূচি স্থগিত, ডিএমপির সঙ্গে বৈঠক আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যাটারিচালিত রিকশা চালুসহ ১২ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত গণঅবস্থান কর্মসূচি স্থগিত করেছেন অটোরিকশা চালকরা। এতে প্রেস ক্লাবের সামনের সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। অটোরিকশা চালকদের গণঅবস্থান কর্মসূচি থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল সোমবার বেলা ১১টায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর সঙ্গে বৈঠকে বসবে রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন। এর আগে রোববার সকাল থেকে মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ সড়ক, তিন রাস্তার মোড়, যাত্রাবাড়ী মোড় ও কামরাঙ্গীরচরে শত শত রিকশাচালক অবস্থান নেন। এতে ওইসব সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অফিস ও কর্মস্থলগামী মানুষ বিপাকে পড়েন। ঢাকা মহানগর এলাকার সব সড়কে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চলাচল তিন দিনের মধ্যে বন্ধ বা বিধিনিষেধ আরোপ

৭-এর পাতায় দেখুন

খেজুরগাছ ছিলছেন গাছি। পরে এই খেজুরগাছ থেকে রস সংগ্রহ করবেন তিনি। কবির বটতলা, খুলনা,

পিকনিক বাস বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু: রাজশাহীর মাটিতে চিরনিদ্রায় জুবায়ের

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে পিকনিকের বাসে বিদ্যুতায়িত হয়ে নিহত শিক্ষার্থী জুবায়ের রহমান সাকিবকে তার গ্রামের বাড়ি রাজশাহীর পবা উপজেলার মুরারীপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১০টায় জানাজা শেষে সাকিবকে দাফন করা হয় বলে তার বাবা জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন। এর আগে ২২ বছর বয়সী এ তরুণের মরদেহ ফ্রিজার ভ্যানে করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে রাজশাহীতে নেওয়া হয়। এ সময় সহপাঠী, বন্ধু ও স্বজনসহ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ সাকিবকে শেষবারের মত এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায়। তাদের কান্নায় হৃদয় বিদারক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম ও স্কুল শিক্ষিকা ফজিলাতুন নেসা দম্পতির দ্বিতীয়

৭-এর পাতায় দেখুন

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে প্রায় ২০ হাজার প্রবাসী গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : সৌদি আরবে প্রায় ২০ হাজার প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির আইনশৃঙ্খলাবাহিনী। আবাসন, শ্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গত এক সপ্তাহে অভিযান চালিয়ে ওই প্রবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার (২৩ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সৌদি আরবের বার্তাসংস্থা সৌদি গেজেট। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে সৌদি আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মোট ১৯ হাজার ৬৯৬ জন অবৈধ বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শনিবার সৌদির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সহযোগিতায় নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচালিত যৌথ নিরাপত্তা অভিযানের সময় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। সৌদি গেজেট বলছে, যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে ১১ হাজার ৩৩৬ জন রেসিডেন্সি আইন লঙ্ঘনকারী, ৫ হাজার ১৭৬ জন সীমান্ত সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনকারী

৭-এর পাতায় দেখুন

দ্বিকক্ষ সংসদের পক্ষে জোরালো অবস্থানে বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ নিয়ে জোরেশোরে আলোচনা চলছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে মত প্রকাশ করছেন অনেকেই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও এ নিয়ে চলছে বিতর্ক। তবে বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপি এর পক্ষে অবস্থান নিয়ে আছে। কারণ অভ্যুত্থানের অনেক আগেই দ্বিকক্ষ সংসদের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ফ্যাসিবাদমুক্ত নতুন বাংলাদেশে দ্বিকক্ষ সংসদের পক্ষে দলটির অবস্থান আরও স্পষ্ট। গত ১৩ জুলাই রাষ্ট্র মেরামতে ৩১ দফা রূপরেখা প্রকাশ করে বিএনপি। এই রূপরেখার পঞ্চম দফায় 'উচ্চ-কক্ষবিশিষ্ট' আইনসভার কথা বলা হয়। বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওই রূপরেখার

৭-এর পাতায় দেখুন

চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে চট্টগ্রামে ব্যাংকারদের মহাসড়ক অবরোধ, জনদুর্ভোগ

স্টাফ রিপোর্টার : সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল), ইউনিয়ন ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক থেকে চাকরি হারানো কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন। গতকাল রোববার সকাল ৯টা থেকে নগরীর কর্ণফুলী থানাধীন মইজ্যারটেক এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা। অবরোধ চাকারি হারানো কয়েকশ ব্যাংকার অংশ নেন। এ সময় সড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আন্দোলনকারীরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সড়ক থেকে উঠে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। আবুল বাশার নামে চাকরি হারানো সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা বলেন, 'গত কয়েক মাসে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক ও

৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজার পতন দিয়ে সপ্তাহ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (২৪ নভেম্বর) সূচক পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। একই সঙ্গে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিন শেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৫১.০৮ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৪৬ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়া সূচক ২.১২ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ১৪৯ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১৯.১৪ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৮৯৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

ডিএসইতে মোট ৩৯২টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১১০টি কোম্পানির, কমেছে ২২৮টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৫৪টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩০২ কোটি ৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৬৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১০১.৭৮ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭৭৮ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১৬৫.১৫ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৪১৯ পয়েন্টে, শরিয়া সূচক ৩.৯০ পয়েন্ট কমে ৯২৫ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ২৫৯.৫৬ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৮১৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২১০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন

৭-এর পাতায় দেখুন

সোহরাওয়ার্দী-নজরুল কলেজে ভাঙচুর, পরীক্ষা স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পুরান ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজে বহিরাগতদের হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে কলেজ দুটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। গাড়ি, ক্লাসরুম, অফিস থেকে শুরু করে হামলা থেকে কোনোকিছুই বাদ যায়নি। এ ছাড়া পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও হামলার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের স্নাতক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা পুরো পরীক্ষা শেষ করতে পারেননি। গতকাল রোববার দুপুরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। কয়েক ঘণ্টা পার হলেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। জানা গেছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে সহপাঠীর মৃত্যুর অভিযোগে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীদের ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীর ন্যাশনাল

৭-এর পাতায় দেখুন

অবশেষে জলবায়ু তহবিলে ৩০০ বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি ধনী দেশগুলো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চলতি বছর কপের ২৯তম সম্মেলন ২২ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের বিষয়ে কোনো সমঝোতা না হওয়ায় একদিন সময় বাড়ানো হয়। এরপর দীর্ঘ দর-কষাকষির পর জলবায়ু সংকটের ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র দেশগুলোকে বছরে ৩০০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিতে একমত হন প্রায় ২০০টি দেশের প্রতিনিধিরা। রোববার (২৪ নভেম্বর) আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে এ অর্থায়নের বিষয়ে একমত হয়েছেন কপের সদস্য দেশগুলো। খবর বিবিসি চূড়ান্ত চুক্তি অনুযায়ী, ২০৩৫ সাল পর্যন্ত দরিদ্র দেশগুলোকে প্রতিবছর অন্তত ৩০০ বিলিয়ন ডলার দেবে ধনী দেশগুলো। জলবায়ু তহবিলে জমা দেওয়া এই অর্থ দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতিকে আরও পরিবেশবান্ধব করতে এবং দেশগুলোয় জলবায়ু সংকটের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবিলায় খরচ করা হবে। এর আগে, গত ২২ নভেম্বর খসড়া চুক্তিতে বছরে ২৫০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে ওই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় দরিদ্র দেশগুলো। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি ছিল, তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি পোষাতে বছরে ১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন (১ লাখ ৩০ হাজার কোটি) ডলার দিতে হবে। বর্তমানে এই তহবিলে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার জমা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো। উল্লেখ্য, কনফারেন্স অব দ্য পার্টিসের সংক্ষিপ্ত রূপ কপ। এটি বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবিলায় জাতিসংঘের একটি উদ্যোগ। ১৯৯৫ সালে প্রথম কপ সম্মেলন হয়। ১৯৯৯ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি প্রথমবারের মতো সামনে আসে।

২ দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর কারাগারে ব্যারিস্টার সুমন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় রিমান্ড শেষে সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রোববার (২৪ নভেম্বর) সকাল ৭টার দিকে আদালতের নির্দেশে তাকে চুনারুঘাট থানা থেকে সরাসরি হবিগঞ্জ জেলা কারাগারে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। সকাল ১১টার দিকে হবিগঞ্জ আদালতের পরিদর্শক মো. নাজমুল হোসেন এ তথ্য দেন। তিনি জানান, গত ২১ নভেম্বর চুনারুঘাট থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) লিটন রায়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হবিগঞ্জ আদালতে তার দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়। চুনারুঘাট থানায় পরের দুদিন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রোববার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কামরুল হাসানের আদেশে সরাসরি কারাগারে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ১৬ জুলাই শায়েস্তাগঞ্জ নতুন ব্রিজ গোল চত্বরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে হামলার অভিযোগে গত ১১ সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টার সুমনসহ ৯৭ আসামির নাম উল্লেখ করে প্রায়

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

লেবার রাইটস কমপ্লায়েন্স করতে

তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। তবে তারা এখাতকে আরো কিভাবে মানোন্নয়ন করা যায়, সেক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। ১১ দফা করে বাস্তবায়ন হবে এমন প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, আমাদের প্রথম মন্ত্রণালয়ের একটা কর্মপরিকল্পনা রয়েছে। আমেরিকার বাজারে এখন প্রায় ১৬ শতাংশ শুল্ক দিয়ে আমাদের পণ্য রপ্তানি করতে হয় এ বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বাণিজ্য সচিব বলেন, আমরা এ বিষয়ে কথা বলেছি, জিএসপি সুবিধা যদি থাকতো তাহলেতো এটা দিতে হতো না। সে জন্য আমরা বলেছি জিএসপি সুবিধায় আমরা থাকতে চাই। জিএসপি ছাড়াও বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি হয় আমেরিকার বাজারে। আমরা ডিউটি ফ্রি, কোটা ফ্রি যে সুবিধাটা ইউরোপীয় ইউনিয়নে পাচ্ছি সেটা আমরা সব জায়গায় চাচ্ছি। তাদেরকে বলেছি কিন্তু এরা সেই লাইনে কোনো কথা বলে না। তবে আমরা সে সুবিধাটা চেয়েছি। আমরা আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়েছি।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল ঘেরাও

পাল্টা ধাওয়া দেয় অন্যান্য কলেজের শিক্ষার্থীরা। তারা ধাওয়া দিয়ে ওই দুই কলেজের শিক্ষার্থীদের সোহরাওয়ার্দী কলেজের সামনে নিয়ে যায়। এরপর দুই পক্ষ ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলমান। এর আগে আব্দুর রউফ, বিজ্ঞান কলেজ, নটরডেম, সিদ্ধেশ্বরী, ডিএমআরসি, ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, খিলগাঁও মডেল কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা দুপুর ১টা নাগাদ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ঘেরাওয়ে অংশ নেন। এ সময় তারা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের প্রধান ফটক ভাঙচুর করেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে যানা গেছে, অভিজিত হাওলাদার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দুই দিন পর ১৮ নভেম্বর মারা যান। অভিজিতের প্লাটিলেট কমে গেলে পরিবার তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিতে চায়। এতে বাধা দেয় ঢাকার ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এছাড়া মৃত্যুর পর টাকা দাবি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশ আটকে রাখে। ২০ নভেম্বর ডিএমআরসি কলেজের শিক্ষার্থীরা লাশ নিতে গেলে কোনো সমাধান না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে সন্ধ্যার পর পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেয়। ২১ নভেম্বর ডিএমআরসির শিক্ষার্থীরা আবার ন্যাশনাল মেডিক্যালে এলে সকালে কবি নজরুল ও সোহরাওয়ার্দী কলেজ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা করে। এতে ৩০ জনের বেশি শিক্ষার্থী আহত হন।

সোনারগাঁয়ে বসুন্ধরা গ্রুপের একটি

নেওয়া হয়। বসুন্ধরা পেপার মিল ইউনিট-১-এর সিকিউরিটি ইনচার্জ মোর্শেদ আলম বলেন, 'কারখানার ভেতরে এয়ারফ্রেশনারের বোতলে গ্যাস পূর্ণ করার সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নেভায়। এতে ১০ জনের মতো শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাদের সবাইকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।' সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার সুজন হালদার বলেন, 'কারখানার প্রডাক্ট লাইনে ১০ জন শ্রমিক কাজ করতেন। মেশিন ওভার হিট হয়ে ওই লাইনের সবাই আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে আমরা সেখানে উপস্থিত হলেও তার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন কারখানার নিজস্ব কর্মীরা।'

দেশ উন্নয়নের সন্ধিক্ষণে

সেই নিশ্চয়তার অন্যতম বিষয় হলো, মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া, জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণ আছে সেইগুলোকে নিশ্চয়তা দেওয়া। আমাদের সংবিধানেও প্রতিটি নাগরিককে সামাজিক, আর্থিক ও মানবিক নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। তিনি আরও বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার আলোচনা চলছে। আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটিই এখন সময়: এ রকম প্রতিশ্রুতিশীল প্রধানকে জনগণের সামনে নিয়ে আসা। সমস্ত নাগরিকের জন্য পর্যায়ক্রমে একটি ন্যূনতম আর্থিক নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারি কি না তা এই গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের দারিদ্র্য কমেছে। কিন্তু বৈষম্য বেড়েছে। দারিদ্র্য এমন অবস্থায় আছে যদি হঠাৎ করে একটা শক আসে, তাহলে দেখা যায় অনেক মানুষ আবার দরিদ্র হয়ে যায়। সামাজিক নিরাপত্তায় অনেক দুর্বলতা আছে। ভাতা অনেকেই পায় না। আবার দীর্ঘদিন ধরে ভাতার পরিমাণ না বাড়ায় এর কার্যকারিতা হারায়। আমাদের আর্থিক সক্ষমতা খুব একটা ভালো না। ট্যাক্স জিডিপি রেশিও অনেক কম। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সবার জন্য ন্যূনতম জীবন মান নিশ্চিত করা যায় এজন্য ইউবিআই করা হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রোগ্রাম হাতে নেওয়ার কী ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে, তা এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই ইউবিআই শুধু উন্নত দেশেই নয়, নিম্ন মধ্য আয়ের দেশেও নিম্ন আয়ের দেশেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সবাইকে ন্যূনতম আয় দেওয়া হলে এটায় কোনো অসুবিধা নেই: কিন্তু এখানে বড় চিন্তার জায়গা হলো আর্থিক সক্ষমতা হবে কীভাবে।

নির্যাতিত আ.লীগ কর্মীকে গ্রেপ্তার

সিনিয়র নেতাকর্মীদের ওপর হামলা করত। এদের বিবেক ছিল না, মানবতা ছিল না। প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মাহবুবুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি কামরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রসঙ্গত, গত বুধবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে বড়াইগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর গ্রামে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীসহ পরিবারের লোকজনের সামনে উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল (২৫) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে পুলিশে দেয় বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা। পুলিশ উজ্জ্বলকে উদ্ধার করে বড়াইগ্রাম উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখান থেকে তাকে ফৌজদারি আইনের ১৫১ ধারায় আটক দেখিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে নাটোরের বড়াইগ্রাম আমলি আদালতে পাঠালে আদালত ওই দিনই তার জামিন মঞ্জুর করেন। পরে এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম সংবাদ প্রচার করে।

মন্দিরের বারান্দায় থাকা নির্মাণাধীন

উদযাপনের উদ্দেশ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটি প্রতিমা নির্মাণ করা হচ্ছিল। ১০ থেকে ১২ দিন ধরে এ কাজ চলছিল। মন্দিরের বাইরে প্রতিমা কারিগর পাঁচটি প্রতিমার কাঠামো তৈরি করে তাতে কাদা লাগানোর কাজ শুরু করেছেন। নির্মাণাধীন প্রতিমাগুলো মন্দিরের বারান্দায় রাখা ছিল। গত শনিবার সন্ধ্যার পর কে বা কারা প্রতিমাগুলোর একটি মন্দিরের বারান্দায় উল্টে ফেলে রাখে। আর চারটি প্রতিমা মন্দিরের পেছনে নিয়ে ফেলে দেয়। তবে কারা এ ঘটনায় জড়িত তা তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। বিষয়টি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে গত শনিবার রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উলিপুর থানা পুলিশ। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকজনও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মন্দির কমিটির সভাপতি নিতাই লাল সরকার বলেন, 'আমরা অনেক বছর ধরে এই এলাকায় হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থান ও সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করছি। এ ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। কোনও হুমকিও ছিল না। হঠাৎ কারা এ ধরনের ঘটনা ঘটালো, তা বুঝে আসছে না। আমরা হতভম্ব, নির্বাক।' মন্দিরের ভেতরের প্রতিমার কোনও ক্ষতি করেনি। যে প্রতিমাগুলো নষ্ট করেছে সেগুলোর এখনও নির্মাণ শেষ হয়নি। শুধু কাঠামো তৈরি করে কাদা লাগানো শুরু করা হয়েছে। শুকানোর জন্য সেগুলো মন্দিরের বাইরে রাখা ছিল। এর মধ্যে কারা এমন কাজ করেছে তা জানি না। পুলিশ ও প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখছে' বলেন নিতাই লাল সরকার। দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, 'ঘটনাস্থল ঘুরে এসেছি। কারা এসব কাজ করেছে জানা যায়নি। স্থানীয় কেউ কাউকে দেখেনি। কী কারণে বা কী উদ্দেশ্যে কারা এমন কাজ করেছে তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।' ওসি মো. জিল্লুর রহমান বলেন, 'গতকাল রোববার দুপুর পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তারপরও আমরা গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি। যারাই জড়িত থাকুক খুঁজে বের করা হবে।' উলিপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আতাউর রহমান বলেন, 'প্রতিমা ভাঙচুরের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছি।'

সাবেক প্রধান বিচারপতি রুহুল

আজ (২৪ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির সব প্রশাসনিক কাজ চলবে।

সাবেক প্রধান বিচারপতি রুহুল আমিন ১৯৪১ সালের ১ জুন লক্ষ্মীপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ এবং ১৯৬৫ সালে এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে এবং পরে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১১ জানুয়ারি ২০০১ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে যোগদান করেন। রুহুল আমিন বাংলাদেশের ১৫তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে ১ মার্চ ২০০৭ সাল থেকে ৩১ মে ২০০৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ আইনের জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারালো।

শেখ হাসিনাসহ ১২৯ জনের নামে

পলক, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, সাবেক নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান, সাবেক সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, সাঈদ খোকন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কামরুল ইসলাম, আইন সম্পাদক কাজী নজীবুল্লাহ হিরু, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলামসহ ১২৯ জন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর মুগদা থানার মানিকনগর এলাকায় গত ২০ জুলাই সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ছাত্রজনতার সঙ্গে পুলিশ, ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের সংঘর্ষ হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ফুটপাতে ফলমূল ও মাঠা বিক্রি করা অবস্থায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান জালাল উদ্দীন। পরে তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরে তাকে দাফন করা হয়।

হাজীদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার

পরিবহন, রুট টু মক্কা সার্ভিস, ঢাকায় অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউট স্থাপন, বাংলাদেশে আটটি আইকনিক মসজিদ স্থাপনসহ দুদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া আগামীদিনে দুদেশের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ় ও সুসংহত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় ধর্মসচিব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক, হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মতিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব ড. মঞ্জুরুল হক ও উপদেষ্টার একান্ত সচিব ছাদেক আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় সড়ক

শত শত যাত্রী। আসাদগেট এলাকা থেকে সাভার পরিবহনে চড়ে আসা একজন যাত্রী রাকিবুল হাসান জানান, তাকে বহন করা বাসটি মৎস্য ভবনের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর যানজটের কারণে আকটা পড়ে। পরে তিনি জানতে পারেন প্রেসক্লাবের দিকে রাস্তা বন্ধ করে আন্দোলন চলছে। উপায় না পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে তিনি হেঁটে রওনা দেন গুলিস্তানের উদ্দেশে। আরেকযাত্রী শফিকুর রহমান বলেন, বর্তমানে রাস্তাঘাটের যে পরিস্থিতি, কথা কথায় সড়ক বন্ধ করে দেয়। সাধারণ মানুষ নিয়ে কেউ ভাবে না। আন্দোলন তো আরও অনেকেভাবেই করা যায়। কিছু হলেই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত। এছাড়া গতকাল সকাল থেকে মূল সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল করতে দেওয়ার দাবিতে মোহাম্মদপুর ও যাত্রাবাড়ীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রিকশা চালকেরা। এ কারণে মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, মিরপুর ও গাবতলী সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ডিএমপির তেজগাঁও জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) স্নেহাশিস কুমার দাস বলেন, 'কিছু পয়েন্টে সড়কে বিক্ষোভের কারণে যানবাহনের ধীরগতি রয়েছে। এসব কারণে মগবাজারে ফ্লাইওভারে গাড়ির চাপ বেড়েছে। ধীরে ধীরে চাপটা আরও কিছুক্ষণ বাড়বে ধারণা করা হচ্ছে ' তিনি বলেন, 'ঢাকাতে এক জায়গায় সড়ক বন্ধ হলে অন্যান্য এলাকায় চাপ সৃষ্টি হতে সময় লাগে না। বিকালের দিকে চাপ বাড়তে পারে বলে জানান তিনি।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের চুক্তি

রয়েছে আদানি (গোড্ডা) বিআইএফপিসিএল ১২৩৪.৪ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেঘনাঘাট ৩৩৫ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎকেন্দ্র, আশুগঞ্জে ১৯৫ মেগাওয়াট গ্যাস বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁশখালী ৬১২ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেঘনাঘাট ৫৮৪ মেগাওয়াট গ্যাস/এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র।

আরও এক মামলায় খালাস পেলেন

শেষে এ আদেশ দেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর সদর উপজেলার তৎকালীন হোতাপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি আওতাধীন মনিপুরের খাসপাড়া এলাকায় ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে একটি পার্কিং করা বাসে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘোষণায় ওই এলাকার মোতালেব মেম্বারকে প্রধান আসামি করে ১৮ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ৪০ থেকে ৪৫ জনের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা (বিস্ফোরক) আইনে জয়দেবপুর থানা পুলিশ এস আই দিলীপ চন্দ্র সরকার বাদী হয়ে ১০১(১)১৫ নম্বর মামলাটি দায়ের করেন। পরে একই বছরের আগস্টে এস আই এমদাদুল হক তদন্ত করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং সাবেক মেয়র ও প্রতিমন্ত্রী মৃত অধ্যাপক এমএ মান্নানের ছেলে মনজুরুল করিম রনিকে সংযুক্ত করে ৩২ জনের নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে আদালত তা গ্রহণ করেন। মামলাটি দীর্ঘ শুনানি শেষে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় আজ রোববার আসামিদের ওই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আদালতে শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না এবং বিবাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন ড. সহিদুজ্জামান, মেহেদী হাসান এলিস, আনোয়ার হোসেন, নাসির উদ্দিন, শফিকুল আলম মিলুসহ বিপুলসংখ্যক আইনজীবী। এর আগে গত বুধবার শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে মন্তব্যের অভিযোগে করা মানহানি মামলা থেকে খালাস পান তারেক রহমান।

শপথ নিলেন সিইসি ও

করা নামের তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি এই পাঁচ জনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বেছে নেন। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকার পতনের এক মাস পর গত ৫ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল ও চার নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করলে নির্বাচন কমিশনারদের পদ শূন্য হয়।

এসডিজি কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছে ড.

কল্যাণকর পৃথিবী এবং টেকসই ভবিষ্যৎ নিমার্ণ। থ্রি জিরো তত্ত্বের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক ও সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ বাসসকে বলেন,' আমরা এজডিজির সঙ্গে থ্রি জিরো তত্ত্ব যুক্ত করার চেষ্টা করছি। এসডিজির ওপর সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে আমাদের একটি কর্মশালা চলছে, সেখানে এই তত্ত্বের বিষয়ে আলোচনা করছি। আমরা চাই টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সকল পর্যায়ে থ্রি জিরো তত্ত্বের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হোক।' তিনি উল্লেখ করেন, এসডিজির লক্ষ্য পূরণের কার্যক্রমের মধ্যে থ্রি জিরো তত্ত্ব রাখা হয়েছে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস কারোর ওপর এই তত্ত্বের প্রয়োগ চাপিয়ে দিতে চান না। আমাদের উদ্দেশ্য হলো- যার ভালো লাগবে তিনি এটি গ্রহণ করবেন এবং কাজে লাগাবেন। এ কারণে এসডিজির বাইরে সরকারের কোনো বড় পর্যায়ে থ্রি জিরো তত্ত্ব নিয়ে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। থ্রি-জিরো তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো- দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা। এই তত্ত্বের ব্যাপারে অধ্যাপক ইউনূসের ভাষ্য, 'বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিজেই দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং এই ব্যবস্থার অধীনে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। মানুষ এককভাবে দারিদ্রতা তৈরি করে না, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভেতরেই তৈরি হয় দারিদ্র্য।' তাঁর মতে, ভালো চাকরি না খোঁজে উদ্যোক্তা তৈরিতে জোর দিতে হবে। তিনি বিভিন্ন সময় তার বক্তব্যে বলেছেন, 'আমরা জন্মেছি সমস্যা সমাধানের জন্য, কারো অধীনে চাকরি করার জন্য নয়। তাই তরুণ প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হতে হবে। কারো অধীনে নয়, বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই।' সম্প্রতি আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনে বাসযোগ্য নিরাপদ পৃথিবী ও নতুন সভ্যতা গড়ে তুলতে 'থ্রি জিরো' তত্ত্বকে বৃহৎ পরিসরে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক ইউনূস। তিনি সম্মেলনে নিজের ভাষণে এই তত্ত্ব উপস্থাপন করে বলেছেন, এটি এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেবে। গড়ে তুলবে এক নতুন পৃথিবী, যা সবার জন্য বাসযোগ্য হবে। তিনি এও বলেছেন, এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে জীবনশৈলী পাল্টানো সম্ভব। পরিবেশের নিরাপত্তার জন্যই দরকার এই নতুন জীবনধারা বা 'লাইফস্টাইল'। সেই যাপন চাপিয়ে দেওয়া হবে না। তা পছন্দ করতে হবে। যুব সম্প্রদায় তা আনন্দের সঙ্গে ভালোবেসে গ্রহণ করবে। এভাবে যুবাসমাজের প্রত্যেকে নিজেদের 'থ্রি জিরো পারসন' হিসেবে গড়ে তুলবে। 'থ্রি জিরো পারসন' কেমন, তার ব্যাখ্যায় শান্তিতে নোবেল বিজয়ী এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সেই ব্যক্তি কার্বন নিঃসরণ করবে না। অর্থাৎ সে হবে 'জিরো কার্বন'। সে সম্পদের একক মজুতদার হবে না। তার সম্পদ হবে সামাজিক ব্যবসাভিত্তিক। অর্থাৎ সে হবে 'জিরো দরিদ্র' এবং এভাবেই তারা প্রত্যেকে উদ্যোগী হয়ে পূরণ করবে 'জিরো বেকারত্বের' তৃতীয় শর্ত। অর্থাৎ মুহাম্মদ ইউনূসের মতে, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বণ নিঃসরণ শূন্যে নামাতে পারলে দুশ্চিন্তামুক্ত ও বাসযোগ্য এক নতুন পৃথিবী গড়ে উঠবে। থ্রি জিরো পারসন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে থ্রি জিরো ক্লাব বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে উল্লেখ করেন কর্মজীবনে অধ্যাপক ইউনূসের দীর্ঘদিনের সহকর্মী লামিয়া মোরশেদ। তিনি মনে করেন এই ক্লাবের সদস্যরা থ্রি জিরো তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং একসময় নিজেরা থ্রি জিরো পারসন হিসেবে গড়ে ওঠেন। ইউনূস সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা লামিয়া মোরশেদ বলেন, সারা পৃথিবীজুড়ে বর্তমানে প্রায় ৪ হাজার ৬০০টি থ্রি জিরো ক্লাব রয়েছে, যার প্রতিটি অধ্যাপক ইউনূসের নতুন সভ্যতার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত। এসব ক্লাবের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গড়ে উঠেছে। বিশ্বের অসংখ্য বিভিন্ন নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয়ে থ্রি জিরো ক্লাব গড়ে উঠলেও বাংলাদেশে এই ক্লাব সমানভাবে গড়ে উঠেনি। ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের মুখে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই থ্রি জিরো ক্লাব তৈরির আগ্রহ দেখানোটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। অধ্যাপক ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্বের বিষয়ে সচেতনতা তৈরির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলা করতে হয়েছে। এ বিষয়ে লামিয়া মোরশেদ বলেন, 'শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় বাংলাদেশে থ্রি জিরো ক্লাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো, এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় দিন দিন এর পরিসর বাড়ছে। এখন অনেকে এগিয়ে আসছেন। বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ইদানিং থ্রি জিরো তত্ত্ব নিয়ে কর্মশালা অনেক বেড়ে গেছে। এটা কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো উদ্যোগ নয়, এটা যে যার অবস্থান থেকে নিজ উদ্যোগে করছেন। শুধু নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে তারা জানিয়ে দেন যে আমরা এটা করছি।' তিনি জানান, থ্রি জিরো ক্লাব ইচ্ছে করলেই কেউ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় দেখা হয়। তারা যে কাজগুলো করছে সেগুলো গুরুত্ব সহকারে করছে কি-না এবং সেটি টেকসই কি-না, এসব দেখার পরেই রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়। টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রবক্তা অধ্যাপক ইউনূসের বক্তব্যকে উদ্বৃদ্ধ করে লামিয়া মোরশেদ বলেন, ' স্যার সবসময় বলেন আমাদের সমাজে যে সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছি। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তরুণরা উপযুক্ত ব্যক্তি, কারণ তাদের মাথায় অনেক নতুন নতুন আইডিয়া আছে, তারা সেটা কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। এজন্য ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যারা রয়েছেন, তাদেরকে তিনি বলেন তোমরা থ্রি জিরো ক্লাব করতে পারো।' ৪ থেকে ৫ জন মিলে এই ক্লাব করা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। লামিয়া মোরশেদ মনে করেন নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্বকে প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মাইক্রোক্রেডিট ও মাইক্রো ফাইন্যান্সের পর ড. ইউনূসের নবীন প্রোগ্রাম হলো সামাজিক ব্যবসা।এই ধারণার মূল বিষয় হলো একজন তার নিজের চাকরির ব্যবস্থা করবে পাশাপাশি অন্যদের চাকরির সুযোগ করে দিবে। অর্থাৎ আমি একটি ঋণ নিয়ে একটি কাজ শুরু করলাম যেখানে আরও তিন-পাঁচজন লোক কাজ করবে তাদের কর্মসংস্থান হবে। এই ব্যবসা থেকে যে মুনাফা আসবে তা জণকল্যাণে ব্যয় হবে। মুনাফার অর্থ স্বাস্থ্য, শিক্ষা কিংবা পরিবেশের উন্ননে ব্যয় হতে পারে। এভাবে আমরা টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো বলে তিনি মন্তব্য করেন। অধ্যাপক ইউনূস সবসময় দারিদ্র বিমোচন, উদ্যোক্তা তৈরি ও পরিবেশ দূষণ কমানোর ওপর জোর দেন উল্লেখ করে লামিয়া মোরশেদ বলেন, 'ড. ইউনূস সবসময় বলেন যদি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকে তাহলে আমরা সামনে এগিয়ে যাবো কিভাবে। তাই প্রতিটি কাজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। তার যে উন্নয়ন তত্ত্ব তা কেবল বাংলাদেশকে ঘিরে নিয়ে নয়, সেটি সারা বিশ্বের কল্যাণ এবং ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করে।' এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আরও বলেন, অধ্যাপক ইউনূসের সামাজিক ব্যবসার মূল থিম হচ্ছে-এখান থেকে আমি কোন লাভ করব না তবে আমার মূল টাকা ফেরত আসতে হবে। যাতে করে ওই অর্থ আবার অন্য আরেকটি সামাজিক কার্যক্রমে ব্যবহার করা যায়। মুহাম্মদ ইউনূস আগে থেকেই বলতেন মাইক্রোক্রেডিটের সঙ্গে সামাজিক কার্যক্রম চালু রাখতে হবে। সামাজিক কার্যক্রম মনকে অনেক তৃপ্তি দেয়, কারণ এতে মানুষ অনেক উপকৃত হয়। তিনি জানান, বিশ্বের ৩৯ টি দেশের ১১০ টা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনূস সোশ্যাল বিজনেস সেন্টার রয়েছে। যেখানে মাইক্রোক্রেডিটের বিজনেস গুলো শিখানো হয়। তাদের আগ্রহে থ্রি জিরো ক্লাব তৈরি হচ্ছে। এ ক্লাবের মূল লক্ষ্য হলো শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য কার্বন নিঃসরণ অর্জন করা। লামিয়া মোরশেদ জানান, আগামী জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য যুব সম্মেলনে (ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল) থ্রি জিরো বিষয়টা রাখা হবে। খেলাধুলা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিনোদনের অংশ হিসেবে কাজ করে, এটাকে কিভাবে সামাজিক কার্যক্রমের অংশ বানানো যায়, সেটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। একটা টুর্নামেন্টে অনেক মানুষ অংশগ্রহণ করে, সেখানে যদি আমরা একটি থিম দেয় যে আমরা জিরো ওয়েস্ট এর দিকে এগিয়ে যাবো, আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করব না, আমরা রাস্তায় ময়লা ফেলবো না। এই বিষয়ে যদি আমরা সচেতনতা তৈরি করতে পারি তাহলে সমাজে অনেক বড় পরিবর্তন আসবে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, মেসির মতো খেলোয়াড় যদি বলেন যে আমরা জিরো ওস্টের করব তাহলে এই বার্তাটি পুরা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। থ্রি জিরো তত্ত্বের বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে আমরা এ ধরনের কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি বলে তিনি উল্লেখ করেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্ব পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন কমনওয়েলথ সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক ট্রেড বিভাগের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ এবং গবেষণা সংস্থা র‌্যাপিড এর চেয়ারম্যান ড. এম এ রাজ্জাক। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের সব সূচকে অভীষ্ট অর্জনের ক্ষেত্রে 'থ্রি জিরো থিউরি' অনুঘটন হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। তিনি মনে করেন থ্রি জিরো তত্ত্বের ধারণা বাংলাদেশে তরুণদের ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তির ব্যবহার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক ব্যবসার মাধ্যমে কৃষিসহ অন্যান্য খাতে একটি নতুন বিপ্লব ঘটানোর সম্ভাবনা রাখে। আমাদের দেশে উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে না, অথচ উদ্যোক্তা বিকাশ ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনভাবে সম্ভব নয়।' ড. রাজ্জাক বলেন, থ্রি জিরো তত্ত্ব কাজে লাগানো গেলে দেশে সর্বস্তরে উদ্যোক্তা গড়ে উঠবে এবং অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করা যাবে।

স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন

তাহলে আমাদের যাত্রা এলোমেলো হয়ে যাবে। সংস্কার কমিশন কাজ করছে, এটা শেষ হোক। আর বেশিদিন তো নেই। সরকার বলছে ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনগুলোর রিপোর্ট দেবে। আপনারা আশস্ত থাকুন, আমাদের নিয়ত সহিহ। ইনশাল্লাহ একটা ফ্রি, ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল নির্বাচন হবে। এবার আরেকটা সুযোগ এসেছে, রাজনৈতিক দলগুলো, যারা নির্বাচন করবে তারা ১৫-১৬ বছর ধরে বলে আসছে আমরা ভোটের অধিকার চাই। আমরা আমাদের ভোট দিতে চাই। সুতরাং আমরা তাদের সঙ্গে পাব। তাদের দাবিকে বাস্তবায়ন করব, তারাও জাতির কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনার ইচ্ছে আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রিফর্ম কমিটির সুপারিশ আসুক, অনেক বির্তক চলছে, বিতর্কের ফয়সালা হোক। ফয়সালা হলে আপনারা দেখতে পারবেন। এদিন দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন ও অন্য চার নির্বাচন কমিশনার (ইসি) শপথ নেন। দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ ভূঁঞা। এ সময় সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন ও ইসির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। গত ২১ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান সাবেক সচিব এ এম এম নাসির উদ্দীন। তার সঙ্গে চার নির্বাচন কমিশনারের নামও ঘোষণা করা হয়। চার নির্বাচন কমিশনার হলেন- সাবেক অতিরিক্ত সচিব আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, সাবেক জেলা ও দায়রা জজ আবদুর রহমানেল মাসুদ, সাবেক যুগ্ম সচিব তহমিদা আহ্?মদ ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাদের নিয়োগ দেন।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধ': কেএনএ'র ৩ সদস্য নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের রুমা উপজেলার গহীন জঙ্গলে কুকি চিন ন্যাশনাল আর্মির (কেএনএ) সদস্যদের গোপন আস্তানায় গতকাল রোববার অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। এ সময় বন্দুকযুদ্ধে কেএনএ'র তিন সদস্য নিহত হয়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) এ তথ্য জানিয়েছে। আইএসপিআর জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কেএনএ'র ওই গোপন আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে অভিযান চালানো হলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে। এ সময় তিন কেএনএ সদস্য নিহত হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি। অভিযান চলমান রয়েছে বলেও জানায় আইএসপিআর।

ঢাকা থেকে ভাঙ্গা হয়ে খুলনায় গেলো পরীক্ষামূলক ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে ১০০ কিলোমিটার গতিতে গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ১০টায় ছেড়ে গেছে পরীক্ষামূলক ট্রেন। আগামী ১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেনটি উদ্বোধন করার কথা রয়েছে। জানা গেছে, প্রতিদিন থেকে চার জোড়া ট্রেন ঢাকা থেকে খুলনা এবং খুলনা থেকে ঢাকা চলাচল করবে। ঢাকা থেকে খুলনা পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র তিন ঘণ্টা। সাধারণ যাত্রীরা বাস ভাড়ার চেয়ে কম খরচে এবং কম সময় গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারবে। ইতোমধ্যে রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। নতুন করে টিকিটের বুথ বাড়ানো হচ্ছে। রেলওয়ে সূত্রে জানা যায়, ঢাকা খুলনা রেলপথে গতকাল রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষামূলক ট্রেন চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে আনন্দ দেখা গেছে। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে এখন নিয়মিত ঢাকা-খুলনা ট্রেন চলাচল করবে। বর্তমানে ঢাকা-ভাঙ্গা-যশোর হয়ে খুলনার দূরত্ব হবে মাত্র ১৭২ কিলোমিটার। খরচ ও সময় দুটিই সাশ্রয় হবে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সুন্দরবন এক্সপ্রেস ও চিত্রা এক্সপ্রেসসহ খুলনা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে প্রতিদিন চার জোড়া ট্রেন চলাচল করবে ঢাকায়। প্রতিদিন ভোর ৬টা, বেলা সাড়ে ১২টা, দুপুর আড়াইটা এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় খুলনা থেকে ছেড়ে যশোর, নড়াইল, ভাঙ্গা হয়ে পদ্মা সেতু দিয়ে ঢাকায় পৌঁছাবে। এতে সময় লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা। প্রস্তাবনায় সর্বনিম্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫০ টাকা। এমন খবরে দারুণ উচ্ছ্বসিত ভাঙ্গাসহ খুলনা অঞ্চলের সাধারণ যাত্রীরা। বামনকান্দা রেলস্টেশনে কথা হয় ঢাকা থেকে ফেরা বেশ কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে। তাদের মধ্যে সোহেল বারী নামে একযাত্রী জানান, কাজের জন্য প্রতি সপ্তাহে ঢাকায় যেতে হয়। বাসে যাওয়ার চেয়ে ট্রেনে যাতায়াত আরামদায়ক। সরোয়ার হোসেন নামে আরেক যাত্রী বলেন, 'খুলনা থেকে ঢাকায় ট্রেনে করে যেতে সময় লাগে প্রায় ৮ ঘণ্টা। এখন খুলনা থেকে ঢাকা যাওয়া যাবে মাত্র তিন ঘণ্টায়। এটি সত্যিই দারুণ খবর। এতে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ খুবই আনন্দিত। খরচ ও সময় সাশ্রয় হবে।' আরেক যাত্রী শামছুল আলম বলেন, 'খুলনা থেকে ঢাকায় নতুন এই রুটের জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি। এ লাইনে যাত্রীচাপ আরও বাড়বে। অনেকেই বাসের পরিবর্তে ট্রেনে চড়ে ঢাকায় যাবে।' এ বিষয়ে ভাঙ্গা উপজেলার বামনকান্দা রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার সাকিব আকন্দ বলেন, 'আজ (গতকাল) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা থেকে খুলনা ট্রায়াল ট্রেন চালু হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হবে। প্রতিদিন থেকে তিনটি ট্রেন ঢাকা থেকে খুলনায় চলাচল করবে। সময় লাগবে মাত্র তিন ঘণ্টা। বাসের চেয়ে খরচ অনেক কম হবে।'

দাবি আদায়ে আল্টিমেটাম ৩৫ প্রত্যাশীদের

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ করার দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আল্টিমেটাম দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। গতকাল রোববার দুপুরে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিতে শাহবাগে জড়ো হয়ে সমাবেশ করতে চাইলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের সেখানে দাঁড়াতে দেয়নি। পরে আন্দোলনকারীরা শাহবাগ থেকে মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে সমাবেশ করেন। সমাবেশ থেকে আন্দোলনকারীরা ২৮ নভেম্বরের মধ্যে চাকরির বয়স-সীমা ৩৫ করার আল্টিমেটাম দেন। দাবি না মানলে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন বলে জানান আন্দোলনকারীরা। এরপর ঝটিকা মিছিল করে আজকের মতো কর্মসূচি শেষ করেন তারা। সমাবেশে মো. কামরুজ্জামান বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছি। আন্দোলনের এক পর্যায়ে আমাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার একটি কমিশন গঠন করে। সেই কমিশনের সুপারিশ না মেনে তারা ৩২এর প্রজ্ঞাপন দেয়। আমরা এই প্রজ্ঞাপনকে লালকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করলাম। এই প্রজ্ঞাপন মানি না। বয়সসীমা ৩৫ না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।' রাসেল আল মাহমুদ বলেন, 'আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত আল্টিমেটাম দিচ্ছি। আমাদের দাবি যদি না মেনে নেওয়া হয়, আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবো। সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা ওইদিন সংবাদ সম্মেলন করে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবো।' গত ২৪ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর করার সিদ্ধান্ত হয়। পরে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ১৯ নভেম্বর ৩৫ প্রত্যাশী শিক্ষার্থী সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক শরিফুল হাসান শুভ তার কমিটির বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'যদি কেউ ৩২ কে অযৌক্তিক মনে করে তাহলে তারা ভিন্ন নামে আন্দোলন করতে পারে। তবে এতদিন যে ব্যানারে আন্দোলন চলেছে, সেটির বিলুপ্তি ঘটাতে আজকে এই কার্যক্রম।

টেকনাফ সৈকতে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ২

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার টেকনাফে মহেশখালীপাড়া সমুদ্রসৈকতে গোসল করতে নেমে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আরও দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে। তাদের উদ্ধারে পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা যৌথ উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন। গতকাল রোববার দুপুর ১২টার দিকে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীপাড়া নৌঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুর নাম নুর কামাল (১২)। সে স্থানীয় কোনকার পাড়ার সাদ্দাম হোসেনের ছেলে। নিখোঁজ শিশুরা হলো ইমরান হোসেন (১২), নজরুল হক (১২)। তারা তিন জনই টেকনাফ সদর ইউনিয়নের কোনকারপাড়ার আসরাফিয়া দার-উন-নাজাত মাদ্রাসার ছাত্র। ঘটনার খবর শুনে সমুদ্র সৈকতে ছুটে আসেন নিখোঁজ এক শিশুর বাবা মো. কামাল। তিনি বলেন, 'মাদ্রাসার শিক্ষকদের সঙ্গে সাগরে ঘুরতে এসে গোসলে নেমে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আমার ছেলেসহ দুই শিশু নিখোঁজ রয়েছে। তাদের উদ্ধার করার জন্য কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল সাগরে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছে।' এ বিষয়ে টেকনাফ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কমান্ডার মুকুল কুমার নাথ জানান, দুপুরে টেকনাফ মহেশখালীপাড়া নৌঘাট থেকে তিন শিশু একসঙ্গে সাগরে গোসল করতে নেমে স্রোতে ভেসে যায়। পরে নুর কামাল নামে এক শিশুর মরদেহ সৈকতে ভেসে আসে। বাকি দুই শিশু এখনও নিখোঁজ রয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। এ মুহূর্তে কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল সাগরে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।

রিকশাচালকদের দাবি না মেনে গদিতে থাকতে পারবেন না: মুজাহিদুল

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে উদ্দেশ করে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেছেন, রিকশাচালকের দাবি না মেনে গদিতে থাকতে পারবেন না। গতকাল রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ব্যাটারিচালিত যানবাহন বন্ধে হাইকোর্টের আদেশ প্রত্যাহার করার দাবিতে রিকশা-ভ্যান-ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়ন আয়োজিত গণঅবস্থান কর্মসূচিতে তিনি একথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, আপনারা নিশ্চয়ই খবরা-খবর রাখেন দেশের। কেউ কেউ বলছেনড় আগে সংস্কার হবে তারপর ইলেকশন হবে। ঠিক আছে, আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আমি বলতে চাই, সংস্কার কী করবো না করবো সেটা পরের বিষয়। কিন্তু রিকশা শ্রমিকের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটাকে প্রত্যাহার করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগামীকাল কোর্টে হোক বা না হোকড় আজকে সরকারের পক্ষ থেকে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর যদি এটা না হয়, তাহলে আমি বলতেছি, তারা (সরকার) যেমন বলে সংস্কার না করে নির্বাচন দেবো না, ঠিক তেমনই রিকশাচালকের দাবি না মেনে গদিতেও তুমি থাকতে পারবা না।' তিনি বলেন, 'গত জুলাই আগস্ট মাসে ছাত্রদের নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে। আপনারা ছাত্রদের গণঅভ্যুত্থান দেখেছেন, কিন্তু শ্রমিকদের গণঅভ্যুত্থান দেখেননি। তারা সব শোষকের ১২টা বাজিয়ে দেবে। পাড়ায় পাড়ায় কমিটি বানান, শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলেন। রিকশা ড্রাইভার, গার্মেন্টসের শ্রমিক ও খেত মজুররাড় অর্থাৎ যারা মেহনত করে খায়, তাদের সবার কাছে খবর পৌঁছায় দেন। এর সরকার, তার সরকার, ওর সরকার কত সরকার দেখেছিড় আগামী দিনে ইনশাল্লাহ, গরিব মানুষের সরকার হবে।' রিকশাচালকদের উদ্দেশে সেলিম বলেন, 'হাইকোর্টের খবরা-খবর আপনারা শুনেছেন। শুধু আমি একটা কথা বলবো, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর চেষ্টা করবেন না। এটা করা হলে সারা বাংলাদেশে আগুন জ্বলে উঠবে। আপনারা লড়াই করতে থাকেন। আইনসিদ্ধভাবে আমরা লড়াই করছি। এ লড়াই এগিয়ে নিয়ে ইনশাল্লাহ, আমরা আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনবো।' ছাত্রসমাজকে উদ্দেশ করে সিপিবির সাবেক সভাপতি বলেন, 'আমি ডাকসুর ভিপি ছিলাম। আপনারা কেউ রিকশাচালকদের সঙ্গে বেয়াদবি করবেন না। আপনার বাবার বয়সী রিকশাচালককে তুই-তোকারি করে কথা বলা চলবে না। মেহনতি মানুষকে মর্যাদা দিতে শেখেন। যারা পরিশ্রম করে দেশকে গড়ে তুলেছে, তাদেরকে সম্মান জানানো। ভুলে যাবেন না এই গণঅভ্যুত্থান একজন লোকের তৈরি না। এটা হলো সব ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। সেখানে রিকশাওয়ালার রক্ত আছে, গার্মেন্টস শ্রমিকের রক্ত আছে। বৈষম্যবিরোধীর কথা বলে মধ্যবিত্তের রাজত্ব কায়েম করলে বৈষম দূর হবে না। আপনাদের কথায় ও কাজের মিল আছে কিনা, সেই প্রমাণ আমরা দেখতে চাই। কোনও ছাত্র যদি রিকশাওয়ালার প্রতি অবিচার করেড় যেভাবে আমরা হাসিনার গুন্ডাবাহিনীকে নিবৃত্ত করেছি, একইভাবে তাদেরকেও আমরা নিবৃত্ত রাখার জন্য আপ্রাণ ব্যবস্থা করবো।' পরে প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে সমাবেশ শেষ করে শহীদ মিনারের উদ্দেশে রওনা করেন ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকরা।

নুরুল কবিরকে হয়রানি: এসবির দুঃখ প্রকাশ, অভিযুক্তকে প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিউ এজ সম্পাদক নুরুল কবিরকে হয়রানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি)। এসবি ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই এ ঘটনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল রোববার এসবির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। পুলিশের বিশেষ শাখা জানায়, বিগত শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলের 'ব্লকড লিস্ট' এর কারণে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে। এ তালিকায় কয়েক হাজার লোককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাতে করে তাদের বিদেশ সফরের সময় আটকে দেওয়া যায় বা বিদেশ ভ্রমণ থেকে বিরত রাখা যায়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পুলিশের বিশেষ শাখা আগের তালিকা থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তি, ভিন্ন মতাবলম্বী, সাংবাদিক ও অধিকারকর্মীদের বাদ দিতে শুরু করে। কাজটির বেশিরভাগই হাতে-কলমে করা হচ্ছে। ফলে কিছু ভিন্ন মতাবলম্বী ও সাংবাদিকের নাম এখনও রয়ে গেছে। তালিকাটি দ্রুত যাচাই করে সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশিষ্ট সম্পাদক নুরুল কবিরকে হয়রানির ঘটনায় আবারও দুঃখ প্রকাশ করে এসবি জানায়, বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের বন্ধু। দেশ ও জনগণের সেবায় পুলিশ বাহিনী দৃষ্টান্ত গড়তে চায়।

কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গাজীপুরে শ্রমিক বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর মহানগরীর ডেগেরচালা এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ করছেন অমিতি সোয়েটার কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এক ঘণ্টা পর সাড়ে ৯টায় সড়ক থেকে সরে আসেন তারা। লে-অফ নোটিশে কারখানা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেন, বর্তমানে কারখানায় কোনও কাজ (অর্ডার) না থাকার কারণে গতকাল রোববার থেকে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা বন্ধ থাকবে। লে-অফ চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী লে-অফকালীন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। লে-অফ থাকাকালীন শ্রমিকের সশরীরে কারখানায় এসে হাজিরা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বলেন, 'কারখানা কর্তৃপক্ষ হঠাৎ কারখানা বন্ধ ঘোষণা করায় আমরা মহাবিপদে পড়েছি। আমরা বুঝতে পারি নাই কর্তৃপক্ষ কারখানা লে-অফ ঘোষণা করবে। আজকেই কারখানা খুলে দিতে হবে। না দিলে আমরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাবো।'

প্রায় আড়াইশ শ্রমিক বিক্ষোভ অংশ নিয়েছেন : গাজীপুর শিল্পপুলিশের পরিদর্শক রাজিব হোসেন বলেন, গত শনিবার অমিতি সোয়েটার কারখানা কর্তৃপক্ষ লে-অফ ঘোষণা করেছে। এতে কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সকালে শ্রমিকরা কারখানায় এসে বন্ধের নোটিশ দেখে তারা মহাসড়কে বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে তারা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন। ঘটনাস্থলে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ (জিএমপি), শিল্পপুলিশ, কারখানা মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানে আলোচনা করছেন। মালিকপক্ষ আলোচনায় বসেছে।' গাজীপুর ট্রাফিক পুলিশের উপপুলিশ পরিদর্শক আল মামুন বলেন, 'শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নিলে সকাল থেকে এক ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ ছিল। সকালের ওই সময়ে অনেক যাত্রীকে হেঁটে তাদের গন্তব্যে যেতেও দেখা গেছে। সাড়ে ৯টার দিকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এখনও সড়কে অন্তত পাঁচ কিলোমিটার থেমে থেমে যানবাহন চলার কারণে চালক ও যাত্রীদের ভোগান্তি বেড়েছে।' এ ব্যাপারে কথা বলতে অমিতি সোয়েটার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মহানগর এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। গতকাল রোববার ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ঢাকা মহানগর এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবেদনের প্রস্তুতি চলছে। এর আগে বৃহত্তর ঢাকা সিটি করপোরেশন প্যাডেল চালিত রিকশা মালিক ঐক্যজোটের সভাপতি জহুরুল ইসলাম মাসুম ও সেক্রেটারি মো. মমিন আলী হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটে ঢাকা মহানগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধ চাওয়া হয়। ওই রিটের শুনানি নিয়ে গত ১৯ নভেম্বর ঢাকা মহানগর এলাকায় তিন দিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট।

রিকশার ধাক্কায় জাবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু:

পর্যন্ত তালাবদ্ধ থাকবে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'উপাচার্য স্যারসহ মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমাদের অবহিত করবেন মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে। সেই সঙ্গে কতদিনের মধ্যে তারা অপরাধীকে গ্রেফতারে সক্ষম হবেন এমন সময়সীমা দেবেন। তারপর আমরা অবরোধ থামাবো।' এ সময় মার্কেটিং বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, 'আমাদের বোনকে হত্যা করা হয়েছে। চার দিন পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি এমনকি শনাক্ত করা হয়নি। আমরা আমাদের ব্যাচের পক্ষ থেকে সকল ধরনের ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করেছি। খুনিকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত আমরা ক্লাসে ফিরে যাবো না।' গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নতুন কলা ভবনের সামনে রিকশার ধাক্কায় আহত হন আফসানা করিম রাচি। এরপর এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয়।

বিএনপি সব সময় গণতান্ত্রিক

বিশৃঙ্খলা দূর হবে। দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, জনগণের প্রকৃত মালিকানা ফেরত দিতে হবে। গণতন্ত্রকে তার সঠিক জায়গায় রাখতে হবে। অর্থাৎ, মানুষ চিন্তা করবে তার ভোট কাকে দেবে। দেশ শাসন কে করবে, সেটা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে। সংস্কার অবশ্যই হবে। সংস্কার করতে হলে জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। জনআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হচ্ছে সংবিধান। সবকিছু আপনি আমি করে ফেললে হবে না। মানুষ কী চায়, সেটা বুঝতে হবে। তাদের মতামতের সুযোগ হচ্ছে ভোট। ডা. জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজমান, দেশের ভেতর এবং বাইর থেকে অনেক ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে দেশের মানুষকে সজাগ থাকতে হবে। দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনতে হবে। যারা আমাদের ভাইদের গুম, খুন করেছে, এদেশের প্রচলিত আইনে প্রত্যেকের বিচার করতে হবে। নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ন্যাব) সভাপতি জাহানারা খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

অটোরিকশা চালকদের কর্মসূচি

করতে গত ১৯ নভেম্বর নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, ঢাকার জেলা প্রশাসক, দুই সিটি করপোরেশনের প্রশাসক, ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারসহ বিবাদীদের প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে বৃহত্তর ঢাকা সিটি করপোরেশন প্যাডেল চালিত রিকশা মালিক ঐক্যজোটের সভাপতি জহুরুল ইসলাম মাসুম ও সম্পাদক মমিন আলী হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন। রিটে ঢাকা মহানগর এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচল বন্ধ চাওয়া হয়। এ সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের দেওয়া ওই আদেশের পরই বিক্ষোভে নামেন অটোরিকশা চালকরা। রাজধানীতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রিকশা চালকেরা। গত শুক্রবারও জুরাইনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছোড়া হয় টিয়ারশেল। এদিকে, ঢাকা মহানগর এলাকায় তিনদিনের মধ্যে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। রোববার ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নূর মুহাম্মদ আজমী জানিয়েছেন, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবে রাষ্ট্রপক্ষ। আবেদনের প্রস্তুতি চলছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশনার আলোকে অটোরিকশা চলাচল বিষয়ক সমস্যার সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। উচ্চ আদালত থেকে আজকের (রোববার) মধ্যেই নির্দেশনা আসবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

সোহরাওয়ার্দী-নজরুল কলেজে

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাফিলতির কারণে ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজের (ডিএমআরসি) শিক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি কলেজের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করলে গত শনিবার তাদের ওপর কবি নজরুল কলেজের কিছু শিক্ষার্থী হামলা করে বলে অভিযোগ করা হয়। এর প্রতিবাদে গতকাল রোববার রাজধানীর প্রায় ৩৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে জড়ো হয়। তারা হাসপাতালের মূল ফটকের নামফলক খুলে ফেলে। একপর্যায়ে কবি নজরুল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরাও সংঘর্ষে যোগ দেয়। গতকাল রোববার দুপুর ১২টার কিছু সময় পর রাজধানীর প্রায় ৩৫টি কলেজের শিক্ষার্থীরা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের ফটক অবরোধ করে গেট ভাঙচুর করে। পরে সোহরাওয়ার্দী ও কবি নজরুল কলেজের দিক থেকে কিছু শিক্ষার্থী লাঠিসোঁটা নিয়ে এগিয়ে এলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ধাওয়া দিয়ে সোহরাওয়ার্দী কলেজের দিকে যায়। এ সময় উভয় পাশ থেকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া চলাকালীন পাঁচ ছয়জনকে আহত অবস্থায় রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেখা গেছে। এ ঘটনায় কয়েকজন সাংবাদিকও আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

২ দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর কারাগারে

২০০ জনকে আসামি করে মামলা হয়। এ মামলায় তাকে টাকা দুদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা তদন্তের স্বার্থে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। পুরোপুরি তদন্ত শেষে পুলিশ এ ব্যাপারে কথা বলবে। এ ব্যাপারে হবিগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার মো. মুজিবুর রহমান জানান, চুনারুঘাটের মামলা শুনানির জন্য ব্যারিস্টার সুমনকে গত ২০ নভেম্বর হবিগঞ্জে আনা হয়। ঢাকায় মামলা রয়েছে বিধায় ফের তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হবে। এর জন্য প্রস্তুতি চলছে। হবিগঞ্জের মাধবপুরে সরকারি ডাকবাংলোয় হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ এবং রাজধানীর বনশ্রীতে আন্দোলনের হামলা মামলায়ও ব্যারিস্টার সুমন আসামি। গত ২২ অক্টোবর রাজধানীর মিরপুর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুঁজিবাজার পতন দিয়ে সপ্তাহ শুরু

হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৪৮টি কোম্পানির, কমেছে ১৩৭টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৫টির। দিন শেষে সিএসইতে ৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ১২ কোটি ৫৪ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে প্রায়

এবং ৩ হাজার ১৮৪ জন শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী রয়েছেন। এছাড়া অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করার সময় ১ হাজার ৫৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে ৩২ শতাংশ ইয়েমেনি নাগরিক, ৬৫ শতাংশ ইথিওপিয়ান নাগরিক এবং তিন শতাংশ অন্যান্য জাতীয়তার। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিতে অবৈধভাবে প্রবেশে সহায়তার চেষ্টাকারী ব্যক্তির ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ সৌদি রিয়াল জরিমানার বিধান রয়েছে। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে বারবার সতর্ক করে দিয়ে আসছে। মরু অঞ্চলের দেশ সৌদি আরবে বর্তমানে প্রায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ মানুষের বসবাস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ অভিবাসী শ্রমিক সৌদিতে কর্মরত রয়েছেন। সৌদি আরবের স্থানীয় গণমাধ্যম নিয়মিতভাবে দেশটিতে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ধরপাকড় অভিযান ও অবৈধ প্রবাসীদের আটকের খবর প্রকাশ করছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ আইনলঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে তথ্য দিতে সরকারি হেল্প লাইন নম্বর চালু করেছে। দেশটির মক্কা, রিয়াদ এবং পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের বাসিন্দারা ৯১১ এবং অন্যান্য অঞ্চলের বাসিন্দারা ৯৯৯ ও ৯৯৬ নম্বরে কল করে আইনলঙ্ঘনকারীদের তথ্য দিতে পারেন।

চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে

ইসলামী ব্যাংক থেকে অন্তত ১ হাজার ২০০ জন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এ চাকরিচ্যুতি করা হয়। আমরা চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে সড়কে এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করছি।' নজরুল ইসলাম নামে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের অপর এক কর্মকর্তা জানান, গত ৩১ অক্টোবর এক নোটিশে ৬৭২ জন কর্মকর্তাকে ছাঁটাই করা হয়। ওই দিন কর্মকর্তাদের ইমেইলের মাধ্যমে চাকরিচ্যুতির বিষয়টি জানানো হয়। এদিকে, আড়াই ঘণ্টা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক বন্ধ থাকায় সড়কের দুই পাশে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় লোকজনকে। পটিয়া উপজেলার বাসিন্দা ওমর ফারুক বলেন, 'আমি চট্টগ্রাম শহরে আসার জন্য সকালে বাড়ি থেকে বের হই। মইজ্যারটেক এলাকায় ব্যাংকারদের বিক্ষোভের কারণে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় কয়েকশ চাকরিচ্যুত ব্যাংকার এ অবরোধ করে। সড়কে যানজটের কারণে গাড়ি থেকে নেমে যাই। পরে যানজট এড়িয়ে আরেকটি গাড়িতে করে চট্টগ্রাম শহরে আসি।' কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, 'বিভিন্ন ব্যাংক থেকে চাকরি হারানো কর্মকর্তারা চাকরি ফিরে পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভের পাশাপাশি সড়ক অবরোধ করেন। পরে আমরা তাদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিয়েছি। বর্তমানে সড়কে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক আছে।'

দ্বিকক্ষ সংসদের পক্ষে জোরালো

ঘোষণা দেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ৫ আগস্ট সরকার পতনের মাধ্যমে। সেই সংস্কার আন্দোলন এখন রাষ্ট্র সংস্কারে রূপ নিয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার এবং একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধির কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের দায় নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার। রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনগুলো তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এরইমধ্যে হঠাৎ আলোচনায় উঠে এসেছে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিষয়টি। দ্বিকক্ষ আইনসভা বা সংসদ নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে চলছে নানা আলোচনা, জল্পনা-কল্পনা। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা চাওয়া দেশের অন্যতম বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন, তারা ক্ষমতায় গেলে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করবেন এবং দ্বিকক্ষ পার্লামেন্ট গঠন করবেন।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল শেখ হাসিনার মত দৈত্য, আরেকটা দৈত্য যাতে সৃষ্টি না হয়, এজন্য ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর হাতে সব ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। জনগণের ভোটে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে জাতীয় সরকার গঠন করা হবে, দ্বিকক্ষ পার্লামেন্ট গঠন করা হবে। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে অন্যতম দ্বিকক্ষ সংসদ। আর এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম বিএনপির পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়। বিএনপি সব সময় বিশ্বাস করে জনগণ সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আর এ কারণেই বিএনপি দ্বিকক্ষ পার্লামেন্টের বাস্তবায়ন চায়। এদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সংবিধান সংশোধনের জন্য আগে দরকার একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা। আর জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠাতা না হলে সংস্কার গ্রহণযোগ্য হবে না। অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট এম. আসাদুজ্জামান বলেন, আমরা এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছি। এ কারণে ৯৩ অনুচ্ছেদের দিকে তাকালে এসব প্রস্তাবনা এই সরকারের জায়গা থেকে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নিতে পারবে কি না, সেটা ভেবে দেখা দরকার। এই অনুচ্ছেদে বলা আছে, সব অধ্যাদেশ জারি করা যাবে, শুধু সংবিধান সংশোধন ছাড়া। রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে দ্বিকক্ষ আইনসভা নিয়ে বিভিন্ন মহলে চলছে নানা আলোচনা, চুল চেরা বিশ্লেষণ। বলা হচ্ছে, দ্বিকক্ষ সংসদ থাকবে। উচ্চকক্ষের নাম হবে জাতীয় পরিষদ, নিম্নকক্ষ হবে জাতীয় সংসদ। সংসদ নির্বাচন হবে প্রচলিত পদ্ধতিতে ৩০০ আসনে। জাতীয় পরিষদের ২০০ আসন হবে সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। আইনসভার মেয়াদ হবে ৪ বছর। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কেউ দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না।

পিকনিক বাস বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু

সন্তান সাকিবের এলাকায় সুনাম ছিল নম্র-ভদ্র ও মেধাবী হিসেবে। ছোটবেলা থেকেই প্রকৌশলী হওয়ার যে স্বপ্ন ছিল তা পূরণ করার জন্য গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি-আইইউটিতে ভর্তি হয়েছিলেন। সাকিবের বাবা বলেন, "পিকনিকে গিয়ে ছেলের এমন মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ঘটনায় যার যার অবহেলা ও গাফিলতি আছে তা, তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। এভাবে যেন আর কোনো বাবা-মায়ের বুক খালি না হয়।" এর আগে গত শনিবার সকালে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪৬০ শিক্ষার্থী স্থানীয় 'মাটির মায়া' রিসোর্টে বনভোজনে যাচ্ছিলেন। পথে শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের উদয়খালী গ্রামের স্থানীয় চায়না কারখানার সামনে তাদের বহনকারী বিআরটিসির একটি দ্বিতল বাস বিদ্যুতায়িত হয়ে তিন ছাত্রের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও কয়েকজন। মৃত বাকি দুজন হলেন- মীর মোজাম্মেল নাঈম (২৩) ও মুবতাছিন রহমান মাহীন (২২)। এ ঘটনায় গত শনিবার রাতে পল্লী বিদ্যুত সমিতির সাত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বিগত কমিশনগুলোকে বিচারের

। তারা সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। তাই সকলেই তাদের বিচারের আওতায় আনার সুপারিশ করেছে। সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার জানান, তারা 'না' ভোটের বিধানের ব্যাপারে একমত। রাজনৈতিক দল ও গণতন্ত্রের ব্যাপারেও তারা একমত। রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহলে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এটা আশা করা যায় না। বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে জানিয়ে ড. বদিউল বলেন, সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকে বলেছে ও রাষ্ট্রপতি পদকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। নারীদের সরাসরি নির্বাচন ও তাদের নির্বাচনী এলাকা থাকতে হবে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন করার পক্ষে সবাই মতামত দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের আইন পরিবর্তন করতে হবে। মূলত এইসব বিষয়েই আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে নিরাপদ সড়ক চাই'র (নিসচা) চেয়ারম্যান ও অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নাসিম আখতার হোসাইনসহ সংস্কার কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ বিসিএস থেকে ১৮১৪৯ জনকে

পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রথম পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে দ্বিতীয় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল। সম্প্রতি নতুন কমিশন গঠনের পর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রাখার স্বার্থে এই লিখিত পরীক্ষার সব উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষককে দিয়ে মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিসিএস ৪৬তম : ৪৬তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল গত ৯ মে ২০২৪ তারিখ প্রকাশিত হয়। এ পরীক্ষায় ১০৬৩৮ জন প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীদের সঙ্গে সমসংখ্যক অর্থাৎ ১০৬৩৮ জন যোগ করে সর্বমোট ২১২৭৬জন প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচনা করে পুনরায় ফলাফল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিসিএস ৪৭তম : ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৩৪৮৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে অধিযাচন পাঠানো হয়েছে।

আদালতে স্বভাবসুলভ হাস্যোজ্জ্বল

হয়। পরে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর আগে ব্যাপক পুলিশি পাহারায় মাদারীপুর কারাগার থেকে সাবেক দুই সংসদ সদস্যকে আদালতে তোলা হয়। পরে আদালতে আইনজীবীর মাধ্যমে জামিনের আবেদন করলে শুনানি শেষে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে আদালতে হাজির করাকে কেন্দ্র করে নেওয়া হয় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এদিকে আলোচিত সাবেক দুই সংসদ সদস্যকে মাদারীপুর আদালতে তোলার খবরে সকাল ১০টা থেকেই আদালত চত্বরে ভিড় করেন আওয়ামী লীগের কয়েকশ নেতাকর্মী। এ সময় ফেস্টুন হাতে শাজাহান খান ও আবদুস সোবহান গোলাপের মুক্তির দাবি জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা। দেখা গেছে, পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বেলা সাড়ে ১১টায় পুলিশের একটি প্রিজনভ্যান আদালত চত্বরে এসে পৌঁছালে ভ্যানটিকে ঘিরে ধরে শাজাহান খান ও গোলাপের অনুসারী ও উৎসুক জনতা। প্রিজনভ্যান থেকে নামার পড়েই শাজাহান খান ও গোলাপকে ফুলের মালা পরিয়ে দেন তাদের অনুসারীরা। এ সময় বিএনপি বা অঙ্গ সংগঠনের কোনো নেতাকর্মীদের দেখা যায়নি। শাজাহান খান ও গোলাপকে তৃতীয় তলার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নেওয়া হলে সেখানেও ভিড় করেন তাদের অনুসারীরা। আদালতের কাঠগড়ায় অন্য আসামিদের মতো আলোচিত এই দুই নেতাকে তোলা হয়নি। তাদের কাঠগড়ার পাশে দুটি কাঠের চেয়ারে বসতে দেওয়া হয়। পরে শুনানি শুরু হলে দুজনই দাঁড়িয়ে বিচারকের কাছে নিজেদের নির্দোষ দাবি করে আকুতি জানান। আদালতে কমপক্ষে ৩০ জন আইনজীবী শাজাহান ও গোলাপের পক্ষে জামিনের জন্য আবেদন জানান। ১৫ মিনিট জামিন শুনানি শেষে বিচারক দুজনকেই কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। আদালত থেকে শাজাহান খান ও গোলাপকে নামানোর সময়েও তাদের ঘিরে উৎসুক জনতা মুক্তি দাবি জানায়। শাজাহান খান ও আব্দুস সোবাহন গোলাপ একাধিক হত্যা মামলায় দীর্ঘদিন থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মাদারীপুরে নিহত দীপ্ত ও তাওহিদ হত্যা মামলার আসামি ছিলেন এই সাবেক দুই এমপি। নিহত হওয়ার ঘটনায় মাদারীপুরে দুটি মামলা হয়। সেই মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি ছিলেন শাজাহান খান ও গোলাপ। গত বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে মাদারীপুর কারাগারে হস্তান্তর করা হয় দুই সাবেক সংসদ সদস্যকে। কারাগারে নেওয়ার সময় পুলিশ ভ্যানের দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান। এর আগেও আদালতের মধ্যে সার্বক্ষণিক তাকে হাসিমুখে দেখা গেছে। আইনজীবীদের সঙ্গেও টুকটাক কথা বলেন তিনি। বিনিময় করেন কুশলও। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেন, গণমানুষের নেতা শাজাহান খান সর্বদাই হাসিখুশি থাকেন। বিপদেও তাকে ভেঙে পড়তে দেখা যায়নি। তার মুখের হাসিতেই মনে হয় তিনি ভেঙে পড়ার মতো লোক নন। আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট বাবুল আক্তার জানান, মাদারীপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত তাওহিদ সন্নামাত ও দীপ্ত দে হত্যা মামলায় মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শাজাহান খান এবং মাদারীপুর -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ড. আব্দুস সোবহান গোলাপকে মাদারীপুর আদালতে হাজির করা হয়। আমরা আসামিদের জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের দুজনকে জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান।

তত্ত্বাবধায়কের বিষয়ে একমত

ব্যাপারেও তারা একমত। রাজনৈতিক দলের মধ্যে যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহলে রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে এটা আশা করা যায় না। সংস্কার কমিশন প্রধান বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সরাসরি নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকে বলেছেন এবং রাষ্ট্রপতি পদকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছেন। নারীদের সরাসরি নির্বাচন, তাদের নির্বাচনি এলাকা থাকতে হবে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন করার পক্ষে সবাই মতামত দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের আইন পরিবর্তন করতে হবে। মূলত এসব বিষয়েই আলোচনা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় প্রাণ গেলো মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর

স্টাফ রিপোর্টার : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার বোয়ালিয়া এলাকায় বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কের বোয়ালিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার মাটিকাটা গ্রামের মো. মিজানুর রহমানের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৫) ও শাহজাদপুর উপজেলার রতনকান্দি গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে নাইমুর রহমান (২২)। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রউফ বলেন, 'শরিফুল ও নাইমুর মোটরসাইকেল নিয়ে পাবনার দিকে যাচ্ছিল। তারা বোয়ালিয়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।' তিনি আরও বলেন, 'খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে। তবে বাসটি পালিয়ে গেছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।'

অস্থিরতা সৃষ্টির পাঁয়তারা বলছেন ইউএনও

বেনাপোল থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ, পাসপোর্টযাত্রীদের ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : যানজট নিরসনের লক্ষ্যে কয়েকদিন আগে যশোরের জেলা প্রশাসকের সাথে স্থানীয় সুধীসমাজ এবং পরিবহন কর্মকর্তাদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, বেনাপোল চেকপোস্ট এবং বেনাপোল বাজার থেকে যেসব পরিবহন বেনাপোল-যশোর-ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে ছেড়ে যায় সেগুলো এখন থেকে বেনাপোল বাজার থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে পৌর বাস টার্মিনাল থেকে ছাড়তে হবে। আর ঢাকা থেকে রাতে ছেড়ে আসা পরিবহন বাসগুলোর যাত্রী ভোরে বেনাপোল চেকপোস্টে নামিয়ে দিয়ে সেগুলো আবার টার্মিনালে চলে যাবে। এরপর হঠাৎ করে গত শুক্রবার রাত ৩টার দিকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা পরিবহন বাসগুলোর যাত্রীদের টার্মিনালে জোরপূর্বক নামিয়ে দেওয়ায় ওই যাত্রীরা হয়রানির শিকার হন। কোনোকিছু না জানিয়ে প্রশাসনের এ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণে বাস মালিক সমিতি গত শনিবার সকাল থেকে গতকাল রোববার পর্যন্ত সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে। পাসপোর্টযাত্রীদের অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী ভারতের পেট্রাপোলে যাত্রীদের সুবিধার্থে ইমিগ্রেশনের সঙ্গেই নির্মাণ করা হয়েছে যাত্রী টার্মিনাল। কিন্তু বাংলাদেশ সীমান্তে চালু টার্মিনাল বন্ধ করে দিয়ে অনেক দূরে অবস্থিত টার্মিনালে পাঠানো হচ্ছে যাত্রীদের। এতে চরম ভোগান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের। ঢাকার পাসপোর্টযাত্রী মেহেদী রায়হান উদ্দিন বলেন, 'ঢাকা থেকে এসে সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পৌর বাস টার্মিনালে রাত ৩টার সময় নামিয়ে দিয়েছে। পরে দুই ঘণ্টা একটি চায়ের দোকানে বসে সকালে একটা ইজিবাইকে করে বর্ডারে এসেছি। আমরা চাই, চেকপোস্টে অবস্থিত বন্দর কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল থেকে বাসগুলো ছাড়ুক।' এ ব্যাপারে বেনাপোল পরিবহন সমিতির সভাপতি বাবলুর রহমান বাবু বলেন, 'প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর থেকে আমরা তাদের নির্দেশনামতো চলছিলাম। ঢাকা থেকে রাতে ছেড়ে আসা বাসগুলোর পাসপোর্টযাত্রীদের বেনাপোল চেকপোস্টে নামিয়ে দিয়ে খালি বাস পৌর বাস টার্মিনালে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে শুক্রবার রাত ৩টার দিকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বাসগুলোর যাত্রীদের জোরপূর্বক টার্মিনালে নামিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় যাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এবং হয়রানির শিকার হয়। পরে তাদের লোকাল বাসে করে চেকপোস্টে পাঠান টার্মিনালে থাকা পৌরসভার লোকজন।' পরিবহনসংশ্লিষ্টরা বলছেন, লোকাল গাড়ি যদি চেকপোস্টে যেতে পারে তাহলে আমাদের পরিবহন বাসগুলো চেকপোস্টে যাত্রী নামাতে পারবে না কেন? আমাদের পরিবহন বাসগুলো তো কোনও যানজটের সৃষ্টি করে না বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অহেতুক দাঁড়িয়ে থাকে না। তাহলে কেন আমাদের সঙ্গে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করছে প্রশাসন? প্রশাসনের এ ধরনের আচরণের প্রতিবাদে পরিবহন মালিক সমিতি শুক্রবার রাতে ঢাকা থেকে বেনাপোলের উদ্দেশে কোন গাড়ি ছাড়েনি এবং গত শনিবার বেনাপোল থেকে সকল ধরনের পরিবহন বাস এবং দূরপাল্লার বাস বন্ধ রেখেছে মালিক সমিতি। এ ব্যাপারে বেনাপোল পৌর প্রশাসক ও শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী নাজিব হাসান বলেন, 'আমরা তো চেকপোস্টের বাস টার্মিনাল বন্ধ করিনি। বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী টার্মিনালের গেট বন্ধ রেখেছে। টার্মিনালের গেট বন্ধ থাকার কারণে শুক্রবার গভীর রাতে গাড়িগুলোর যাত্রী পৌর বাস টার্মিনালে নামিয়ে দিয়েছিল। গত শনিবার ভোরের দিকেও চেকপোস্টে যাত্রী নিয়ে গাড়ি গেছে। রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত যাত্রীবাহী বাস চেকপোস্টে গেলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে না।' তিনি আরও বলেন, 'একটা সমস্যা হলে তার সমাধানও আছে। বাস মালিক প্রতিনিধিরা তো আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারতো? তারা একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য এসব করেছেন। আলোচনা না করেই বাস বন্ধ রেখেছে, এটা সঠিক কাজ করেনি।'

মিরপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শিশুসহ দগ্ধ ৭

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর-১১ সি ব্লকের এভিনিউ-৫ এর একটি বাসার গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে নারী-শিশুসহ সাত জন দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রোববার ভোরের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দগ্ধরা হলেন আব্দুল খলিল (৪০), রুমা আক্তার (৩২), আব্দুল্লাহ (১৩), মোহাম্মদ (১০), ইসমত (৪), স্বপ্না (২৫) ও শাহ্‌জাহান (৩৪)। তাদের মধ্যে তিন জনে অবস্থা আশঙ্কাজনক। জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. শাওন বিন রহমান জানান, গতকাল সকালে মিরপুর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ দগ্ধ সাত জনকে আমাদের এখানে আনা হয়। তাদের মধ্যে আব্দুল খলিলের শরীরের ৯৫ শতাংশ, আব্দুল্লাহর ৩৮ শতাংশ, মোহাম্মদের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। ওই তিন জনকে ভর্তি কার হয়েছে। বাকি চার জন পর্যবেক্ষণে রয়েছে।'

ছুটির পর রাস্তা পার হওয়ার সময় বাসচাপায় নারী পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে বাসচাপায় শামীমা আক্তার (২৫) নামে এক পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজন দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি আটক করেছে। গত শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের আরএকে সিরামিক কারখানার সামনে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শামীমা আক্তার নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের সোনা মিয়ার মেয়ে। তিনি মাওনা নয়নপুর এলাকায় ফার্সিং নিট কম্পোজিট লিমিটেড কারখানায় সহকারী অপারেটর (হেলপার) পদে চাকরি করতেন। মাওনা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কারখানা ছুটির পর শামীমা আক্তার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। এসময় দ্রুতগতির সৌখিন পরিবহনের বাস তাকে ধাক্কা দিলে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। ওসি বলেন, 'সহকর্মীর মৃত্যুর খবরে কারখানার শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে আসলে অল্প সময়ের জন্য সড়কে উত্তেজনা বিরাজ করলেও যান চলাচলে কোনও সমস্যা হয়নি। পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই নিহতের লাশ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।'

খাদ্য উপদেষ্টার সঙ্গে রাশিয়ান প্রতিনিধির বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন রাশিয়ান ফেডারেশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এবং কাউন্সিলর মি. ভ্লাদিমির মেকোলোভ। গতকাল রোববার সচিবালয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিজ দফতরে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় খাদ্য সচিব মো. মাসুদুল হাসানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে খাদ্যশস্য রফতানিসহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা এবং বিদ্যমান সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তারা।

পিকনিক বাস বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন ছাত্রের মৃত্যু: পল্লী বিদ্যুতের ৭ জন বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির পিকনিক বাস বিদ্যুতায়িত হয়ে তিন ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় পল্লী বিদ্যুত সমিতির সাত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত হওয়াদের মধ্যে চারজন পল্লী বিদ্যুতের কর্মকর্তা ও তিনজন লাইনম্যান বলে গত শনিবার রাত সাড়ে ১১টায় জানিয়েছেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) মো. আকমল হোসেন। তিনি বলেন, গত শনিবার সকালে পিকনিক বাসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পরপরই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে রাতে এ ঘটনায় ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম, সদর-কারিগরি) কমলেশ চন্দ্র বর্মন, মাওনা জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান, এজিএম মো. তানভীর সালাউদ্দিন, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মতিউর রহমানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। এছাড়া সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে লাইনম্যান পারভেজ মিয়া, শাখাওয়াত হোসেন ও আবুল কাশেমকেও। এর আগে গত শনিবার সকালে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির মেকানিক্যাল অ্যান্ড প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪৬০ শিক্ষার্থী স্থানীয় 'মাটির মায়া' রিসোর্টে বনভোজনে যাচ্ছিলেন। পথে শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের উদয়খালী গ্রামের স্থানীয় চায়না কারখানার সামনে তাদের বহনকারী বিআরটিসির একটি দ্বিতল বাস বিদ্যুতায়িত হয়ে তিন ছাত্রের মৃত্যু হয়। আহত হন আরও কয়েকজন। নিহত শিক্ষার্থীরা হলেন- মীর মোজাম্মেল নাঈম (২৩), জোবায়ের আলম সাকিব (২২) ও মুবতাছিন রহমান মাহীন (২২)। এর মধ্যে মাহীন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নাঈম ও সাকিবকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় গাজীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষে চার সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভিয়েতনামে বাংলাদেশিদের জন্য ই-পাসপোর্ট সেবা চালু

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ৪৮তম মিশন হিসেবে ভিয়েতনামে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করেছে সেখানকার বাংলাদেশ দূতাবাস। শুক্রবার রাজধানী হ্যানয়ে দূতাবাস প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়ে বলা হয়, এ কর্মসূচির আওতায় আবেদনকারীরা ৫ বছর বা ১০ বছর মেয়াদি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পাওয়ার এক মাসের মধ্যে ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে অভিবাসন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের দল দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেন। ই-পাসপোর্ট আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে উপস্থিত বাংলাদেশিদের ধারণা দেন ঢাকা থেকে আসা অভিবাসন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আল-আমিন মৃধা। তিনি সরকারের ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখান। রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, "এ কার্যক্রম চালু করার ফলে এখন থেকে ভিয়েতনাম ও লাওসে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা দূতাবাসে এসে ই-পাসপোর্ট সেবা নিতে পারবেন। এছাড়া দূতাবাস ভিয়েতনাম ও লাওসের বিভিন্ন শহরে কনস্যুলার পরিষেবা দেওয়ার সময় ই-পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ করবে।" উদ্বোধন শেষে রাষ্ট্রদূত কয়েকজন আবেদনকারীকে ই-পাসপোর্ট এনরোলমেন্ট স্লিপ দেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দূতালয় প্রধান নাসির উদদীন।

সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব দেওয়ার সময় বাড়ছে এক মাস

স্টাফ রিপোর্টার : সম্পদের হিসাব জমা দিতে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সময় এক মাস বাড়ানো হয়েছে। গতকাল রোববার সচিবালয়ে জনপ্রশাসন সচিব মো. মোখলেস উর রহমান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পদ বিবরণী জমা দিতে পারবেন সরকারি কর্মচারীরা। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও আয়ব্যয়ের স্বচ্ছতা আনতে সরকারি কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব জমা দিতে একটি ছক প্রকাশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সময় বেঁধে দিয়েছিল ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। নির্ধারিত সময়ে হিসাব বিবরণী জমা না দিলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন সচিব। সম্প্রতি এনবিআর রিটার্ন দাখিলের সময় একমাস বাড়ানোর প্রেক্ষিতে কর্মচারীদের হিসাবে বিবরণী নিয়েও সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসল। "সরকারি কর্মচারীদের সম্পদ বিবরণী জমা দেওয়ার সময় এক মাস বাড়ানো হচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে সার্কুলার ইস্যু করব। এনবিআরের রিটার্ন দাখিলের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। সেজন্য আমরাও এক মাস পিছিয়েছি।" বলেন সচিব। সচিব মোখলেস বলেন, "গত ১৬ বছরে কেউ সম্পদের হিসাব বিবরণী জমা দেয়নি। কীভাবে এটা জমা দিতে হবে তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না। সময় বাড়ানোর সেটাও একটা কারণ।" তবে আগামীতে প্রতিবছরই ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সম্পদের হিসাব দিতে হবে বলে জানান তিনি।

বিরলে মাদক ব্যবসায়ীসহ ২ জনের ১ বছর কারাদন্ড

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরলে মাদক বিরোধী অভিযানে এক নারী মাদক ব্যবসায়ী ও ১ জন মাদকসেবীকে ১ বছর করে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদন্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। দন্ড প্রাপ্তরা হলেন বিরল পৌর শহরের সুইপার কলোনীর মৃত তৃষ্ণা এর স্ত্রী মাদক ব্যবসায়ী ফুলমতি (৪৫) ও শংকরপুর গ্রামের ছইফুর রহমান এর ছেলে মাদকসেবী শাহিন (৩১)। ওই আদেশ দেন ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইশতিয়াক আহমেদ। বিরল থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুস ছবুর জানান, বিরল উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইশতিয়াক আহমেদ বিরল থানার পুলিশকে সাথে নিয়ে উপজেলার পৌর শহরে সুইপার কলোনীতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে মাদক ব্যবসায়ী ফুলমতি (৪৫) হিরোইন বিক্রির সময় হাতে নাতে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ৪ পুড়িয়া হিরোইন এবং শংকপুর গ্রামের ছইফুর এর ছেলে মাদকসেবী শাহিন (৩১) কে ১ পুড়িয়া হিরোইনসহ আটক করা হয়। এ সময় ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক উপজেলা সকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইশতিয়াক আহমেদ আটক মাদক ব্যবসায়ী ফুলমতি ও মাদকসেবী শাহিনকে ১ বছর করে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদন্ডাদেশ প্রদান করে। গতকাল রোববার থানা পুলিশ এর মাধ্যমে তাদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিরল ক্রপ এসোসিয়েশন এর আত্মপ্রকাশ

বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : বিরল উপজেলার সকল কীটনাশক প্রতিনিধিদের নিয়ে নব গঠিত সংগঠন বিরল ক্রপ এসোসিয়েশন এর আলোচনা ও মতবিনিময় সভার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গত শনিবার অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এমিনেন্স ক্যামিক্যাল এর প্রতিনিধি মোঃ মোস্তাাফিজুর রহমান। সভায় বিভিন্ন কীটনাশক কোম্পানির কর্মকর্তারা কমিটির গঠনতন্ত্র, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসহ কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন রকম দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেন। উক্ত সভায় বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়ে সদস্য ফরম পূরণ এর মাধ্যমে ২ বছর মেয়াদী একটি ২৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটি সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রমান, সাধারণ সম্পাদক রায়হান ইসলাম রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ সাদিকুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ জামান, তথ্যসংগ্রহ বিষয়ক সম্পাদক মেহেরুল ইসলাম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক রফিক রানা, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আদনান আল নাহিয়ান, দপ্তর সম্পাদক মাহিবুল ইসলাম, সহ প্রতিটা পদে আরও ২-৩ জন করে সহকারী হিসেবে কমিটিতে পদ লাভ করেন।

কয়রায় জেজেএসের নাগরিক সভা

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি :কয়রায় জেজেএসের প্রস্তুতি প্রকল্পের উদ্যোগে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের সাথে সেবা প্রাপ্তি বিষয়ক এক নাগরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকাল ৩ টায় ৬নং কয়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইউপি সদস্য মুর্শিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী ইস্তিয়াক আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রিয়াছাদ আলী। এতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেজেএসের প্রস্তুতি প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা অশোক কুমার রায়, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বাবলা, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা আব্দুল মজিদ, সাংবাদিক ফরহাদ হোসেন, আইসিডির প্রতিনিধি আশিকুজ্জামান আশিক, স্থানীয় অধিবাসী গনেশ মুন্ডা, আব্দুল্লাহ মোড়ল, নীলকান্ত মুন্ডা, উষা রানী মুন্ডা, সাধনা মুন্ডা প্রমুখ।

পাইকগাছায় শিক্ষিকা অপসারণে আন্দোলন

পাইকগাছা, খুলনা প্রতিনিধি : প্রশাসনের আশ্বাস বাস্তবায়ন না হওয়ায় খুলনার পাইকগাছা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় তালা ঝুলিয়ে দিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে। গতকাল রোববার দুপুরে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাইকগাছা আদালতের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়। এসয় শিক্ষার্থী ঋতু, অর্পিতা, চাহাত, এশা, সাহাবা বলেন গত বুধবার সকাল ১০ টায় দুশতাধিক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের সকল ক্লাস রুম ও বিদ্যালয়ের মেইন গেটে তালা দিয়ে মেইন সড়কে অবস্থান করে প্রধান শিক্ষিকা ভৈরবী রানী রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে সেখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহেরা নাজনীন আমাদের সাথে আলোচনা করে প্রধান শিক্ষিকা ভৈরবী রানী রায়ের পদত্যাগ করবেন বলে আশ্বাস দিলে আমরা ক্লাসে ফিরে যায়। কিন্তু প্রধান শিক্ষিকা অদ্যাবধি পদত্যাগ করেনি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ প্রধান শিক্ষিকা ভৈরবী রানী রায় চলতি বছর ৭মে পাইকগাছা সরকার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় যোগদানের পর থেকে মাসে এক দিন স্কুলে আসেন। বেতন নিয়ে চলে যাওয়ার সময় শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার রুটিন, সিলেবাস, ক্লাস রুটিন, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সনদ, ছুটির নোটিশ কিছুই দেয় না বা পাইনা। তাই আমাদের দাবী পূরনণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এ সময় পাইকগাছা থানা পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে আন্দোলনকারীদের আশে পাশে অবস্থান করেন।

কিশোরগঞ্জে মান উন্নয়নের জন্য আলোচনা সভা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জে পাঠাগারের মান উন্নয়নের জন্য আলোচনাসভা,চিত্রাঙ্গণ,রচনা প্রতিযোগিতা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে জেলা সদরের লতিবাবাদ ইউনিয়নের উত্তর লতিবাবাদ গ্রামে বাদশা ভূইয়া স্মৃতি পাঠাগারের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কামরুন মহিউদ্দিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাষ্ট্রের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডাঃ মহি উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগারের সহকারী পরিচালক মো: আজিজুল হক সুমন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শেখ সেলিম কবীর, জেলা বেসরকারী গণগ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি মো: রুহুল আমীন,ভোরের আলো সাহিত্য আসরের প্রতিষ্ঠাতা মো: রেজাউল হাবীব রেজা, বাংলাদেশ বেসরকারী গণগ্রন্থাগার সমিতি কিশোরগঞ্জ সদর শাখার সভাপতি মো: আমিনুল হক সাদী। কিশোরগঞ্জ সংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি মো: জিয়াউর রহমানের পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন, বাদশা ভূইয়া স্মৃতি পাঠাগারের প্রতিষ্ঠঅতা শিল্পী বাবুল ভূইয়া। অন্যন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অথৈ তথৈ পাঠাগারের হারেছুজ্জামান শেখ, জ্ঞানতীর্থ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা মো: আলমগীর অলিক, ইকরা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা মনিরুজ্জামান রুবেল প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

দুর্ঘটনা এড়াতে সড়কে অব্যবস্থাপনা দুর হোক

সড়কে চরম অব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের খামখেয়ালির কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। অব্যবস্থাপনার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই দেশের প্রধান সড়কগুলো মৃত্যুকূপে পরিণত হয়ে রয়েছে। রাজধানীসহ দেশের সড়ক-মহাসড়কগুলোয় যানবাহন চলাচলে আদতে কোনো শৃঙ্খলা না থাকার কারণেই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। বিষয়টি আমরা সবাই জানি; কিন্তু নিজেরাও মানি না, কর্তৃপক্ষকেও উদ্যোগী হতে দেখি না। এর ওপর সড়ক-মহাসড়কে নতুন সমস্যা হিসেবে যুক্ত হয়েছে ব্যাটারিচালিত রিকশা। বেপরোয়া গতির এ যানবাহনের কারণে সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা আরও বেড়েছে। অবশ্য কোথাও কোথাও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে ট্র্যাফিক পুলিশ। মামলা হচ্ছে, জরিমানা করা হচ্ছে, চলছে ডাম্পিং, রেকারিং। কিন্তু সাধারণ চালক-যাত্রীর নিয়ম না মানার মনোভাব আর কর্তৃপক্ষের সার্বিক প্রচেষ্টার অভাবে কিছুতেই যেন কিছু হচ্ছে না। এ অবস্থা যে চলতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সড়কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের অভাব, টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত ১১১টি সুপারিশনামা বাস্তবায়ন না হওয়া, চালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বেপরোয়া গাড়ি চালানোর প্রবণতা, দৈনিক চুক্তিভিত্তিক গাড়ি চালানো, লাইসেন্স ছাড়া চালক নিয়োগ, পথচারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, ট্র্যাফিক আইন ভঙ্গ করে ওভারটেকিং করা, বিরতি ছাড়াই দীর্ঘসময় ধরে গাড়ি চালানো, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালানো বন্ধে আইনের প্রয়োগ না থাকা, সড়ক ও মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও তিন চাকার গাড়ি বৃদ্ধি, মহাসড়কের নির্মাণ ত্রুটি, একই রাস্তায় বৈধ ও অবৈধ এবং দ্রুত ও শ্লথ যানবাহন চলাচল এবং রাস্তার পাশে হাটবাজার ও দোকানপাট থাকা ইত্যাদি এসব কারণে দুর্ঘটনা কিছুতেই এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। বিগত সরকারের আমলে বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতির কথা আর নতুন করে বলার নেই। নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে ২০১৮ সালে জেল-জরিমানা বৃদ্ধি করে একটি কঠোর সড়ক পরিবহণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, যদিও পরিবহণ মালিক-শ্রমিক নেতাদের চাপে আইনটি শিথিলের উদ্যোগ গ্রহণ করে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার। উপদেষ্টা এই সকল সিদ্ধান্তও 'রিভিউ' করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা আশাবাদী, অচিরেই নিরাপদ সড়ক প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হবে। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নানা খাতে সংস্কারকার্য শুরু করেছে। এমন অবস্থায় পরিবহণ খাতে নৈরাজ্য বন্ধ, সড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত যানবাহন তুলে দিয়ে মানসম্মত যানবাহন নামাতে পরিবহণ মালিকদের বাধ্য করা, চালকসহ সংশ্লিষ্টদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে কাজের অনুমতি প্রদান, যাত্রীসাধারণকে সড়কে সঠিকভাবে চলাচলে বাধ্য করা; ব্যত্যয় ঘটলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার মতো বিষয়গুলো এখন সময়ের দাবি।

জন্মনিবন্ধন নিয়ে ভোগান্তি উত্তরণের পথ কোথায়?

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শুরু হয়েছে ভর্তি মৌসুম। রাজধানীর অনেক স্কুলে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকেই নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হয়। তবে এ ভর্তিতে চরম বিড়ম্বনার নাম জন্মসনদ। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী, বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুর বয়স শনাক্ত করতে আবেদন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হয় জন্মসনদের ফটোকপি। এ কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি ঘিরে প্রতিবছরই সেপ্টেম্বর বা তার আগে থেকেই শিশুর জন্মসনদ সংগ্রহে অভিভাবকদের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। শিক্ষার্থীদের সরকারবিরোধী আন্দোলনের জেরে জুলাইয়ে দেশজুড়ে জন্মনিবন্ধনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। টানা পাঁচ দিন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ ছিল। মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ ছিল প্রায় ১০ দিন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যানরা আত্মগোপন করেন। কার্যালয়গুলোয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও হামলা করা হয়। সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের অপসারণ করা হয়। এসব কারণে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বড় অংশজুড়ে অনেক জায়গায় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের কাজ বন্ধ থাকে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এসে জন্মনিবন্ধনের আবেদন বাড়তে থাকে। এ বছরের ৬ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে জন্মনিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার ৩৯৮। গত ৩০ সেপ্টেম্বর তা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ২৬১টিতে। সবশেষ ১০ নভেম্বর জন্মনিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার ৫৫। জন্মনিবন্ধন হয়েছে ৩৩ হাজার ৯১৮টি। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় যত এগিয়ে আসছে, ততই ভিড় বাড়ছে নিবন্ধক কার্যালয়গুলোয়। সময়মতো জন্মনিবন্ধন পেতে দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে অভিভাবকদের। শিশুর জন্মনিবন্ধন সনদ তুলতে গিয়ে দেখা যায় তাতে বাবা-মায়ের নাম ভুল। আবার বাবার নামে হয়তো মোহাম্মদ আছে, কিন্তু শিশুর জন্মনিবন্ধনে মোহাম্মদ নেই। মায়ের নামে আক্তার থাকলেও শিশুর জন্মনিবন্ধনে মায়ের নামের ঘরে বেগম লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের জন্মনিবন্ধনের সঙ্গে নামের মিল নেই জাতীয় পরিচয়পত্রের। এ ছাড়া অভিভাবকরা জন্মসনদ সংশোধন নিয়ে বাড়তি ব্যয়ের অভিযোগ করছেন। জন্মসনদ সংশোধনের ধার্যকৃত ফি ১০০ টাকা হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫০০ টাকাও নিচ্ছেন। পাশাপাশি রয়েছে দালালদের দৌরাত্ম্য। তারা আবেদনকারীদের হয়ে তারা কাজ করে দেন। প্রয়োজনে জন্মসনদ তুলে দেওয়া পর্যন্ত তিন থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা তাদের দিতে হয়। আবার নতুন নিয়ম যুক্ত হয়ে দুর্ভোগ বেড়েছে কয়েক গুণ। আমরা আশা করি, দ্রুত এ সমস্যার সমাধান হবে। ভোগান্তি লাঘব হবে অভিভাবকের- এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এতে অভিভাবকদের ভোগান্তি নিরসন হবে।

বেড়েছে সয়াবিন তেলের দাম
বাজার নিয়ন্ত্রণ জোরালো করুন

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ে সৃষ্ট অস্থিরতা কোনোভাবেই কাটছে না। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও স্থির আয়ের মধ্যবিত্তের জীবন রীতিমতো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। পরিবারের সদস্যদের সাধারণ পুষ্টির সঙ্গেও তাদের আপস করতে হচ্ছে। সরকার বাজার স্থিতিশীল রাখতে অনেক চেষ্টাই করছে, কিন্তু সরকারের সেসব চেষ্টা খুব একটা কাজে আসছে না। ভোজ্য তেলের দাম স্থিতিশীল রাখতে গত ১৭ অক্টোবর সয়াবিন ও পাম তেলের মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট ১৫ শতাংশ কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। এ ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসা পর্যায়ে সয়াবিন ও পাম তেলের ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অথচ এক মাসের ব্যবধানে লিটারপ্রতি খোলা সয়াবিন তেলের দাম বেড়েছে ২০ থেকে ২৫ টাকা। এখন খোলা সয়াবিন তেল প্রতি কেজি ১৯০ থেকে ১৯৫ টাকায় এবং প্রতি লিটার ১৭৫ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। এক মাস আগে খোলা সয়াবিন তেলের লিটারপ্রতি দাম ছিল ১৫০ টাকা। কয়েক বছর ধরেই বাজারে একটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, আর তা হলো পবিত্র রমজান মাস শুরুর দু-তিন মাস আগে থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া। দফায় দফায় দাম বাড়তে থাকে। আগামী মার্চ মাসের প্রথমার্ধেই শুরু হবে রমজান মাস। বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা, সয়াবিন তেলের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে সরকার পেঁয়াজ, আলু, ভোজ্য তেল, চিনি, ডিম ও চালড়এই ছয়টি খাদ্যপণ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শুল্ক কমিয়েছে। এতে রাষ্ট্রের রাজস্ব আয় কমেছে, কিন্তু ভোক্তারা তাতে কি লাভবান হয়েছে? কোনোটিরই দাম কমেনি, বরং কোনো কোনোটির দাম আরো বেড়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা বলেছেন, তিনি নিজেই বাজার করেন। মূল্যবৃদ্ধির কারণে তিনি নিজেও চাপে আছেন। অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, বাজারে এত বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে যে শুল্ক হ্রাস করাসহ নানা পদক্ষেপ নেওয়ার পরও নিত্যপণ্যের দাম কমছে না। শুধু ভোজ্য তেল নয়, বাজারে প্রায় প্রতিটি খাদ্যপণ্যের দামই অত্যধিক। মানুষ কতটা অসহায়, তা টিসিবির ট্রাকের সামনে ক্রমবর্ধমান ভিড় থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায়। বাজারে হস্তক্ষেপ না বাড়ালে উত্তরোত্তর পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাবে। ভোক্তার স্বার্থ দেখার জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। তাদের আরো গতিশীল হতে হবে, কর্মকাণ্ড আরো বাড়াতে হবে। শুল্কছাড়ের সুবিধা কোথায় যাচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। নানা ধরনের সিন্ডিকেটবাজি ও অদৃশ্য কারসাজি বন্ধ করতে হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নৈতিক ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা

ড. মো: মিজানুর রহমান

একটি দেশ, একটি জাতির অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হলো শিক্ষা। ঠিক তেমনি একটি জাতির ভিত্তিমূল, উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া নির্ভর করে তার শিক্ষার ওপর। এ কথা সত্যি, যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশি উন্নত, সভ্য ও অগ্রসর। তবে সে শিক্ষা হতে হবে প্রকৃত শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, মূল্যবোধ তৈরি শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং কল্যাণমুখী শিক্ষা। কেবল পাঠ্যবই মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষা নয়। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষাব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় আমাদের সন্তানরা নৈতিক শিক্ষার অভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। প্রতিযোগিতার বিশ্বে কর্মমুখী এবং কল্যাণমুখী শিক্ষার অভাবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে ঝরে পড়বে। বিশ্বের অনেক দেশ বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক। সেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অর্থাৎ কর্মক্ষম জনসংখ্যার হার বাংলাদেশে এখনো অনেক দেশের চেয়ে অনেক বেশি। ২০৩০ সাল পর্যন্ত এ সুবিধা থাকবে। সুতরাং আমরা যদি শিক্ষাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেশের জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তর করতে পারি তাহলে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর মানচিত্রে অন্যতম একটি উন্নত দেশ। শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পণ্য। সুতরাং পরিবর্তনশীল বিশ্বে সব ধরনের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে বহির্বিশ্বের সাথে তুলনা করে শিক্ষায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে যেন শিক্ষা মানবীয় গুণ এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে। কথিত আছে- বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিবেশী দেশের মদদপুষ্ট হয়ে তাদের স্বার্থে দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে দেশের আইন, বিচার, নির্বাহী, মিডিয়া, স্বাস্থ্যসহ সব কিছুর সাথে শিক্ষাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে গেছে। কারণ তারা জানত, একটি জাতিকে যদি বিনা রক্তপাতে ধ্বংস করতে হয় তাহলে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করলে সে জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ৫৩ বছরেও দেশে একটি স্থিতিশীল এবং গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা নিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামকে মুছে দিয়ে বিজাতীয় শিক্ষা ঢুকানোর চেষ্টা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশকে শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ও পণ্য রফতানির বাজার বানিয়ে বিলিয়ন ডলার নিয়ে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম শিক্ষার নামে বিদেশ পাড়ি দিয়ে আর ফিরে আসছে না। ফলে দেশে মেধাবীদের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে যা দেশের অর্থনীতির জন্য নেতিবাচক। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর মতো অভিজ্ঞতা, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক রয়েছেন। চাই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অর্থাৎ গতানুগতিক মুখস্থ বিদ্যা পরিহার করে কর্মমুখী এবং নৈতিকতাসম্পন্ন কল্যাণমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষা শিক্ষা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। তবে যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। এ ধরনের শিক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষা হলো প্রকৃত শিক্ষা যা আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক। এ শিক্ষা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত করে তোলে। ফলে যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করে তাদের চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। অন্যদিকে, সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোর বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না। কর্মমুখী শিক্ষার অভাবে প্রতি বছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও মিলছে না চাকরি। মূলত রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দাসহ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে এই বেকারত্ব। দেশের নিরেট বেকারত্বের হার ০৭ শতাংশ হলেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাচ্ছেন না এমন বেকারের সংখ্যা অগণিত। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের এক গবেষণা দেখা যায়, দেশের ৪৭ শতাংশ স্নাতক বেকার। এ সমস্যার সমাধানে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও অসৎ কাজে লিপ্ত থাকাই ছিল প্রাচীন জমানায় আরবের মানুষের বৈশিষ্ট্য। সেই মানুষগুলো ইসলামের ছোঁয়া পেয়ে হয়ে গেলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। রাসূল সা:-এর পূর্ব যুগে আরবের মানুষের যে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ ছিল, তাঁর আগমনের পরে সে কাজগুলো হলো তাদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। আজকের দিনেও কোনো জাতি যদি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয় তাহলে কোনো মানুষের পক্ষে অসৎ কাজ করা সম্ভব নয়। বরং সেই শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ জীবনে যেমন চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারে তেমনি দুনিয়ার কাজকর্মের ভিত্তিতে পরকালেও সাফল্য অর্জন করতে পারবে। দুনিয়ার স্বল্পতম সময়ে অবস্থানে আল্লাহ যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন এবং রাসূল সা: যে জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করেছেন সেই জীবনব্যবস্থায় চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়া যাবে। তাই একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দুর্নীতি বলতে কিছু থাকবে না; বরং থাকবে শুধু সুনীতি, সুশাসন ও জবাবদিহিমূলক যাবতীয় ব্যবস্থা। এর জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। কর্মমুখী ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষার প্রস্তাবনা শিক্ষানীতি : শুরুতে দেশের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা আমূল পালটে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে দেশীয় সত্তা ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে, কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণে, দক্ষ এবং ভালো মানুষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষা বাজেটে অগ্রাধিকার নীতি চালু করতে হবে। উচ্চশিক্ষিত বেকার না বাড়িয়ে উচ্চশিক্ষার মান ধরে রাখতে শিক্ষার গুণগত মানের দিকে নজর দেয়া উচিত। দেশের শ্রমবাজার এবং বিশ্বশ্রমবাজারে জনশক্তি রফতানির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিপ্লোমা চালু করা উচিত, যাতে করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। এ ছাড়া কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্প্রসারণ, গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষা মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ শিক্ষা এবং ৪০ শতাংশ গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষায় উন্নীত করা প্রয়োজন। প্রথম থেকে চতুর্থ আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত (১৯৭৭-৮৩) মক্কা ডিক্লারেশনে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে গৃহীত সুপারিশগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার। সেই মাফিক শিক্ষা সংস্কার কমিশন সেই ডিক্লারেশনে গৃহীত সুপারিশমালার বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেবে। পাঠ্যক্রম : সব ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সাধারণ বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিচিতি, ইতিহাস ও সভ্যতা, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার দক্ষতা অর্জনকেও বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রমে অবশ্যই বাংলা, ইংরেজি ও আরবি- তিনটি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। সব স্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে জীবনমুখী দক্ষতা এবং বিষয়ভিত্তিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সব স্তরে 'ফান্ডামেন্টালস অব রিলিজিয়ন' বিষয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ের সাথে 'প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় কোর্স' বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেমন- অর্থনীতিতে ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা, আইনে ইসলামিক লিগ্যাল থিওরি ইত্যাদি। আমাদের দেশের শিল্প এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সাথে মিল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভাগ চালু ও শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা, যাতে করে আমাদের দেশকে ভিন্ন দেশ থেকে লোক নিয়োগ করতে না হয়। উচ্চশিক্ষায় করপোরেট স্বার্থের ইন্টারেস্টের অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয়গুলো বাদ দিয়ে সামাজিক ইন্টারেস্টের প্রয়োজনীয় নতুন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সাথে, শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব বিষয়ের বাস্তব প্রয়োগ নেই, সেগুলোকে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে একীভূত করে বিলুপ্ত করতে হবে। কওমি মাদরাসায় ভালো আলেম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ও কওমি শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয়তা বজায় রেখে সিলেবাসকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। যেন এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য হিসেবে গড়ে উঠে। এর জন্য মাদরাসা শিক্ষায় ইসলামী বিষয়ের সাথে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণার ক্ষেত্রও তৈরি করতে হবে। প্রশিক্ষণ : সব স্তরের শিক্ষকদের জন্য পেডাগোজি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য জাতীয়ভাবে পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করে শিক্ষকদের প্রি-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া ওই ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদের বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশী ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের সবার জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের মাধ্যমে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া মেধাবীরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এ লক্ষ্যে এডুকেশন সার্ভিস কমিশন গঠন করা যেতে পারে যা হবে অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈষম্যবিহীন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন নিশ্চিতকরণে এ সংক্রান্ত শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক মূল্যায়নেও একই ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেলের শিক্ষকদের টিচিং ও গবেষণায় যথাক্রমে ৬০ এবং ৪০ শতাংশ হারে মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যবস্থাপনা : সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের অবশ্যই স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নেতৃত্বের বিষয়ে ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষানুরাগী শিক্ষক-শিক্ষাবিদ সদস্য, দাতা সদস্যের বাইরে উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এ ছাড়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কমিটিতে আওতাভুক্ত করা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা যাতে যত্রতত্র কলেজ-মাদরাসা গড়ে উঠতে না পারে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্কট মোকাবেলায় দ্রুত শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন, পরবর্তীতে শিক্ষা কমিশন গঠন অথবা জাতীয় করতে হবে। যেখানে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, দেশের শিল্প ও শ্রমবাজারের সাথে পরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। পরিশেষে বলতে হয়, দুর্নীতি, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতিতে ছেয়ে গেছে বাংলাদেশ, যার অন্যতম কারণ শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি। এবার নির্দলীয়ভাবে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের ফসল অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। জাতি আশা করছে, এবার এদেশে একটি কর্মমুখী এবং নৈতিক মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে, যা নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না, কেবল পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিকায়ন হবে।

লেখক : ড. মো: মিজানুর রহমান; অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য জাতীয়ভাবে পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করে শিক্ষকদের প্রি-সার্ভিস এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া ওই ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদের বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশী ডিগ্রিধারী হতে হবে। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের সবার জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের মাধ্যমে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া মেধাবীরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, এ লক্ষ্যে এডুকেশন সার্ভিস কমিশন গঠন করা যেতে পারে যা হবে অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈষম্যবিহীন। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন নিশ্চিতকরণে এ সংক্রান্ত শিক্ষার বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক মূল্যায়নেও একই ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেভেলের শিক্ষকদের টিচিং ও গবেষণায় যথাক্রমে ৬০ এবং ৪০ শতাংশ হারে মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা দরকার। ব্যবস্থাপনা : সব স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের অবশ্যই স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নেতৃত্বের বিষয়ে ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষানুরাগী শিক্ষক-শিক্ষাবিদ সদস্য, দাতা সদস্যের বাইরে উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এ ছাড়া ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কমিটিতে আওতাভুক্ত করা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা যাতে যত্রতত্র কলেজ-মাদরাসা গড়ে উঠতে না পারে। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্কট মোকাবেলায় দ্রুত শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন, পরবর্তীতে শিক্ষা কমিশন গঠন অথবা জাতীয় করতে হবে। যেখানে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, দেশের শিল্প ও শ্রমবাজারের সাথে পরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। পরিশেষে বলতে হয়, দুর্নীতি, অপরাজনীতি ও অপসংস্কৃতিতে ছেয়ে গেছে বাংলাদেশ, যার অন্যতম কারণ শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি। এবার নির্দলীয়ভাবে ছাত্র-জনতার বিপ্লবের ফসল অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে

জীবন বাঁচাতে, দুর্নীতি ঝেঁটাতে তিল তাল হোক...

মোমিন মেহেদী

সারাদেশে সকল স্তরে চলছে ছাত্র-যুব-জনতাকে কষ্টে রাখার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার কারণে নির্মমভাবে বাংলাদেশ সড়কে হারাচ্ছে ছাত্র-যুব-জনতা আর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সড়কপথে চরম নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা আর আইন না মেনে বাহন চলাচলের কারণে ছোট-বড় ২৯ হাজার ৯৭২ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৯ হাজার ৪৮১ জন এবং নিহত হয়েছেন ১০ মাসে সড়কে ঝরেছে ৫ হাজার ১৮৬ জন। সেভ দ্য রোড-এর মহাসচিব শান্তা ফারজানা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাইক লেন না থাকা, সেভ দ্য রোড-এর নিয়মিত প্রতিবেদন-সচেতনতা ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির পরও রাইড শেয়ারিং এবং ৩৫০ সিসিসহ দ্রুতগতি সম্পন্ন মোটর সাইকেলের কারণে দুর্ঘটনা বেড়ে ৯১৩২ টি ছোট-বড় দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৮১১৫ এবং নিহত হয়েছেন ১০৫২ জন। ৫৮১৮ টি ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫৮০৭ এবং নিহত হয়েছেন ১০৯৮ জন। নির্ধারিত গতিসীমা না মেনে, বিশ্রাম না নিয়ে টানা ১২ থেকে ২০ ঘণ্টা বাহন চালনাসহ বিভিন্ন নিয়ম না মানায় ৭৮৫৮টি বাস দুর্ঘটনায় আহত ৭৬১৭ এবং নিহত হয়েছেন ১৬৩০ জন; সেই সাথে দায়িত্বে অবহেলা, স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতিসহ বিভিন্নভাবে সড়ক-মহাসড়কে অবৈধ বাহন নাসিমন-করিমন এবং অন্যান্য ৩ চাকার বিভিন্ন ধরনের বাহনে ৭১৬৪ টি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭৯৪২ এবং নিহত হয়েছেন ১৪০৬ জন। সেভ দ্য রোড-এর গবেষণা সেলের সদস্যদের তত্ত্বাবধানে দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক কালবেলাসহ ১৭ টি জাতীয় দৈনিক, আরটিভি, জিটিভি, যমুনা নিউজ, মাছরাঙা, এটিএন বাংলাসহ ২০ টিভি-চ্যানেল, জাগো নিউজ, বাংলা নিউজ, বিডিনিউজসহ ২২ টি নিউজ পোর্টাল এবং স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী-সেভ দ্য রোড-এর স্বেচ্ছাসেবীগণের দেয়া তথ্যানুসারে এই প্রতিবেদন দুর্ঘটনামুক্ত পথ-এর জন্য তৈরি করা হয়েছে। আকাশ-সড়ক- রেল ও নৌপথ দুর্ঘটনামুক্ত করার জন্য নিবেদিত দেশের একমাত্র সচেতনতা-গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেভ দ্য রোড-এর পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়- জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সড়কে চরম নৈরাজ্য-আইন না মানার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। যা ক্রমশ সড়কে দুর্ঘটনা যেমন বৃদ্ধি করছে, তেমন আহত এবং নিহতের সংখ্যাও বাড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় সেভ দ্য রোড-এর পক্ষ থেকে সরকারি সহায়তার মাধ্যমে সমাজসচেতনতা, গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্টদের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করেন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিআরটিএর সাবেক চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হুমকির কারণে সেভ দ্য রোড প্রতিবেদন দিতে না পারায় এক সাথে ১০ মাসের তথ্য প্রদান করেছে। এই যখন সড়কপথের অবস্থা! তখন রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও চট্টগ্রাম খাদ্য বিভাগের বিতর্কিত ৫ হ্যান্ডলিং ঠিকাদার রয়েছেন বহাল তবিয়তে। সরকার নির্ধারিত মজুরি ফির বাইরে 'বকশিশ'র নামে তারা পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছেন টাকা। গত ৬ বছরে ৪৬৮ জন পরিবহণ ঠিকাদারের কাছ থেকে নিয়েছে ৫০-৬০ কোটি টাকা! তাদের কাছে জিম্মি হয়ে আছেন পরিবহণ ঠিকাদাররা। তাদের কথাই যেন আইন। তাদের কথার বাইরে কেউ কাজ পাওয়া তো দূরে থাক কথা বলারও সাধ্য নেই। খাদ্য বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রশ্রয়ে এসব ঠিকাদাররা এখনও বেপরোয়া। ঢাকার চেয়ে একধাপ এগিয়ে যাওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত বাণিজ্যিক এলাকা চট্টগ্রামের দুই সিএসডি (সেন্ট্রাল স্টোরেজ ডিপো), একটি সাইলো, চট্টগ্রাম জেলার ১৬টি এলএসডি (লোকাল স্টোরেজ ডিপো) ও কক্সবাজার জেলার ১০ এলএসডি (লোকাল স্টোরেজ ডিপো) ও খাগড়াছড়ি সদর এলএসডি হ্যান্ডলিং ঠিকাদার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে ৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো-জয় কনস্ট্রাকশন, হাসান অ্যান্ড কোং, আসাদ ট্রেডিং, রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজ ও তানজিলা এন্টারপ্রাইজ। এসব প্রতিষ্ঠান ২০০৯ সাল থেকে খাদ্য বিভাগে হ্যান্ডলিং ঠিকাদার হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। খাদ্য গুদামে সরকারি চাল, গম, খালি বস্তাসহ বিভিন্ন পণ্য লোড-আনলোড করে থাকে প্রতিষ্ঠানগুলো। দুই বছরের জন্য নিয়োগ পেলেও নানা কৌশলে তারা কঠিন শর্তের বেড়াজালে ফেলে নতুন কাউকে তালিকাভুক্তির সুযোগ দেয়নি। বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে হ্যান্ডলিং ঠিকাদাররা খাদ্য বিভাগে জগদ্দল পাথর হয়ে চেপে বসে আছে। এসব ঠিকাদার সাইলো বা গুদাম থেকে পণ্য লোড আনলোড করে থাকে। পরিবহণ ঠিকাদাররা তা দেশের বিভিন্ন স্থানে বা গুদামে আনা-নেওয়া করে। পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে হ্যান্ডলিং ঠিকাদাররা বকশিশের নামা টাকা আদায় করে আসছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দেওয়া হলেও জড়িতদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। একজন পরিবহণ ঠিকাদার বছরে ৭০ থেকে ৮০ ট্রাক খাদ্যশস্য পরিবহণ করে থাকে। রুট ভেদে খাদ্যশস্য পরিবহণের বিপরীতে সরকার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিবহণ বিল পেয়ে থাকে তারা। বিল সাবমিট করার কয়েক মাস পর নিয়ম অনুযায়ী সরকার বিলের বিপরীতে টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু প্রতিদিন খাদ্যশস্য লোড-আনলোডের পর শ্রমিক বকশিশের নামে পরিবহণ ঠিকাদারদের কাছ থেকে ট্রাকপ্রতি নগদ ১ হাজার টাকা থেকে ২ হাজার ৭০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করে থাকে হ্যান্ডলিং ঠিকাদাররা। চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৬৮ পরিবহণ ঠিকাদার রয়েছেন। প্রত্যেক ঠিকাদার প্রতি বছর ৮০ ট্রাক খাদ্যশস্য পরিবহণ করেন। গত ৬ বছরে এসব ঠিকাদারের কাছ থেকে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা বকশিশের নামে আদায় করা হয়েছে বলে পরিবহণ ঠিকাদাররা অভিযোগ করেছেন। বকশিশ না পেলে পরিবহণ ঠিকাদারদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়। এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দেশে সড়ক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে প্রতিদিন-প্রতিক্ষণ। উত্তরণে নতুন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস যদি দেরি করে, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। সেই চিন্তা থেকে সেভ দ্য রোড বলছে- সড়কপথ, নৌপথ ও রেলপথের দুর্ঘটনামুক্ত পথ চলাচলের অধিকার রক্ষায় মালিক-শ্রমিক-প্রশাসনিক এবং সাধারণ জনগণের সমন্বয়ের কোন বিকল্প নেই। পাশাপাশি সেভ দ্য রোড-এর পক্ষ থেকে গত ১৭ বছর যাবৎ ৪ পথ দুর্ঘটনামুক্ত করতে সেভ দ্য রোড-এর ৭ দফা দাবি নিয়ে কাজ করছে। ৭ দফা- ১. মিরেরসরাই ট্রাজেডিতে নিহতদের স্মরণে ১১ জুলাইকে 'দুর্ঘটনামুক্ত পথ দিবস' ঘোষণা করতে হবে। ২. ফুটপাত দখলমুক্ত করে যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা দিতে হবে। ৩. সড়ক পথে ধর্ষণ-হয়রানি রোধে ফিটনেস বিহীন বাহন নিষিদ্ধ এবং কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ও জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত চালক-সহযোগি নিয়োগ ও হেলপারদ্বারা পরিবহণ চালানো বন্ধে সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। ৪. স্থল-নৌ-রেল ও আকাশ পথ দুর্ঘটনায় নিহতদের কমপক্ষে ১০ লাখ ও আহতদের ৩ লাখ টাকা ক্ষতি পূরণ সরকারিভাবে দিতে হবে। ৫. 'ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স রুল' বাস্তবায়নের পাশাপাশি সত্যিকারের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'ট্রান্সপোর্ট পুলিশ ব্যাটালিয়ন' বাস্তবায়ন করতে হবে। ৬. পথ দুর্ঘটনার তদন্ত ও সাজা ত্বরান্বিত করণের মধ্য দিয়ে সতর্কতা তৈরি করতে হবে এবং ট্রান্সপোর্ট পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের পূর্ব পর্যন্ত হাইওয়ে পুলিশ, নৌ পুলিশ সহ সংশ্লিষ্টদের আন্তরিকতা-সহমর্মিতা-সচেতনতার পাশাপাশি সকল পথের চালক-শ্রমিক ও যাত্রীদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সকল পরিবহণ চালকের লাইসেন্স থাকতে হবে। ৭. ইউলুপ বৃদ্ধি, পথ-সেতু সহ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যাতে ভাঙা পথ, ভাঙা সেতু আর ভাঙা কালভার্টের কারণে আর কোন প্রাণ দিতে না হয়। 'সেভ দ্য রোড-এর অঙ্গীকার পথ দুর্ঘটনা থাকবে না আর...' বাক্যটিকে লালন রেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে ২০০৭ সালে পথচলা শুরু করে আকাশ-সড়ক- রেল ও নৌপথ দুর্ঘটনামুক্ত করার জন্য নিবেদিত দেশের একমাত্র সচেতনতা-গবেষণা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেভ দ্য রোড। এই সেভ দ্য রোড দেশের একমাত্র স্বেচ্ছাসেবী-গবেষণা ও সচেতনতামূলক সংগঠন। যে সংগঠনটি সবসময় অন্যায়-অপরাধ-দুর্নীতি আর দুর্ঘটনা থেকে আকাশ-সড়ক- রেল ও নৌপথকে মুক্তি দিতে কাজ করছে। তাদের সকল সদস্যের জন্য নিমগ্ন সফলতা প্রত্যাশা করছি। সেই সাথে বলতে চাই- দেশ ভালো নেই। আর এই সুযোগে হুজুগে আরো বড় আকাওে দুর্নীতি হচ্ছে; ছাত্র-যুব-জনতাকে বেকায়দায় রেখে দুর্নীতি অব্যাহত রেখেছে ছাত্র-যুব-জনতার অধিকার বিরোধী বিভিন্নচক্র। তারই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে 'মেসার্স জয় কনস্ট্রাকশন' নামে প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বেশি হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি বাগিয়ে নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির মালিক সৈয়দ মাহমুদুল হক। তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দেওয়ান হাট সিএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি হাতিয়ে নেন। চট্টগ্রাম জেলার চারটি এলএসডি ও কক্সবাজার জেলার তিনটি এলএসডির হ্যান্ডলিংসহ ৭টি গুদামের হান্ডলিং ঠিকাদারিও রয়েছে তার প্রতিষ্ঠানের হাতে। একসঙ্গে এত গুদামের হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকাটা বিস্ময়কর। মেসার্স জয় কনস্ট্রাকশন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী, কাটিরহাট, বোয়ালখালী ও সাতকানিয়া এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি করছে। একইভাবে কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর, ঘোরকঘাটা ও কালারমার ছড়া (কেএম ছড়া) এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারিও প্রতিষ্ঠানটির দখলে। 'মেসার্স হাসান অ্যান্ড কোং' নামে অপর প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী মো. মাসুদ মাহমুদ। প্রতিষ্ঠানটির দখলে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া ও সন্দ্বীপ এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি। একই প্রতিষ্ঠানটির দখলে রয়েছে কক্সবাজার জেলার চিরিঙ্গা, রামু ও টেকনাফ এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি। দুই জেলার হ্যান্ডলিং বাগিয়ে নেওয়ার পর খাগড়াছড়ি সদর এলএসডির হ্যান্ডলিং হাতিয়ে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। খাগড়াছড়ি সদর এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক আজাদের রহমান। দুর্নীতির রাস্তা এতটাই প্রশস্ত হয়েছে যে, সদর এলএসডিতে হ্যান্ডলিং ঠিকাদার হিসাবে রয়েছে 'মেসার্স হাসান কোং' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। মেসার্স তানজিলা এন্টারপ্রাইজ নামে প্রতিষ্ঠানটির দখলে রয়েছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার চারটি এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী গোলাম রাব্বানি। চট্টগ্রামের দুটি এলএসডি হচ্ছে লোহাগাড়া ও চানপুরঘাট। কক্সবাজার জেলার দুটি এলএসডি হচ্ছে- বদরখালী ও ঝিলংজা। একইভাবে 'মেসার্স আসাদ ট্রেডিং' নামে প্রতিষ্ঠানটিরও চারটি এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি রয়েছে। এসব এলএসডির মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রামের হাবিলদার বাসা ও নাজির হাট। কক্সবাজার জেলার মধ্যে রামু ও উখিয়া এলএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী আসাদুজ্জামান মজুমদার। মেসার্স রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজ নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে হালিশহর সিএসডির হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি দখলে রেখেছে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী আবদুর রাজ্জাক। রাজ্জাক এন্টারপ্রাইজের কবজায় সীতাকুণ্ড এলএসডি ও কক্সবাজারের বড়ঘোপ এলএসডিও রয়েছে। তিনি বাঁশখালী উপজেলার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। একইভাবে চট্টগ্রাম সাইলোর হ্যান্ডলিং ঠিকাদারি পরিচালনা করছে 'মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। বকশিশের নামে চাঁদাবাজির বিষয়টি নিয়ে ২ মে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয় বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় খাদ্য পরিবহণ অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়া অন্য যেসব অঞ্চলে এভাবে বাড়তি টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেসব অঞ্চলের খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তরেও অভিন্ন চিঠি দিয়ে চাঁদাবাজি বন্ধের দাবি জানানো হয়। তারপরও বন্ধ হয়নি অবৈধভাবে টাকা নেওয়া। এমন পরিস্থিতিতে তারুণ্যের রাজনীতি সচেতন নাগরিকদেরকে এগিয়ে আসতে হবে বুকে বল আর মনের দৃঢ়তা নিয়ে। অবিরাম মানবিক বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধ পরিকর একটি জাতি গড়তে ৫৩ বছর পেরিয়ে এসেছি, ৫৪ বছরের এই সময়ে আসুন নিবেদিত হই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, যুদ্ধে অবতীর্ণ হই আকাশ-সড়ক- রেল ও নৌপথকে দুর্ঘটনা-বঞ্চনা ও বৈষম্যমুক্ত বাহনের মাধ্যমে যার যার গন্তব্যে পৌছার সুযোগ তৈরির জন্য। পথ যেন না হয় কারো আহত বা নিহত হওয়ার কারণ। সেই সাথে দেশের কোনো সেক্টরেই যেন আমজনতার রক্ত পানি করা অর্থ নিয়ে দুর্নীতি না হতে পারে; সেই বিষয়ে আসুন সোচ্চার থাকি সবসময়...

লেখক : মোমিন মেহেদী; চেয়ারম্যান, নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবি

সম্ভাব্য বিমান হামলার আশঙ্কায় কিয়েভে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিয়েভে তার দূতাবাস সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। আজ ২০ নভেম্বর সম্ভাব্য বিমান হামলার সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পর এই ঘোষণা করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্স এক্স-এর একটি পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে। কিয়েভে মার্কিন দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'কিয়েভের মার্কিন দূতাবাস গতকাল বুধবার সম্ভাব্য বিমান হামলার সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছে। নিরাপত্তামূলক সতর্কতার কারণে দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হবে। দূতাবাসের কর্মচারীদের নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।' মার্কিন নাগরিকদের সতর্ক করে তাতে আরো বলা হয়েছে, 'বিমান সতর্কতা জারি করা হলে, অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।' এ ছাড়া নতুন তথ্যের জন্য এলাকার নাগরিকদের স্থানীয় মিডিয়ায় চোখ রাখার আহবান জানানো হয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়ের স্থানগুলো চিহ্নিত করা, বিমান সতর্কতা ঘোষণা করা হলে অবিলম্বে আশ্রয় নেওয়া এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করার কথাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে। বাইডেন প্রশাসন রাশিয়ায় মার্কিন তৈরি রকেট দিয়ে হামলা চালানোর অনুমতি দিয়েছে। এদিকে মস্কো গতকাল বলেছে, ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা ছয়টি দূরপাল্লার এটিএসিএমএস ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ায় আঘাত হেনেছে। ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একদিন পরে এই সতর্কতা এলো। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার সকালে ইউক্রেন সীমান্তবর্তী ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইউক্রেন। পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয়েছে। একটি ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটির ধ্বংসাবশেষ থেকে সামরিক স্থাপনায় আগুন ধরে যায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এক হাজার দিন পূর্ণ করেছে রাশিয়া কয়েক মাস ধরে পশ্চিমাদের সতর্ক করে আসছিল, ওয়াশিংটন যদি ইউক্রেনকে রাশিয়ার ভিতরে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার অনুমতি দেয়, তবে মস্কো সেই ন্যাটো সদস্যদের ইউক্রেনের যুদ্ধে সরাসরি জড়িত বলে বিবেচনা করবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অক্টোবরে বলেছিলেন, মস্কো রাশিয়ার ভিতরে মার্কিন তৈরি অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনের হামলার জবাব দেবে।

সূত্র : রয়টার্স, স্কাই নিউজ

ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেইনমেন্টের সাবেক সিইওকে শিক্ষামন্ত্রী করলেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে লিন্ডা ম্যাকমোহনকে বেছে নিয়েছেন। তিনি এক সময়ের ওয়ার্ল্ড রেসলিং সংস্থার (ডব্লিউডব্লিউই) সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান নির্বাহী। লিন্ডাকে মনোনীত করার বিষয়ে দেওয়া এক বিবৃতিতে ট্রাম্প বলেছেন, 'গত চার বছর ধরে আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি ইনস্টিটিউটের (এএফপিআই) বোর্ড চেয়ারম্যান হিসেবে লিন্ডা অভিভাবকদের অধিকার রক্ষায় দৃঢ় ভূমিকা রেখেছেন। এএফপিআই এবং আমেরিকা ফার্স্ট ওয়ার্কসে (এএফডব্লিউ) কাজ করে তিনি ১২টি রাজ্যে সর্বজনীন স্কুল বাছাই করা সুযোগ তৈরি করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি শিশুদের পোসষ্ট কোড ও আয় নির্বিশেষে উচ্চমানের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।' ডনাল্ড ট্রাম্প লিন্ডাকে মনোনীত করার বিষয়ে আরও বলেন, "সারা দেশে সর্বজনীন স্কুল সম্প্রসারণে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন।" ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের প্রশাসনে ম্যাকমোহন বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসবিএ) প্রধান ছিলেন। পেশাদার রেসলিং ফ্র্যাঞ্চাইজির সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সিইও ম্যাকমোহন ট্রাম্পপন্থি ব্যয় গ্রুপ আমেরিকা ফার্স্ট অ্যাকশনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ২০১৯ সালে এসবিএ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি থিংক ট্যাঙ্ক আমেরিকা ফার্স্ট পলিসি ইনস্টিটিউটেরও চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন। গত ৫ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে ট্রাম্প লিন্ডা ম্যাকমাহনকে একটি বিশেষ দল গঠনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই দলের কাজ ছিল নীতিমালা তৈরি এবং প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বাছাই করা। ম্যাকমাহন শুরুতে বাণিজ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন। কারণ ম্যাকমাহন ট্রাম্পের প্রথম প্রেসিডেন্সি মেয়াদে ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রশাসনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প তার পরিবর্তে হাওয়ার্ড লুটনিককে বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। লুটনিক ক্যান্টর ফিটজেরাল্ডের সিইও। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাতিল করার কথা বললেও কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া এটি করা সম্ভব নয়।

লুলা দা সিলভাকে হত্যার ষড়যন্ত্র, ব্রাজিলে ৪ সেনা গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে হত্যার পরিকল্পনার অভিযোগে দেশটিতে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে চারজন সেনাসদস্য ও একজন পুলিশ কর্মকর্তা। ২০২২ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে লুলা দা সিলভাকে তারা হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার কিছুদিন আগে লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভাকে হত্যার পরিকল্পনার সন্দেহে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রাজিলের পুলিশ। গত মঙ্গলবার গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে চারজন সৈনিক এবং একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলে স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে। বিবিসি বলছে, গ্রেপ্তারকৃতরা প্রেসিডেন্টের অভিষেকের ঠিক দুই সপ্তাহ আগে ২০২২ সালের ১৫ ডিসেম্বর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লুলা এবং তার ভাইস-প্রেসিডেন্ট রানিং-মেট জেরাল্ডো অ্যালকমিনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ২০২২ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। তিনি সেসময় ক্ষমতাসীন জাইর বলসোনারোকে অল্প ব্যাবধানে পরাজিত করেছিলেন। যদিও বলসোনারো কখনোই প্রকাশ্যে তার পরাজয় স্বীকার করেননি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে লুলা শপথ নেওয়ার এক সপ্তাহ পরে বলসোনারোর সমর্থকরা ব্রাজিলের কংগ্রেস, সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হামলা চালায় এবং ভবনগুলোতে ভাঙচুর করে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত দাঙ্গাকারীদের সেসব ভবন থেকে হটিয়ে দেয় এবং কয়েক হাজার দাঙ্গাকারীকে আটক করে। বর্তমানে ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারির এসব ঘটনাগুলোর তদন্তের পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট লুলাকে শপথ নেওয়া থেকে আটকানোর আগের কথিত নানা প্রচেষ্টার বিষয়ে ব্রাজিলে তদন্ত চলছে।

ইইউ'র শুল্কারোপ ইস্যুতে জার্মানির সহায়তা চাইলেন শি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনা বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইইউ'র আরোপিত শুল্ক ইস্যুতে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসসের কাছে সহায়তা চাইলেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। গত মঙ্গলবার ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই আশা ব্যক্ত করেন তিনি। চীনা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম সিসিটিভির এই খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। বৈঠকে শি বলেন, জার্মানির সঙ্গে শক্তিশালী ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে প্রস্তুত চীন। চীনা ইভির ওপর শুল্কের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি বেইজিং ও জোটের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়িয়েছে। একটি বিবৃতিতে জার্মান সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, শলৎস ও শির বৈঠকটি ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। বৈঠকে তারা ইউক্রেন যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ঋণের বোঝায় আফ্রিকা, ডলারের উত্থানে বাড়তে পারে সংকট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আমদানিতে শুল্ক বাড়ানো ও নতুন নীতির অঙ্গীকার করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফলে বিশ্বের অন্যান্য প্রধান মুদ্রার বিপরীতে ডলারের মূল্য বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর বেড়ে এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ হয়েছে। বলা হচ্ছে, ডলারের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্বজুড়েই পড়বে। এতে আমদানি খরচ বাড়ার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি বাড়বে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে বাড়তে পারে ঋণের বোঝা। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ডলারের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়তে পারে আফ্রিকায়। যেখানের নয়টি দেশ এরই মধ্যে ঋণ নিয়ে সংকটে আছে। তাছাড়া আরও ১০টি দেশ ঋণখেলাপির উচ্চ ঝুঁকিতে আছে। লন্ডনভিত্তিক ক্যাপিটাল ইকোনমিক্সের আফ্রিকাকেন্দ্রিক উদীয়মান বাজার অর্থনীতিবিদ ডেভিড ওমোজোমোলো এই সপ্তাহে একটি গবেষণা প্রতিবেদনে সতর্ক করেছেন যে আমদানি পণ্যের ওপর ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি একটি স্পষ্ট উদ্বেগ। কারণ ক্রমবর্ধমান ডলার কিছু আফ্রিকান দেশের জন্য বৈশ্বিক পুঁজিবাজারে অ্যাক্সেসকে আরও কঠিন করে তুলবে। কেনিয়া, জাম্বিয়া, ঘানা ও ইথিওপিয়াসহ বেশ কয়েকটি আফ্রিকান সরকারকে বর্তমানে তাদের উচ্চ ঋণের কারণে বৈশ্বিক আর্থিক বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ওমোজোমোলো সতর্ক করে বলেন, আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার থেকে ঋণ নেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়লে এই অঞ্চলের অনেকেই সার্বভৌম খেলাপি এড়াতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের মতো অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল থাকবে। ইথিওপিয়া, রিপাবলিক অব কঙ্গো, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, সুদান, দক্ষিণ সুদান, জিম্বাবুয়ে ও চাদকে গত বছর বিশ্বব্যাংক ঋণ সংকটে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। আফ্রিকা, তেল, স্বর্ণ ও তামার মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলোর একটি প্রধান উৎপাদক। যা মূলত ডলারে বিক্রি হয়। যদি ডলারের মূল্য বাড়তেই থাকে তাহলে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তবে মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রাথমিকভাবে দেশগুলো লাভবান হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কারণ ডলারের দাম বাড়লে বিশ্বে এর চাহিদা কমে যেতে পারে। রপ্তানি কমলে তেল উৎপাদনকারী নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ ও প্লাটিনাম বাণিজ্য এবং জাম্বিয়ার প্রধান তামার খনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই দেশগুলো বিদেশি আয়ের ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানির ওপর খুব বেশি নির্ভর করে, যা জাতীয় বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান ডলারের কারণে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে ব্যাপকভাবে। আফ্রিকার অনেক দেশে মূল্যস্ফীতি প্রায়ই ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। দক্ষিণ সুদান জুলাই মাসে ১০৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতির কথা জানায়। জিম্বাবুয়েতে এক বছরে মূল্য বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। আফ্রিকার সবচেয়ে বড় অর্থনীতি দেশ নাইজেরিয়ায় সেপ্টেম্বরে বার্ষিকভিত্তিতে গড়ে ৩২ দশমিক ৭ শতাংশ মূল্যস্ফীতির সাক্ষী হয়েছে। দেশটির ঋণের বোঝা ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়েয়ে গেছে।

দিল্লিতে বায়ুদূষণ ৫০ শতাংশ সরকারি কর্মচারী হোম অফিস করবেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গত কয়েক দিন ধরে শহরটি বিশ্বের দূষিত শহরগুলোর তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে। এমন পরিস্থিতিতে গতকাল বুধবার দিল্লি সরকার ঘোষণা দিয়েছে যে তাদের ৫০ শতাংশ কর্মচারী হোম অফিস করবেন। দিল্লি সরকারের মন্ত্রী গোপাল রায় এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, দূষণ কমাতে দিল্লি সরকার হোম অফিসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পরমাণু বোমা হামলা থেকে বাচঁতে আশ্রয়কেন্দ্র বানাচ্ছে রাশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পরমাণু বোমা থেকে বাঁচতে রাশিয়া ভ্রাম্যমাণ আশ্রয় কেন্দ্র 'কিউবি-এম' তৈরী করছে। এ আশ্রয়কেন্দ্র পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের শকওয়েভ ও তেজস্ক্রিয়তাসহ বিভিন্ন হুমকি থেকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে সক্ষম। এদিকে গত মঙ্গলবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের জন্য আইন আরও শিথিল করেছে। গতকাল বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। রাশিয়ার জরুরি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট, বোমার বিস্ফোরণ, ভবনের ধ্বংসাবশেষ, বিপজ্জনক রাসায়নিক এবং অগ্নিকাণ্ড থেকে সুরক্ষা দেবে এ আশ্রয়কেন্দ্র। জানা গেছে, 'কিউবি-এম' আশ্রয়কেন্দ্র দেখতে একটি শক্তিশালী শিপিং কন্টেইনারের মতো। এতে দুটি রুম রয়েছে- একটি ৫৪ জন মানুষ থাকতে পারবে। অন্য রুমে প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি রাখা হবে। এছাড়া এ আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত সুবিধা যোগ করা যাবে। এদিকে রাশিয়া তাদের এই পদক্ষেপের ব্যাপারে স্পষ্ট করেনি। তবে, রাশিয়া এমন সময় এই আশ্রয়কেন্দ্র তৈরী করছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনকে মার্কিন দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ভূখন্ডে হামলার অনুমতি দেন। এতে মার্কিন এই সিদ্ধান্তকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' আখ্যা দিয়ে হুঁশিয়ার করেছে। এইদিকে গবেষণা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, মোবাইল আশ্রয়কেন্দ্র একটি বহুমুখী কাঠামো, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট বিপদ থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেয়। এটি নাগরিকদের নিরাপত্তা উন্নত করার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি সহজেই ট্রাকে পরিবহনযোগ্য এবং পানীয় জলের সংযোগের উপযোগী। এমনকি রাশিয়ার বিশাল উত্তরাঞ্চলের তুষারাচ্ছন্ন এলাকাতেও এটি স্থাপন করা সম্ভব বলে প্রতিষ্টানটি উল্লেখ করেছে।

বিনোদন

'দরদ' দেখতে তিন হলের সব টিকেট কিনলেন শাকিব

বিনোদন ডেস্ক : গত ১৫ নভেম্বর থেকে দেশের ৮৩ সিনেমা হলে চলছে সুপারস্টার শাকিব খানের ছবি 'দরদ'। একই সঙ্গে চলছে আমেরিকা, মালদ্বীপসহ অন্যান্য দেশে। দেশ-বিদেশে মুক্তির প্রথমদিন থেকে দর্শকদের সাড়া পাচ্ছে 'দরদ'। রোমান্টিক-থ্রিলার গল্পের 'দরদ'-এ শাকিবের অভিনয়ের প্রশংসা করছেন দর্শক। অধিকাংশ দর্শক বলেছেন, এ কোন শাকিব খান! দেশের রাজনৈতিক স্থবিরতার মধ্যেও প্রথমদিন থেকে সিনেপ্লেক্স থেকে সিঙ্গেল স্ক্রিন সবখানে 'দরদ'র দর্শক উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল। এদিকে, 'দরদ' মুক্তির সময় 'বরবাদ'-এর শুটিংয়ে মুম্বাই ছিলেন শাকিব খান। সামাজিক যোগাযোগ ও সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে দর্শকদের 'দরদ' উন্মাদনা দেখছিলেন তিনি। নিজেও অপেক্ষায় ছিলেন দেশে ফিরেই বড়পর্দায় ছবিটি উপভোগ করবেন। এবার প্রেক্ষাগৃহে যাচ্ছেন শাকিব। আগামীকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর সিনেপ্লেক্সের একটি ব্রাঞ্চে শাকিব খানের ব্যবসায়িকা প্রতিষ্ঠান রিমার্ক- হারল্যানের সৌজন্যে 'দরদ'-এর একটি স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। এ কারণে সিনেপ্লেক্সের তিন হলের সব টিকেট আগেই কিনে ফেলা হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জানা যায়, শাকিব খান ছাড়াও বাংলাদেশের শোবিজ অঙ্গনের অনেকে এই স্পেশাল স্ক্রিনিং-এ উপস্থিত থাকবেন। ছবিটি উপভোগ করে এই সুপারস্টার তার অনুভূতি ও সিনেমা কর্ম পরিকল্পনা জানাবেন। শাকিবের সঙ্গে তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিবারের সদস্যরাও সেদিন তার সঙ্গে বসে 'দরদ' উপভোগ করবেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থবিরতা বিরাজ করলেও দর্শক সিনেপ্লেক্স থেকে সিঙ্গেল স্ক্রিনে 'দরদ' দেখতে যাচ্ছেন। এ কারণে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শাকিব বলেন, প্রথমদিন থেকে ওদরদ্ব দেখতে প্রেক্ষাগৃহে ছুটে আসছে দর্শক। তাদের কাছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। খেয়াল করছি বিভিন্ন সংবাদ মাধমে্য ইন্টারভিউয়ে দর্শকদের অনুভূতি। সাধারণ দর্শকদের পাশাপাশি শাকিবিয়ানদেরও 'দরদ' ভরা ভালোবাসা।

মানসিক রোগে ভুগছেন আমির খান

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডের 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' খ্যাত অভিনেতা আমির খান অভিনেতার বাইরেও একজন প্রযোজক তথা পরিচালকও। তবে পেশাগত দিকের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বহুবার খবরের শিরোনামে দেখা গেছে তাকে। জানা গেছে, এক মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আমির ও তার মেয়ে ইরা খান। ফলে দুজনকেই দৌড়াতে হচ্ছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। সম্প্রতি এ প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন আমির খান। সম্প্রতি আমির খান জানিয়েছেন, তিনি তার মেয়ে ইরা খানকে নিয়ে একটি বিশেষ ধরনের থেরাপি নিচ্ছেন। এই থেরাপির মাধ্যমে নাকি বাবা মেয়ের সম্পর্ক আগে থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদী অভিনেতা। মানসিক প্রশান্তি এবং দুজনের সম্পর্কের উন্নতির জন্যই মূলত এই থেরাপি নেওয়া। বিগত এক বছর ধরে বাবা মেয়ে একসঙ্গে এই থেরাপি নিচ্ছেন। এবার ঠিক কতটা মজবুত হল তাদের সম্পর্ক, সে বিষয়েও কথা বলেন আমির। সম্প্রতি নেটফিক্সের একটি পডকাস্টে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে গিয়ে আমির খান বলেন, 'আমি আর আমার মেয়ে জয়েন্ট থেরাপি নিচ্ছি। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কিছু সমস্যার সমাধান করার জন্যই এই কাজ করছি আমি। আমি একটু অস্বস্তিতে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।' আমির আরও বলেন, 'আমরা দুজনেই বেশ কয়েক বছর ধরে থেরাপিস্ট-এর কাছে যাচ্ছি। এটি সত্যি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে আমাদের জীবনে। আমার মনে হয় সকলেরই থেরাপিস্ট-এর কাছে যাওয়া উচিত যদি জীবনে কোনও মানসিক চাপ বা সম্পর্কে কোনও সমস্যা থেকে থাকে। জীবন এবং সম্পর্কের মান দুটোই উন্নত হয়।' এই থেরাপি নিয়ে আমির খানের মেয়ে ইরা বলেন, 'আমাদের সম্পর্কে যে সমস্যা ছিল তা অনেকটাই কেটে গেছে এই থেরাপি নেওয়ার পর। এটি শুধু আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাচ্ছে না, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়া বাড়ছে ধীরে ধীরে।' প্রসঙ্গত, ১৯৮৬ সালে রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন আমির। ২০০২ সালে সেই সম্পর্কের ইতি টানেন তারা। ইরা রিনা এবং আমিরের মেয়ে। ২০০৫ সালে ফের কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির। কিরণ এবং আমিরের সন্তানের নাম জুনায়েদ। তবে দুর্ভাগ্যবশত ২০২১ সালে এই সম্পর্কেও ইতি টানেন আমির।

আসছে নতুন বছরে বুবলীর সাত সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা শবনম বুবলীর। তার অভিনীত সবশেষ ছবিগুলো খুব একটা ব্যবসা সফলতা পায়নি। একাধিক সিনেমা আটকেও আছে, মুক্তি মিলছে না। এছাড়া বছরজুড়ে ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই তুমুল আলোচনায় ছিলেন এ অভিনেত্রী। তবে আগামী বছরটা বেশ সফলতার চাদরে মুড়তে চলেছেন বুবলী। একটি দুটি নয়, সাতটি সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে অভিনেত্রীর। নতুন বছরে (২০২৫) মুক্তি পাবে বুবলীর সাত সিনেমা। ইতোমধ্যেই সিনেমাগুলোর কাজ শেষ করেছেন তিনি। এগুলো হচ্ছে জাকির হোসেন রাজুর 'চাদর', এম রাহিমের 'জংলি', রাখাল সবুজের 'পুলসিরাত', মাসুদ মহিউদ্দিন ও হাসান শিকদারের 'প্রেম পুরাণ', 'সাইফ চন্দনের 'কয়লা', দেবাশীষ বিশ্বাসের 'তুমি যেখানে আমি সেখানে', ওয়াজেদ আলী সুমনের 'ছায়া'। এই সাতটি সিনেমায় তার বিপরীতে আছেন সিয়াম, রোশান, নীরব ও আসিফ নূর। প্রত্যেক সিনেমার পরিচালক ২০২৫ সালেই সিনেমাগুলো মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, 'আগামী বছর আমার অনেক সিনেমা একসঙ্গে মুক্তি পাবে, এটি সত্যিই ভালো লাগার। প্রতিটি সিনেমায় নিজেকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। চরিত্রগুলোতে ভেরিয়েশন আনতে আমাকে অনেক শ্রম দিতে হয়েছে। নিজের সর্বোচ্চ দিয়েই কাজ করেছি। তাই প্রত্যাশাটা বেশি।' এদিকে গতকাল বুধবার ছিলো এ নায়িকার জন্মদিন। বিশেষ এ দিনে থাকছে না কোনো আয়োজন। এ প্রসঙ্গে বুবলী বলেন, 'দিনটি যথারীতি পরিবারের সঙ্গে উদযাপন করব। বিশেষত আমার জীবনের এ মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমার সন্তান শেহজাদ খান বীরের সঙ্গে।

ডিভোর্স নিয়ে মুখ খুললেন এআর রহমান

বিনোদন ডেস্ক : অস্কারজয়ী সুরকার সংগীত পরিচালক এ আর রহমানের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের সুর বেজেছে। ২৯ বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি টানতে চাইছেন তার স্ত্রী সায়রা বানু। নিয়েছেন বিচ্ছেদের কঠিন সিদ্ধান্ত। গত মঙ্গলবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে স্ত্রী সায়রা বানুর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন ভারতের খ্যাতিমান সংগীতশিল্পী এ আর রহমান। আর সেই খবর জানতেই হতবাক অনুরাগীরা। কেউ যেন মেনেই নিতে পারছেন না বিষয়টি। বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে তাদের আইনজীবী জানিয়েছেন, গভীর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও মানসিক দূরত্বেই বিচ্ছেদ হয়েছে তাদের। এবার এই বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন এ আর রহমান। তিনি তার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমরা একসঙ্গে বিবাহিত জীবনের ৩০ বছরে পা দেব, এমনটাই আশা করেছিলাম। আসলে আমরা কেউই সম্পর্কটা তো ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। এখন যদি আমরা এই ছিন্নভিন্ন সম্পর্কের মানে খুঁজতে যাই, তাহলে হয়তো শুধুই টুকরোগুলোকে খুঁজে পাবো।

ভালো গল্প পেলে অভিনয়ে ফিরবেন ববিতা

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার কিংবদন্তি অভিনেত্রী ববিতা। নির্মাতা জহির রায়হানের 'সংসার' সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে অভিষেক হয় তার। নায়িকা হিসেবে ববিতার প্রথম সিনেমা 'শেষ পর্যন্ত'। ষাটের দশকের শেষ দিকে ববিতার অভিনয়ের শুরু। প্রথম সিনেমায় চিত্রনায়িকা বড় বোন সুচন্দার ছোট বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ববিতা। 'সংসার' নামের সেই ছবিতে সুচন্দার নায়ক ছিলেন রাজ্জাক। এর পরপরই 'শেষ পর্যন্ত' নামের একটি চলচ্চিত্রে নায়িকা হন ববিতা, যেটির নায়ক রাজ্জাক। 'জ্বলতে কি সুরুজ' চলচ্চিত্রে বাবা-মায়ের ফরিদা আকতার পপি হয়ে ওঠেন ববিতা নামে। এভাবেই বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ববিতার পথচলা শুরু।

মৌসুমী মৌকে নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব শাকিব খানের

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খান বছর ছয়েক আগে জনপ্রিয় উপস্থাপিকা মৌসুমী মৌকে সিনেমায় আসার আহবান জানিয়েছিলেন। তবে সেসময় ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন হওয়ায় একটু সময় নিয়েছিলেন মৌ। আরও একবার নায়কের কাছ থেকে বড় পর্দায় আসার প্রস্তাব পেলেন তিনি। গত মঙ্গলবার দেশের একঝাঁক তারকাদের অংশগ্রহণে বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষ্যে হাইজিনিক টয়লেট ক্লিনিং ব্র্যান্ড টাইলক্সের 'টাইলক্স হাইজিনিক আবাস' ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন মৌসুমী মৌ। অনুষ্ঠান চলাকালে ভরা মজলিসে তাকে নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব দেন ঢালিউডের নবাব শাকিব খান।

নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেন মিম

বিনোদন ডেস্ক : ঢাকাই সিনেমার নায়িকা বিদ্যা সিনহা মিম। অভিনয়ের পাশাপাশি করর্পোরেট দুনিয়ায়ও বিচরণ রয়েছে তার। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাদূত হিসাবে কাজ করছেন। এবার আরও একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলেন এ অভিনেত্রী। লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডের এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি। এ প্রসঙ্গে মিম বলেন, 'ভালো সিনেমার মতো ভালো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বরাবরই আমার যাত্রা। আমার প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। সব সময় চাই সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসা যেন অটুট থাকে। আশা করি আগামীতে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দারুণ সময় কাটবে।' এদিকে সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও নিয়ে বেশ বিব্রত মিম। প্রায় দুই মাস আগের পুরোনো এক ভিডিওতে তাকে অনেকটা আতঙ্কিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আর এ ভিডিও নিয়েই একটি মহল ফেসবুকে পোস্ট করে দাবি করছেন, পার্লার উদ্বোধন করতে গিয়ে উগ্রবাদীদের রোষানলে পড়েন মিম। তবে ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানান এ অভিনেত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দুই মাস আগে একটি জুয়েলারির শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম। সেখানে হঠাৎ বিকট শব্দ হয়, সঙ্গে ধোঁয়া ছিল। মনে করেছিলাম হয়তো আগুন ধরেছে। মূলত সেটি ছিল একটি ক্যামেরা বিস্ফোরণের। কিন্তু ওই ঘটনা বিভিন্ন সময় যেভাবে কাটছাঁট করে সামনে আনা হচ্ছে, তা সত্যিই বিব্রত করছে আমায়। একশ্রেণির মানুষ সেই পুরোনো ভিডিওটির মাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে।'

পথের ধারে কেটে রাখা কলাগাছের ওপর বসে হাসিমুখে আনন্দে মেতেছে শিশুরা। নিভিপোতা, ধুনট, বগুড়া

সাত ধরনের আঙুর চাষ করে তাক লাগিয়ে দিলেন নাটোরের আমজাদ

নাটোর প্রতিনিধি : সাদা রংয়ের পলিনেটে হাউসের ভেতর মাচায় ঝুলে আছে থোকা থোকা মিষ্টি আঙুর। আর সবুজ পাতার মাঝে উঁকি দিচ্ছে কোথাও লাল, আবার কোথাও হলুদ-সবুজ রঙের মিশ্রণের আঙুর। খেতে কোনোটা মিষ্টি আবার কোনোটা হালকা টক-মিষ্টি। এসব আঙুর দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও বেশ মজার। আর আঙুরের এ বাগান দেখলে যে কারোরই মনে হবে এটা বুঝি বিদেশের কোনো বাগান। আগে মানুষের ধারণা ছিল, আঙুর একটি বিদেশি ফল, এ দেশে চাষ করলে হয় টক। কিন্তু সেই ধারণা পাল্টে দিয়ে মিষ্টি আঙুর চাষ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নাটোরের বাগরোম গ্রামের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা আমজাদ হোসেন। শহরতলির কান্দিভিটা এলাকায় দেড় বিঘা জমিতে বাণিজ্যিকভাবে রাশিয়ান বাইকুনুরসহ সাতটি জাতের আঙুর চাষ করে সফল হয়েছেন তিনি। তার বাগানে গেলেই দেখা মিলবে মাচায় ঝুলে আছে থোকা থোকা টসটসে আঙুর। প্রতিদিন দেখতে অনেকেই তার বাগান দেখতে আসেন, অনেকে আসেন কিনতে। আমজাদ হোসেন দখিয়ে দিয়েছেন, মনোবল, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা থাকলে দেশের মাটিতে বিদেশি ফল চাষ করে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভ করা সম্ভব। পাশাপাশি বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশেই আঙুর উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি বিভাগ বলছেন, বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী ও উন্নতমানের এ জাতের আঙুর চাষে কোনো কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র গোবর বা জৈব সার ও মাকড় মারার জন্য ভারমিটেক ব্যবহার করেই এ ফল চাষ করা যায়। তাই ফসলে জৈব-বালাইনাশক ব্যবহারের জন্য কৃষি উদ্যোক্তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করানো হচ্ছে। পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে আঙুর চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কৃষি উদ্যোক্তা মো. আমজাদ হোসেন বাংলানিউজকে জানান, গেল দুই বছর আগে ইউটিউব দেখে রাশিয়া, ইউক্রেন, ইতালি ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ৩৫ জাতের আঙুরের চারা সংগ্রহ করে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করেন তিনি। প্রথম বছরেই আঙুর চাষে সফলতা পেয়েছেন। তবে এর মধ্যে বাছাই করে সাতটি জাতের আঙুরের ফলন ভালো এবং স্বাদে মিষ্টি পেয়েছেন। এর মধ্যে রাশিয়ান বাইকুনুর জাতটি সবচেয়ে ভালো এবং ভালো ফলন হয়েছে। এ জাতটি দেশের আবহাওয়া ও চাষের পরিবেশ উপযোগী বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, প্রথমে প্রায় ৫০ শতাংশ নিজস্ব জমি ও লিজ নেওয়া ২৫ শতাংশ মিলিয়ে মোট ৭৫ শতাংশ জমিতে ৩৫ জাতের আঙুর চাষ করি। এরমধ্যে গবেষণা করে রাশিয়ান বাইকুনুর জাতসহ সাতটি জাতের আঙুরের ভালো ফলন ও ভালো স্বাদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হই। এরপর পরীক্ষিত জাতগুলো দিয়ে ২৫ শতাংশ জমিতে পলিনেট হাউজের মাধ্যমে একটি মাতৃবাগান তৈরি করেছি। এ বাগানে মোট ১২০টি চারা রোপণ করা হয়েছে। চারা রোপনের তিন মাস পর ফল এসেছে। প্রায় ছয় মাস পর তিনি ফল বিক্রি শুরু করেছেন। তার মতে, রোপণ থেকে গাছের বয়স এক বছর হলে পরিপূর্ণভাবে আঙুর ফল বাজারজাত করা সম্ভব। এর মধ্যে তার এ আঙুর বাগানের প্রতিটি গাছে অফ-সিজনে আট থেকে ১০ কেজি করে ফল পাওয়া যাচ্ছে।

নাগেশ্বরীতে স্টেক হোল্ডারদের সাথে বনিময়

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে স্থানীয় পর্যায়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্টেক হোল্ডারদের সাথে শিখন বিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সহনশীল জীবিকায়নের মাধ্যমে নারীদের নেতৃত্বে সর্বব্যাপী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প, ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেয়ার লিগ-ল্যাম্ব এর বাস্তবায়নে এবং টিয়ার ফান্ড ইউকের সহযোগিতায় গতকাল বুধবার বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, প্রকল্প উপকারভোগী ও কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণির স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ল্যাম্বের টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর মনিকৃষ্ণ রায়ের সঞ্চালনায় প্রধান এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিব্বির আহমেদ, বিশেষ অতিথি উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা, উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তা হাদিউল ইসলাম ডলার, বিআরডিবি কার্যালয়ের ফিল্ড অফিসার শেফালি রানী প্রমুখ।

খিরা চাষে লাভবান মিরসরাইয়ের কৃষকেরা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে খিরা চাষের পরিধি বেড়েই চলেছে। আগাম চাষে লাভবান হওয়ায় কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। আগাম ফলন হওয়ায় ভালো লাভবানও হচ্ছেন তারা। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় এ বছর ২২০ একর জমিতে খিরা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮০ একর জমিতে আগাম জাতের খিরা চাষ হয়েছে। উপজেলার করেরহাট, হিঙ্গুলী, ইছাখালী, দুর্গাপুর, খৈয়াছড়া, ওয়াহেদপুর ও সাহেরখালী ইউনিয়নে খিরা চাষ হয় বেশি। এর মধ্যে আগাম চাষে এগিয়ে হিঙ্গুলী ও খৈয়াছড়া ইউনিয়নের কৃষকেরা। উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়নের চরশরত এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, অন্য শীতকালীন সবজির পাশাপাশি জমিতে খিরার আবাদ করেছেন একাধিক চাষি। ক্ষেতে পরিচর্যা করছেন ওই গ্রামের কৃষকেরা। এলাকার কৃষক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ১ একর জমিতে খিরা চাষ করেছেন। পাশাপাশি টমেটো চাষ করেছেন আরও ১ একর জমিতে। খিরা চাষে লাভবান মিরসরাইয়ের কৃষকেরা কৃষক নিজাম উদ্দিনের ছেলে আবু নোমান বলেন, 'এবার প্রায় ১ একর জমিতে খিরা চাষ করেছি। প্রায় ৫ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এরই মধ্যে বিক্রি শুরু করেছি। প্রায় ৩ লাখ টাকা বিক্রি হয়েছে। আশা করছি আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আরও ৪-৫ লাখ টাকা বিক্রি করতে পারবো। ডিসেম্বর মাসের শুরুতে টমেটো বিক্রি শুরু হবে।' খৈয়াছড়া এলাকার কৃষক মোশারফ হোসেন বলেন, 'এ বছর ২৫ শতক জমিতে খিরা চাষ করেছি। গত ৭-৮ বছর ধরে অনেকেই খিরা আবাদ করছেন। আমার প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮ হাজার টাকা বিক্রি করেছি। আরও প্রায় দেড় মাস বিক্রি করা যাবে। সব মিলিয়ে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা বিক্রি করতে পারবো।'আরেক চাষি নুরুল হুদা বলেন, 'এবার ২০ শতক জমিতে খিরা আবাদ করেছি। আগাম চাষ করায় ভালো দাম পেয়েছি। শুরুতে প্রতি কেজি খিরা ৮০-১০০ টাকায় বিক্রি করেছি। এখন পাইকারি বিক্রি করছি ৪০-৪৫ টাকা দরে।' খিরা চাষে লাভবান মিরসরাইয়ের কৃষকেরা এখানকার খিরা ফেনী, সীতাকুণ্ড, বারইয়ারহাট, ছাগলনাইয়া, চট্টগ্রাম শহরে পাইকারি ব্যবসায়িরা নিয়ে যায়। উপজেলার বড়দারোগাহাট, মিঠাছড়া, বড়তাকিয়া, মিরসরাই সদর, বারইয়ারহাট, করেরহাট বাজারে পাইকারি বিক্রি করা হয়। খুচরা ব্যবসায়ী তৌহিদুল ইসলাম বলেন, 'মিরসরাইয়ে উৎপাদিত খিরা তুলনামূলক অন্য এলাকার খিরার চেয়ে মিষ্টি। তাই বাজারে এর চাহিদা অনেক বেশি। আমি প্রতি বছর হিঙ্গুলী ও খৈয়াছড়া ইউনিয়নে উৎপাদিত খিরা কিনে খুচরা বিক্রি করি।' খৈয়াছড়া ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. শাহজাহান বলেন, 'খৈয়াছড়া ইউনিয়নের কৃষকেরা গত ১০-১২ বছর ধরে আগাম খিরা চাষ করে আসছেন। আগাম ফলন লাভজনক হওয়ায় দিন দিন চাষের পরিধি বাড়ছে।' মিরসরাই উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা প্রতাপ চন্দ্র রায় বলেন, 'মিরসরাই উপজেলার মাটি খিরা চাষের জন্য উপযোগী। আগাম উৎপাদিত খিরার ভালো দাম পাওয়ায় কৃষকের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করে থাকি। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এখানকার খিরা দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে।'

মান্দায় জমির ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

মান্দা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মান্দায় বিবাদমান একটি জমি থেকে আমন ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। গত মঙ্গলবার উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের নহলা কালুপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনায় কাকলি ইসলাম নামের এক নারী মান্দা থানায় অভিযোগ করেন। তিনি নহলা কালুপাড়া (কাজীপাড়া) গ্রামের কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী। ভুক্তভোগী কাকলি ইসলাম বলেন, ' চলতি মৌসুমে আমার স্বামী নজরুল ইসলামের ভোগদখলীয় জমিতে আমন ধানের চারা লাগানো হয়। ধানগাছ পাকলে তা কাটার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। এ অবস্থায় পারিবারিক জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষ আনোয়ার হোসেন লোকজন দিয়ে গত মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে ধানগুলো কেটে নিয়ে যায়।' কাকলি ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, 'অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেন এর আগেও আমাদের পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ নিধন করেছে। বিভিন্ন সময় ফসল বিনষ্ট করে ক্ষতিসাধন করে।' এ বিষয়ে অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেন বলেন, 'ওয়ারিশানমুলে ওই সম্পত্তি আমিই ভোগদখল করি। চলতি মৌসুমে আমন ধান লাগিয়ে পরিচর্যাও করেছি। 'নজরুল ইসলামের স্ত্রী কাকলি ইসলামের অভিযোগ সঠিক নয়।' জানতে চাইলে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনসুর রহমান বলেন, এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ তদন্তের জন্য থানার উপপরিদর্শক হাবিবুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হিলিতে নিত্যপন্যের বাজার নিয়ন্ত্রনে প্রশাসন

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের হিলিতে নিত্যপন্যের দাম নিয়ন্ত্রনে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা ও পৌর প্রশাসন। সেই সাথে দোকানের পণ্য রাস্তায় রেখে যানজট সৃষ্টি ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সতর্ক করেছেন ব্যবসায়ীদের। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টায় হিলি বাজারে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক অমিত রায়। এসময় তিনি আলু পেয়াজ ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কি দামে বিক্রয় করছেন তা যাচাই বাছাই করেন। সেই সাথে বাড়তি দামে পণ্য বিক্রি না করতে ও সকলকে মূল্য তালিকা টাঙানোর নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কিছু দোকানী তাদের পণ্য সড়কের উপর রেখে যানজটের সৃষ্টি করছেন। তাদেরকে সড়ক থেকে সেসব পণ্য সড়িয়ে নিতে নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা অমান্য করলে জরিমানার হুশিয়ারী দেন তিনি। এছাড়া বাজার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সুইপারদের নিয়মিত সেই কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। এসময় তার সহিত পৌর প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান, সহকারি প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাকসহ পৌরসভার কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।

রামেশ্বরপুরে বিয়ের দাবিতে বাড়িতে অবস্থান

গাবতলী, বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার গাবতলীতে বিয়ের দাবিতে রামেশ্বরপুরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে গত মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে অবস্থান করছেন এক এনজিও কর্মী। জানাগেছে গাবতলী উপজেলার রামেশ্বরপুর ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের আব্দুল বাসেদের ছেলে ব্যবসায়ী আব্দুর রউফের সাথে একই এলাকার তেজপাড়া গ্রামের এক এনজিও কর্মীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমের ফাঁদে ফলে, বিয়ের প্রলোভনে ওই ব্যবসায়ী তার প্রেমিকার কাছথেকে টাকা ধার নেয়। বিয়ের কথা বললে রউফ বিভিন্ন তালবাহানা করতে থাকে। ওই এনজিও কর্মী বিয়ের দাবিতে রউফের বাড়িতে অবস্থান নিলে, সুকৌশলে ব্যবসায়ী রউফ বাড়ি থেকে পালিয় যায়। রউফের ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য নেয়া যায়নি। এ বিষয় নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

শ্রীমঙ্গলে দু'দিনব্যাপি তথ্য মেলা

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গলে দুদিনব্যাপি তথ্য মেলা তথ্যমেলায় ২৯ টি স্টল স্থান পেয়েছে। সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আবু তালেব। উপস্থিত ছিলেন টিআইব্রির পরিচালক ফারহানা ফেরদৌস, সহকারি কমিশনার (ভূমি) সালাউদ্দিন বিশ্বাশ, শ্রীমঙ্গল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম সেলিম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সাজ্জাদ হোসেন চৌধুরী, সনাক সভাপতি দ্বীপেন্দ্র ভট্টাচার্য, সনাকের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর আবুবকর প্রমুখ। তথ্যমেলায় গণশুনানীতে উপস্থিত সেবা গ্রহনকারিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সাজ্জাদ হোসেন ও সহকারি কমিশনার সালাউদ্দিন বিশ্বাশ। পরে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্টল থেকে সেবা গ্রহনকারিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। তথ্য মেলায় যেসব স্টল স্থান পায় সেগুলি হলো- শ্রীমঙ্গল থানা, উপজেলা প্রশাসন, ভূমি অফিস, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হিসাব রক্ষণ অফিস, মৎস্য, কৃষি, প্রাণীসম্পদ, খাদ্য, সমবায়, আনসার ভিডিপি, নির্বাচন অফিস, উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, শিক্ষা, সমাজসেবা, ফায়ার সার্ভিস, মহিলা বিষয়ক অধিদফতর, পল্লী উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, জালালাবাদ গ্যাস, যুব উন্নয়ন, পরিসংখ্যান, দুর্নীতিবিরোধী কার্টুন প্রদর্শণী, তথ্য অধিকারর বিষয়ক ক্যাম্পেইন ও সচেতন নাগরিক কমিটির স্টল।

বাগমারায় অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বাগমারা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাগমারার গোয়ালকান্দি ইউনিয়নের আলোচিত আন্দিয়ার এলাকার ১৩ একর দিঘি ইজারা নেওয়া বিএনপি নেতা নিজেই ইজারার বিষয় জানেন না। তাঁকে ইজারা গ্রহীতা দেখিয়ে দুই পক্ষ সংঘর্ষ ও মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। দলের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করে একটি প্রতারক চক্র নিজেদের জামায়াত ও বিএনপির নেতা পরিচয় দিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করা হয়। বিএনপির স্থানীয় নেতারা গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই দাবি জানিয়েছেন। দলের মাড়িয়া ইউনিয়ন শাখার আমির জানিয়েছেন জামায়াতের এক ওয়ার্ড জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক পরিচয় দেওয়া গোলাম মোস্তফা কোনো পদে নেই। গোলাম মোস্তফাকে ঢাকা থেকে আমদানি করে জামায়াত নেতা বানানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সন্ধ্যায় বাগমারা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে গোয়ালাকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জহুরুল ইসলাম খোকন বলেন, বিগত সময়ে প্রভাব খাটিয়ে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা দুলালিপাড়া এলাকার ১৩ একর জমিসহ দিঘি দখল করে রেখেছিলেন।
অথচ গত ২০১৪ সালে ওই দিঘিসহ জায়গাটি ইজারা নিয়েছিলেন গোয়ালকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুনসুর রহমান। তাঁর ইজারা নেওয়া জায়গাটি দখলে রেখেছিলেন আওয়ামী লীগের নেতারা। এর মূলে রয়েছেন দখলদার আক্কাছ আলী ও আবদুর রউফ।

সৈয়দপুরে দুই পাইকারি বাজার কমিটির দ্বন্দ্ব

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : সৈয়দপুর বাইপাস সড়ক দুই পাইকারি সবজি বাজার কমিটির মধ্যে চলছে চরম উত্তেজনা। বাজার জমাতে দুই পক্ষেই ব্যস্ত। তাই নিজ নিজ বাজারে ব্যবসায়িদের জোর করে টেনে নিচ্ছেন এমন দোষারোপ একে অপরকে করছেন। এদিকে বাইরে থেকে আসা ব্যবসায়িদের টানা টানি বন্ধে ১৯ নবেম্বর এক পক্ষ সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান। এক ব্যবসায়ি জানান, কয়েক বছর হল সৈয়দপুর শহরের মধ্যে থাকা সবজী বাজারটি স্থানান্তর করে বাইপাস সড়কে আনা হয়।

এটির নামকরণ করা হয় সৈয়দপুর বাইপাস কাচামাল আড়ৎ বা বাজার। তবে এ বাজারটি গড়ে তোলা হয় সরকারী জায়গায়। অপরপাশে এ বাজারের দক্ষিণ পাশে মালিকানাধীন জায়গায় গড়ে তোলা হয় বিসমিল্লাহ পাইকারী সবজি বাজার নামে আরেকটি বাজার। এতে করে দুই বাজার কমিটির মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। সৈয়দপুর পৌর পাইকারী সবজি ব্যজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ বলেন, একই এলাকায় দুটি পাইকারি বাজার গড়ে ওঠা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

৪০ কেজি ওজনের কচ্ছপ ধরা পড়লো জালে

পটুয়াখালী প্রতিনিধি : দশমিনা উপজেলা তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরঙ্গ নদীতে গতকাল বুধবার বিকেল ৪ টায় ৪০ কেজি ওজনের কচ্ছপ দরা পরলো এক জেলের জালে। জানা যায় গত মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রনগোপালদী ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরঙ্গ নদীর তীরবর্তী পাতার চর নামক স্থানে জাল বাইতে যায় পাতার চর এলাকার জেলে বজলু হওলাদার। জাল টানার সময় হলে জাল টানার শেষ পর্যায় তার জালে একটি ৪০ কেজি ওজনের কচ্ছপ দরা পড়ে। কচ্ছপটি ঐ জেলে তীরে নিয়ে আসলে এলাকায় শত শত লোকের ভীড় হয় কচ্ছপটি দেখার জন্য। পরে স্থানীয় লোক জন কচ্ছপটি নদীর পানিতে ছেড়ে দেয়। বজলু হাওলাদার জানান আমার পেশা মাছ ধরা। ১২ মাস তেঁতুলিয়া ও বুড়াগৌরঙ্গ নদীতে মাছ ধরি। গত মঙ্গলবার মাছ ধরতে নদীতে যাই দুপুরে। জাল ফেলে টানার শেষ সময় দেখি বিশাল আকৃতির একটি কচ্ছপ জালে। জাল টেনে কচ্ছপটি উঠিয়ে ট্রলারের ডরায় পানিতে রাখি। পরে তীরে আসলে স্থানীয় লোক ভীর করে। স্থানীয় লোকজন জন দেখে কচ্ছপটি নদীতে ছেড়ে দিতে বলে। আমি পরে নদীতে ছেড়ে দেই। প্রতক্ষদর্শী মোঃ শাহ আলম, অপু বলেন, এই প্রথম বড় আকৃতির কচ্ছপ দেখলাম। কচ্ছপটি তীরে আসা মূহুর্তেই লোক ভীর করে দেখার জন্য। পরে এলাকার লোক জন কচ্ছপটি তেঁতুলিয়া নদীতে ছেড়ে দেয়া হয়।

কাহারোলে শিক্ষিকার পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার রামচন্দ্রপুর সরকারি মডেল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়েল প্রধান শিক্ষকের নামে মিথ্যা অপবাধের দাবিতে সহকারি শিক্ষিকা মোছাঃ মুক্তিআরার পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী এক দফা দাবি নিয়ে স্কুল থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করে উপজেলার আমতলা মোড়ে এক মানব বন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা। পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলামের নিকট একটি স্মারক লিপি দেন। দুপুর দেড়টা থেকে আমতলা মোড়ে বিকাল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা রাস্তায় বেড়িগেট দেন। বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত গাড়ি, ভ্যান, অটো রিক্সা, মোটর সাইকেল সহ বিভিন্ন যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কাহারোল উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোঃ বোরহান উদ্দীনের মধ্যস্থতায় শিক্ষার্থীরা অবরোধ তুলে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে যায়।

কচুরিপানার কারণে পেঁয়াজ আবাদ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : কচুরিপানার কারণে পাবনার সুজানগরের ঐতিহ্যবাহী গাজনার বিলে এ বছর মৌসুমী পেঁয়াজ আবাদ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে পেঁয়াজ চাষীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, আগামী এক দেড় মাসের মধ্যে উপজেলায় মৌসুমী পেঁয়াজ আবাদ শুরু হবে। সমভূমির পাশাপাশি ঐ সময় গাজনার বিল শুকিয়ে যাওয়ায় সেখানেও হাজার হাজার হেক্টর জমিতে মৌসুমী পেঁয়াজ আবাদ করা হয়। বিলপাড়ের খয়রান গ্রামের পেঁয়াজ চাষী ময়েন উদ্দিন বলেন বিলের পানি শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেও কচুরিপানায় ঢাকা পড়ে আছে বিলের পেঁয়াজ আবাদি ঐ জমি। আর কচুরিপানায় ঢাকা পড়ে থাকার কারণে যথাসময়ে বিলের ঐ জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করা যাবে কিনা এ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিলপাড়ের হাটখালী গ্রামের কৃষক আমজাদ আলী বলেন বিলের অধিকাংশ পেঁয়াজের জমি কচুরিপানায় ঢাকা পড়ে আছে। এমতাবস্থায় কিছু কিছু বড় কৃষক দিগুণ মজুরী দিয়ে শ্রমিক নিয়ে কচুরিপানা পরিষ্কার করে পেঁয়াজ আবাদ করার কথা ভাবছেন। তবে প্রান্তিক কৃষকরা হতাশায় ভুগছেন। ফলে বিলের ঐ জমিতে কাঙ্খিত পেঁয়াজ আবাদ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রাফিউল ইসলাম বলেন কচুরিপানার কারণে বিলের জমিতে পেঁয়াজ আবাদ করতে শ্রমিক বেশি লাগবে। তবে আবাদ তেমন ব্যাহত হবেনা।

পোকার আক্রমণে মারা যাচ্ছে কমলা গাছ

মৌলভীবাজার ডেস্ক : সবুজ কমলার জন্য বিখ্যাত মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার কমলার বাগান। বাগানগুলোতে খাঁসি ও নাগপুরি জাতের আবাদ হয়। এতে শুরু হয়েছে পোকার আক্রমণ। নতুন শত্রুর আক্রমণে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে জুড়ীর কমলা। একাধারে মারা যাচ্ছে পুরাতন কমলা গাছ। পাশাপাশি নতুন চারাও বড় হওয়ার আগেই মারা যাচ্ছে। চতুর্মুখী আক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছেন কৃষক এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জুড়ী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৯৭.৫ হেক্টর জমিতে প্রায় ৯৫টি কমলা বাগান আছে। তার মধ্যে উপজেলার গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নে আছে ৬২ হেক্টর। বাগানগুলোতে অধিকাংশ কমলা খাঁসি ও নাগপুরি জাতের। যা খেতে খুব সুস্বাদু। এ বছর কমলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬৯৫ টন। গোয়ালবাড়ী ইউনিয়নের লালছড়া গ্রামের কমলা চাষি মোর্শেদ মিয়া জানান, তার বাগানে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কমলা গাছ ছিল। গত ৩ বছরে ৪০০ গাছ মারা গেছে। বাকি ৬০০ গাছের মধ্যে প্রায় ২০০ গাছ মারা যাওয়ার পথে। প্রথমে এক ধরনের সাদা পোকা মাটির নিচে কমলার শিকড় থেকে পানি শুষে ফেলে, পরে উঁইপোকা শিকড় খেয়ে ফেলে। তিনি জানান, প্রথম বছর গাছের পাতা হালকা হলুদ হয়, দ্বিতীয় বছর পাতা পুরোপুরি হলুদ হয়ে যায় এবং পাতা ঝরা শুরু হয়, তৃতীয় বছর গাছটি মারা যায়। পোকার আক্রমণের শুরুতে কমলার আকার স্বাভাবিক থাকলেও দ্বিতীয় বছর আকার ছোট হয় এবং পরের বছর একেবারে ছোট হয়ে যায়। লালছড়া এলাকার আরেক কমলা চাষি জয়নুল মিয়া জানান, বাগানে তার ৮০০ কমলা গাছ ছিল। কয়েক বছরে ১০০ কমলা গাছ মারা গেছে। প্রজাপতির মতো এক ধরনের পোকার আক্রমণে গাছগুলো মারা যায়। পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ওষুধে কাজ হচ্ছে না। ওষুধের কার্যকারিতা যত সময় থাকে; তত সময় পোকার আক্রমণ বন্ধ থাকে। এরপর আগের মতোই।

নাসিরনগরে ঐতিহ্যবাহী ভলাকুট কার্ত্তিক মেলা

নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুটে রাসপূঁজা উপলক্ষে দুইশত বছরের ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ কার্ত্তিক মেলা চলছে। এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে প্রতি বছর তিনদিন ব্যাপী মেলা হওয়ার কথা থাকলেও মেলা চলে প্রায় মাসব্যাপী। মেলায় প্রধান আকর্ষন হল কাঠের তৈরি বিভিন্ন ধরনের কাঠের ফার্নিচার। এছাড়াও মেলায় বসে রকমারী শতাধিক দোকান। নানা রং-বেরংয়ের বেলুন,খেলনা,কসমেটিক,মিষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্রের দোকানে মেলা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজার হাজার মানুষের আগমনে প্রতিদিন বিকেলে মেলাটি এলাকার মানুষের হিন্দু-মুসলিমদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। রাস পূর্ণিমা তিথিতে উপজেলার ভলাকুট বাজারের নদীর পাড়ের চন্ডীতলায় আয়োজিত কার্ত্তিক পূঁজা উপলক্ষে প্রায় দুইশত বছর ধরে এ মেলা হয়ে আসছে।নাসিরনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামসহ সরাইল, বাজিতপুর,অষ্টগ্রাম,লাখাই,ভৈরব ও নরসিংদী থেকে এই মেলায় কেনাকাটা করতে লোকজন আসে। বিশেষত কাঠের আসবাবপত্র কিনতে অনেক দূর দুরান্ত থেকেও লোকজন আসে। নদীপথে পরিবহন সুবিধা থাকায় ক্রেতারা এখান থেকে কেনাকাটায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। গত মঙ্গলবার বিকালে মেলায় ঘুরে দেখা গেছে, নানা বয়সী নারী-পুরুষসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার হাজার মানুষের মিলন মেলায় পরিনত হয়েছে। প্রসাধনীর দোকান গুলোতে নারীদের উপচে পড়া ভীড় ও নাগরদোলা আর উড়োজাহাজে চড়তে শিশু-কিশোরদের আগ্রহ দেখা গেছে বেশী। আয়োজকরা জানায়,গত রবিবার শুরু হওয়া মেলার প্রথম সপ্তাহ-দশদিন নানা রং-বেরংয়ের বেলুন, খেলনা, কসমেটিক, মিষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনীর দোকানের বেচাকেনা চলবে। এরপর এসব পণ্যের দোকান উঠে গেলে কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের বেচাকেনা শুরু হয়। তা চলে আরও প্রায় দুই সপ্তাহ। দেশের দুরদুরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা এরই মধ্যে মেলায় তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। এছাড়াও মেলায় বিক্রি হয় মৃৎশিল্পীদের হাতের তৈরি মাটির হাঁড়ি ও তৈজসপত্র। বেলাব থেকে আসা ফার্নিচার ব্যবসায়ী সফিক মিয়া জানান,তিনি প্রায় ৪০ বছর ধরে এ মেলায় ফার্নিচার নিয়ে আসেন। প্রতিবারেই প্রসাধনীর দোকান চলে যাওয়ার পর তাদের ফার্নিচার বিক্রি শুরু হয়। মেলায় আগতরা জানায়,এই মেলার ইতিহাস অনেক পুরনো।এখনো বহু পুরনো প্রথা প্রচলন থাকায় আমরা ধারণা করছি,এ মেলা আদিম কালের। এককালে মেলা হতো তিন দিনব্যাপী। বর্তমানে প্রায় মাসব্যাপী এ মেলা হয়ে থাকে। ভলাকুট ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক ইউপি সদস্য সামসু তালুকদার জানান, রাসপূঁজা উপলক্ষে এখানে শত বছর আগে থেকে কার্ত্তিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।এই মেলা আমাদের ভলাকুট গ্রামের ঐতিহ্যবহন করে। মেলায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করে।

নাগরিক সেবা বঞ্চিত গুটুদিয়া ইউনিয়নবাসী

ডুমুরিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : ডুমুরিয়া উপজেলার গুটুদিয়া ইউনিয়নবাসীর ইউনিয়ন পরিষদের সেবা পেতে ভোগান্তির অন্ত নেই। জন্মনিবন্ধন সনদ, নাগরিক সনদ, ট্রেড লাইসেন্সসহ বিভিন্ন সেবা পেতে পদে পদে ভোগান্তিতে পড়ে এই ইউনিয়নের অধিবাসীরা। শুধু তাই নয় সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে বরাদ্দকৃত গভীর নলকূপ বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও অর্থ গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। খুলনা জেলা সদরের কোলঘেষা ইউনিয়ন গুটুদিয়ন খান মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে যার আয়তন ৫৭ বর্গকিলোমিটার। এই ইউনিয়নের অধিবাসী ২৬ হাজার ৬৫৪ জন। ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার ১৩২ জন। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজারসহ রয়েছে বিপুল পরিমাণ আবাসন প্রকল্প। রয়েছে মাঝারী ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান। এখানকার অধিবাসীদের জন্মনিবন্ধন, নাগরিক সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, ওয়ারেশ কায়েম সনদসহ বিভিন্ন সেবা পেতে পদে পদে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে গত তিনবছর যাবত। বর্তমান চেয়ারম্যান শেখ তুহিনুল ইসলাম তুহিন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর এই ভোগান্তি বেড়েছে চরম আকারে। চেয়ারম্যান তুহিনুল ইসলাম তুহিনের পৈত্বিক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলায়। সেই পরিচয়ে তিনি গত কযেকবছর কাউকে পাত্তা দেননি। তিনি দাবি করতেন শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে তা মা জমিদান করেছেন। এমন একটি দলিল তিনি স্ক্যান করে ডিজিটাল প্যানা তৈরি করেও নিজ অফিসকক্ষে টানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশ থেকে পালিযে যাওয়ার পর তিনি ভোল পাল্টে ফেলেছেন। বর্তমানে জামায়াত শিবিরের কিছু কর্মীকে সাথে নিয়ে চলাফেরা করে আওয়ামী লীগ বিরোধী সাজার চেষ্টা করছেন। এদিকে সম্প্রতি এই ইউনিয়নে সুপেয় পানির সমস্যা সমাধানের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বেশ কয়েকটি গভীর নলক'প বরাদ্দ দেয়।

গজারিয়ায় মেশিন বিস্ফোরণ, ৩ শ্রমিক আহত

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় হাওয়া দেওয়ার মেশিন বিস্ফোরণে তিন শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের গজারিয়ার তেতৈতলা এলাকার একটি দোকানে এই ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন, সুজন মিয়া (২৭), শাহীন (২২) ও অজ্ঞাত (২০)। এদের মধ্যে তেতৈতলা গ্রামের মৃত শহীদুল্লাহর ছেলে সুজন মিয়া গুরুতর আহত অবস্থায় রাজধানী ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসা রয়েছেন বলে জানা গেছে। জানা যায়, গতকাল বুধবার দুপুরে ওই এলাকার আলীর মিস্ত্রির গ্যারেজের এই ঘটনা ঘটে। হঠাৎ হাওয়া মেশিনটি বিস্ফোরণ হলে কম্প্রোসারটি উড়ে যায়। এসময় তিন জন শ্রমিক আহত হয়। এসময় দোকান ঘর ব্যাপক ক্ষতি হয়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে দুজন প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহন করে। অপরদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুরুতর আহত সুজনকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সুজানগরে লতিফ মাস্টারের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগর উপজেলা বিএনপির প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ মাস্টারের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত মঙ্গলবার সকালে প্রয়াত আব্দুল লতিফ মাস্টারের পরিবারের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
সকাল ১১টায় ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে মেহগনি এবং পেয়ারাসহ বেশ কয়েকটি ফলজ এবং বনজ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ওই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এর পর ওই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুজানগর সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, সুজানগর নিজাম উদ্দিন আজগর আলী ডিগ্রি কলেজ, সুজানগর মহিলা ডিগ্রি কলেজ, মোহাম্মাদীয়া দাখিল মাদ্রাসা, মথুরাপুর উচ্চ বিদ্যালয়, সুজানগর থানা ও সুজানগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে শতাধিক ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

ভ্যানে চড়ে দলবেঁধে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে শিশু শিক্ষার্থীরা। মুন্সিরহাট, রংপুরএ

শীর্ষে থেকে বছর শেষ আর্জেন্টিনার, ব্রাজিল কোথায়?

স্পোর্টস ডেস্ক : কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই দারুণ ফর্মে আছে আর্জেন্টিনা। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখলো চলতি বছরেও। কোপা আমেরিকা থেকে শুরু করে বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব; সব জায়গায় লিওনেল মেসিদের জয়জয়কার। বছরের শেষ ম্যাচেও জয় তুলে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের শীর্ষে থেকে ২০২৪ সালটা শেষ করলো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। চলতি বছরে আর্জেন্টিনার সাফল্যের শুরুটা কোপা আমেরিকা দিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে কলম্বিয়াকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জিতে আর্জেন্টিনা। ফাইনালে দলের পক্ষে জয়সূচক গোল করা লাউতারো বছরের শেষ ম্যাচেও করলেন আরেকটি জয়সূচক গোল। পেরুর বিপক্ষে আর্জেন্টিনা ম্যাচটি জিতেছে ১-০ গোলে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লাতিন আমেরিকার পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে মেসির দল। ১২ ম্যাচ খেলে ৮ জয়, ১ ড্র ৩ হারে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছে আর্জেন্টিনা। তাদের পরেই আছে উরুগুয়ে। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট তাদের। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তিনে আছেন ইকুয়েডর ও চারে কলম্বিয়া। এদিকে আর্জেন্টিনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল সেই কাতার বিশ্বকাপ থেকেই ধুঁকছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়েও তাদের জন্য সুখকর কিছু হচ্ছে না। পয়েন্ট তালিকায় ১৮ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান পাঁচে। ১২ ম্যাচ খেলে ৫ জয়ের বিপরীতে তারা হেরেছে চার ম্যাচ, পয়েন্ট খুইয়েছে বাকি ৩ ম্যাচে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে বছর শেষ করতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। পেরুর বিপক্ষে ম্যাচ শেষ তিনি বলেন, "গর্ব করার মতো একটা বছর গেল। কোপা জিতলাম, বাছাই পর্বে সবার ওপরে থেকে শেষ করলাম। সামনের বছর ফিনালিসিমা, এরপর বিশ্বকাপ।" চলতি বছর সব ধরনের মিলিয়ে ১৬টি ম্যাচ খেলেছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে জয় এসেছে ১৩ ম্যাচে। বাকি তিন ম্যাচের মধ্যে ২ হারের সঙ্গে এক ম্যাচ ড্র করেছে লিওনেল স্কালোনির শিষ্যরা। এই ১৬ ম্যাচে প্রতিপক্ষের জাল ৩৪ বার বল পাঠিয়েছেন মেসিরা। বিপরীতে হজম করেছেন ৮ গোল।

হার দিয়ে বিদায় বললেন নাদাল

স্পোর্টস ডেস্ক : ডেভিস কাপের পরে অবসর নেবেন, জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। ডেভিস কাপে স্পেনের বিদায়ের সঙ্গে থামলো রাফায়েল নাদালের পথচলাও। অশ্রুসিক্ত নয়নে টেনিসকে বিদায় বললেন তিনি। ডেভিস কাপে স্পেনের হয়ে প্রথম সিঙ্গেলসে নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জান্ডশুল্পের কাছে ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হেরেছেন তিনি। তার উত্তরসূরি স্পেনের কার্লোস আলকারাজ আরেকটি সিঙ্গেলসে জয় পাওয়ায় আরও একটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ছিল নাদালের। তবে ফল নির্ধারণী ডাবলসে আলকারাজ ও মারসেল গ্রানোয়ার্স নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জান্ডশুল্প ও ওয়েসলি কুলহফের কাছে হেরে গেলে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে স্পেনের বিদায় নিশ্চিত হয়। সঙ্গে নিশ্চিত হয় নাদালের টেনিস থেকে বিদায়ও। কে বলবে নাদালের দেশ স্পেন ডেভিস কাপের ম্যাচে হেরেছে নেদারল্যান্ডসের কাছে? মালাগার স্টেডিয়াম জুড়ে তখন আবেগের বিস্ফোরণ। কাদছেন 'কিং' চোখের জলে ভাসছেন উপস্থিত দর্শকরাও। নিজের ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ হেরেছিলেন রজার ফেদেরার। আর একই ঘটনা ঘটল তার 'চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী' নাদালের সঙ্গেও। দীর্ঘ ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে ইতি টানলেন নাদাল। কয়েক মাস আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন শেষ ম্যাচ খেলবেন নিজের দেশের মাটিতে। শেষ ম্যাচের আগে নাদালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ফেদেরার। ম্যাচের শুরু থেকেই আবেগপ্রবণ ছিলেন নাদাল। সেই কারণেই হয়তো খেলায় কয়েকটি ভুল তিনি করে ফেলেন, যা সচরাচর ২২টি গ্রান্ড স্ল্যামের মালিকের কাছ থেকে দেখা যায় না। সেই সুযোগ কাজে লাগান বটিক। আক্রমণাত্মক খেলে নাদালকে চাপে রাখেন তিনি। সেই চাপ কাটিয়ে উঠতে পারেননি নাদাল।

ম্যারাডোনাকে ছুঁলেন লাউতারো মেসির আরেকটি রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসে ডিয়েগো ম্যারাডোনার স্থান উঁচুতে। যাকে নিয়ে ফুটবল বিশ্বের এতো মাতামাতি সেই লিওনেল মেসিও ম্যারাডোনাকে রাখেন গুরুর আসনে। আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতানো প্রয়াত এই কিংবদন্তিকে এবার ছুঁয়ে ফেললেন লাউতারো মার্টিনেজ। একই সঙ্গে মেসিও গড়লেন আরেকটি রেকর্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের ম্যাচে পেরুর বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। ম্যাচে লাউতারোর একমাত্র গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে 'আলবিসেলেস্তে'রা। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৫তম মিনিটে গোলটি করে আর্জেন্টিনার সর্বকালের সেরা পাঁচ গোলদাতার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন ইন্টার মিলান ফরোয়ার্ড।

জাতীয় দলের জার্সিতে লাউতারোর গোল এখন ৩২টি। প্রয়াত কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনাও জাতীয় দলের জার্সিতে গোল করেছেন সমান ৩২টি। লাউতারোর উপরে থাকা চারজন হলেন- হার্নান ক্রেসপো (৩৪), সার্জিও আগুয়েরো (৪২), গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (৫৪) এবং লিওনেল মেসি (১১২)। এদের মধ্যে মেসিই এখনো খেলে যাচ্ছেন। লাউতারোর গোলটিতে দারুণভাবে সহায়তা করেছেন মেসি। এই গোলে সহায়তার মাধ্যমে মেসিও নিজের করে নিয়েছেন আরেকটি রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলে সহায়তা করার তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন মেসি। তার সঙ্গে আছেন আমেরিকার ল্যান্ডন ডোনোভান। আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির অ্যাসিস্ট এখন ৫৮টি। সব ধরনের ফুটবল মিলিয়ে ৩৭৯টি। তিনি ছাড়িয়ে গেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার ও সাবেক ক্লাব বার্সেলোনার সতীর্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেইমারকে। আল হিলাল তারকা জাতীয় দলের হয়ে ৫৭ গোলে সহায়তা করেছেন। পেরুর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে চলতি বছর সব ধরনের খেলা শেষ করলেন মেসি। ক্লাব কিংবা জাতীয় দলের হয়ে ২০২৪ সালে আর কোনো খেলা নেই তার। সে হিসেবে সামনের বছরেই ডোনোভানকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ড এককভাবে নিজের করে নেওয়ার সুযোগ থাকছে মেসির সামনে। দেখা যাক, মেসি কোথায় গিয়ে থামেন।

বিশ্বকাপের ঠিক আগে কোচ হারাচ্ছেন মেসিরা

স্পোর্টস ডেস্ক : আসছে বছর প্রথম বারের মতো ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে লিওনেল মেসির দল ইন্টার মায়ামি। তার ঠিক আগে দলটা ধাক্কাই খেতে যাচ্ছে। দলটির কোচ জেরার্ডো মার্টিনো ক্লাব ছাড়ছেন! ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি ক্লাব ছাড়ছেন বলে মঙ্গলবার এএফপি জানিয়েছে। 'টাটা' নামে পরিচিত এই আর্জেন্টাইন কোচ ক্লাবের নিয়মিত মৌসুমে সাফল্য এনে দিলেও এমএলএস কাপ প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে আটলান্টা ইউনাইটেডের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নেয় মায়ামি। গত বছরের জুনে ইন্টার মায়ামির দায়িত্ব নেন মার্টিনো। লিওনেল মেসির যোগদানের পর ক্লাবের পরিবর্তনের অংশ হিসেবে তিনি কোচ হিসেবে আসেন। তাঁর প্রথম মৌসুমেই দলকে লিগস কাপ জিতিয়ে সফল সূচনা করেন। চলতি বছর ইন্টার মায়ামি নিয়মিত মৌসুমে দারুণ পারফর্ম করে, সেরা রেকর্ডের জন্য সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নেয়। এর মাধ্যমে তারা ফিফার পরবর্তী ক্লাব বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয়। তবে এমএলএস কাপ প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে মার্টিনোর পুরোনো ক্লাব আটলান্টার কাছে হেরে বিদায় নেয় মায়ামি। মার্টিনোর "ব্যক্তিগত কারণ" সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি। তবে ক্লাব জানিয়েছে, শুক্রবার ক্লাব কো-অনার জর্জ মাস এবং ফুটবল অপারেশনের সভাপতি রাউল সানলেহির সঙ্গে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন মার্টিনো। পারাগুয়ের জাতীয় দলের কোচ হিসেবে ২০১১ কোপা আমেরিকায় রানার্সআপ করা মার্টিনো নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজে কোচিংয়ে সুনাম কুড়ান। পরে বার্সেলোনার কোচ হিসেবে ২০১৩-১৪ মৌসুমে দায়িত্ব পালন করেন। আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের কোচ হিসেবেও তিনি দুই বছর দায়িত্বে ছিলেন। মার্টিনো ২০১৬ সালে আটলান্টা ইউনাইটেডে যোগ দিয়ে ২০১৮ সালে এমএলএস কাপ জেতান। এরপর মেক্সিকো জাতীয় দলের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন।

ফেব্রুয়ারিতে সাফ টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : গত মাসের শেষ দিকে সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছে জাতীয় নারী ফুটবল দল। আর আগামী বছরের শুরুতেই ঘরের মাঠে এই টুর্নামেন্ট খেলার সুযোগ পাচ্ছে সাবিনা-মারিয়াদের উত্তরসূরিরা। আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। এক সভায় এই সিদ্ধান্তে নিয়েছে সাফের কম্পিটিশন কমিটি। বাংলাদেশে ১১-১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে জুনিয়র মেয়েদের এই টুর্নামেন্ট। স্বাগতিক দেশের নাম ঠিক হলেও ভেন্যু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ বিষয়ে সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল বলেন, বাফুফেকে আমরা চিঠি দিচ্ছি ভেন্যুর নাম জানাতে। এই বছর কমলাপুর স্টেডিয়ামে সাফ টুর্নামেন্ট আয়োজন করে সমালোচনায় পড়েছিল বাফুফে। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম জানুয়ারিতে খেলার উপযোগী হওয়ার কথা। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম না অন্য ভেন্যু নির্ধারণ করে বাফুফে সেটাই দেখার বিষয়। এদিকে অনূর্ধ্ব-১৯ টুর্নামেন্টের ভেন্যু এবং সময়সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী বছর ৫-১৫ নভেম্বর ভারত এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে। কোন রাজ্যে করবে এজন্য অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়েছে সাফ। আগামী বছর পুরুষ সিনিয়র সাফ রয়েছে। সেই টুর্নামেন্টের স্বাগতিক এখনও ঠিক হয়নি।

ইসলাম

দ্রব্যমূল্য নিয়ে ইসলামের নির্দেশনা

ধর্ম ডেস্ক : ইসলাম পণ্যদ্রব্যকে তার যথাযথ ভোক্তার কাছে হস্তান্তরে বদ্ধপরিকর। সে ক্ষেত্রে যাতে কোনো ধরনের শোষণের অবকাশ না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে ইসলাম। কারণ যদি এমনটি হয়, তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া এগুলো প্রতারণারও অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরিয়ত প্রতারণার মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির সব পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন- (ক) মজুদদারি ও কালোবাজারি : মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আটকে রেখে অস্বাভাবিকভাবে মুনাফা হাসিল করাকে ইসলামের পরিভাষায় ইহতিকার বা মজুদদারি বলে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মজুদদারের সংজ্ঞায় বলেন : মজুদদার সেই ব্যক্তি, যে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে তার মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে আটক করে রাখে এবং সে এ কাজে ক্রেতাদের প্রতি জুলুম করে। মজুদদারির ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হয়, এ জন্য শরিয়তে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) মজুদদারকে পাপী ও অভিশপ্ত বলেছেন। সহিহ মুসলিম শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।' অন্য হাদিসে এসেছে, 'আমদানিকারক রিজিকপ্রাপ্ত হয়, আর মজুদদার হয় অভিশপ্ত।' গুদামজাতকরণের ব্যাপারটি যদি বিচারকের কাছে পেশ করা হয়, তিনি গুদামজাতকারীকে আদেশ করবেন যেন সে তার এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ খোরাকি রেখে উদ্বৃতাংশ বিক্রয় করে দেয়। আর তাকে গুদামজাত করতে নিষেধ করবেন। যদি দ্বিতীয়বার এই মোকদ্দমা বিচারকের কাছে উপস্থাপন করা হয়, তবে তিনি তাকে কয়েদ করে রাখবেন। আর তা থেকে বিরত রাখতে এবং জনগণের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে যত দূর প্রয়োজন শাস্তি প্রদান করবেন। (আল হিদায়া) তবে যা খাদ্যশস্য নয় এবং যা জীবনধারণের মূল উপকরণ নয়, যেমনড় ওষুধ, ভেষজদ্রব্য, জাফরান এবং এই প্রকার দ্রব্যসামগ্রী মজুদ করা নিষিদ্ধ নয়। (ইমাম গাজালি, এহইয়াউ উলুমুদ্দিন) (খ) তালাক্কি বা বণিক দলের সঙ্গে অগ্রগামী হয়ে সাক্ষাৎ : গ্রাম থেকে কৃষকরা দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার আগেই তাদের থেকে পাইকারিভাবে সব মাল খরিদ করে নেওয়াকে আরবিতে তালাক্কি বলে। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) শহরবাসী লোকদের শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন। (সহিহ মুসলিম) এজাতীয় বেচাকেনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শহরের লোকদের থেকে চড়া মূল্য আদায় করা বা গ্রামের কৃষকদের থেকে সস্তা দামে খাদ্যশস্য খরিদ করা। লক্ষ্য হলো, অধিক মুনাফা। এ কারণে ইসলামে এজাতীয় লেনদেন নিষিদ্ধ। গ্রামের কৃষকরা এতে প্রতারিত হতে পারে এবং যথাযথ মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। তাই বাজার প্রতিযোগিতা যাতে ব্যাহত না হয় এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় বাজার দাম যেন নিয়ন্ত্রিত না হয়, সে লক্ষ্যে মহানবী (সা.) বলেন, 'বাজারে পৌঁছার আগেই (স্বল্প মূল্যে) ক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না। (জামে আত তিরমিজি) (গ) নাজাশ বা দালালি : প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে বেশি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা সেজে পণ্যের উচ্চ মূল্য হাঁকানোকে নাজাশ বা দালালি বলে। আবু ঈসা বলেন, নাজাশের অর্থ হলো এক ব্যক্তি বিক্রেতার মালের দেখাশোনা করে এবং সে তার মালের দরদাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। বিক্রেতার কাছে যখন কোনো ক্রেতা এসে মালের দামদর করে, তখন সে এসে উপস্থিত হয়।

ইসলামে সন্দেহের বসে শাস্তি দেওয়া অন্যায়

ধর্ম ডেস্ক : চুরি বা অন্য কোনো অপরাধের ধারণায় কোনো ব্যক্তিকে প্রহার বা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অনুমতি ইসলামী শরিয়তে নেই, বিশেষত প্রহারকারী যখন সন্দেহভাজন ব্যক্তির আইনানুগ অভিভাবক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত না হয়। কিন্তু সমাজে চুরির সন্দেহে মানুষকে প্রহার করার বহু ঘটনা ঘটে। এমন ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনে যারা শিশু এবং শাস্তি দানের অনুপযুক্ত তাদেরও প্রহার করার ঘটনা ঘটে। প্রহারে প্রাণহানির ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়। মহানবী (সা.)-এর হুঁশিয়ারি : যার সম্পদ চুরি হয় স্বাভাবিকভাবে তার মনে নানা রকম চিন্তার উদয় হয়। ফলে ধারণা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সে এমন সব অপরাধ করে বসে, যা চুরির চেয়ে জঘন্য। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'যার জিনিস চুরি হয়, সে ধারণা ও অনুমান করতে করতে চোরের চেয়েও অগ্রসর হয়ে যায়।' (আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১৩০১) শয়তানই উত্তেজিত করে : বান্দারা আল্লাহ ও বান্দার পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করবে- এটাই মহান আল্লাহর প্রত্যাশা। কিন্তু শয়তান মানুষকে প্রবৃত্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে মানুষ সীমা লঙ্ঘন করে, এমনকি গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।

কুকুর বিড়াল ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে হাদিস যা বলে

ধর্ম ডেস্ক : দেশে পোষা প্রাণী পালনে মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর মধ্যে কুকুরের চেয়ে বিড়াল পালনে মানুষের আগ্রহ বেশি। তাই অনলাইন ও অফলাইনে রমরমা হচ্ছে দেশি-বিদেশি কুকুর-বিড়ালের ব্যবসা। পাশাপাশি এদের খাবার, চিকিৎসাসামগ্রী ও সাজসজ্জার উপকরণেরও চাহিদা বাড়ছে দিন দিন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব এসব প্রাণীর লালন-পালন ও বেচাকেনা সম্পর্কিত মাসআলা জেনে রাখা।
কুকুর-বিড়াল লালন-পালন কি জায়েজ : কুকুর অত্যন্ত বুদ্ধিমান একটি প্রাণী, বাড়িঘর, গরু-ছাগল ইত্যাদি পাহারা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বেশ দক্ষ। আসামি ও অবৈধ অস্ত্র খোঁজার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করে। তাই শুধু পাহারা ও নিরাপত্তার কাজে কুকুর পালনের সুযোগ আছে, তা ঘরের বাইরেই রাখবে। তবে ইসলামে অহেতুক কুকুর পালনে নিরুৎসাহ করা হয়েছে। কারণ কুকুর নাপাক প্রাণী। ঘরে কুকুর থাকলে মুমিনের বহু ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশু রক্ষাকারী কিংবা শিকারি কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে, তার আমল থেকে প্রতিদিন দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যায়। (বুখারি, হা: ৫৪৮২) উল্লেখ্য, এক কিরাত সওয়াব একটি ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সওয়াবকে বলা হয়। কুকুর সঙ্গে থাকলে ফেরেশতারাও কাছে আসে না বলে হাদিসে পাওয়া যায়। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৫৫৫) একবার ঘরে কুকুর অবস্থানের কারণে নবীজি (সা.)-এর ওহি আসা বন্ধ হয়েছিল। (মুসলিম, হাদিস : ৫৪০৬) এমনকি নবীজি (সা.) কোনো পাত্র থেকে কুকুর পান করে ফেললে সে পাত্র পরিষ্কার করার জন্য সাতবার ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুতে হবে, প্রথম অথবা শেষবার মাটি দ্বারা ঘষতে হবে। বিড়াল যদি তাতে মুখ দেয় তবে একবার ধোয়াই যথেষ্ট। (তিরমিজি, হাদিস : ৯১) তবে বিড়াল যেহেতু নাপাক নয় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিড়ালগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করে, তাই তা পালনে নিষেধাজ্ঞা নেই।

ইশরাক ও চাশতের নামাজের গুরুত্ব

ধর্ম ডেস্ক : ইসলামে নফল নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। নফল নামাজ মুমিনজীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং আল্লাহপাকের নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে। নফল নামাজের মধ্যে অন্যতম চাশতের নামাজ। ইশরাক ও চাশতের নামাজের সময় এক। তবে আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে চাশতের নামাজ পড়া ভালো। সাধারণ নফল নামাজের নিয়মে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত আদায় করা যায়। এসংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো- চাশতের নামাজের রাকাত মুআজা (রা.) বলেন, আমি আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে রাসুলুল্লাহ (সা.) কি চাশতের সালাত আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন, হ্যাঁ! চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। আল্লাহ চাইলে কখনো কখনো বেশিও পড়তেন। (মুসলিম, হাদিস : ১৬৯৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৩৮১) কখনো পড়তেন কখনো ছাড়তেন আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) চাশতের নামাজ এমনভাবে আদায় করতেন যে আমরা বলতাম (মনে মনে) তিনি এ নামাজ আর ছাড়বেন না। আবার কখনো ছেড়ে দিতেন। ফলে আমরা বলতাম তিনি এ নামাজ আর পড়বেন না। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১৩১২; মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৭৮৮৮) চাশতের নামাজের বিশেষত্ব আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) সূর্য হেলার পর থেকে জোহরের আগ পর্যন্ত চার রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোনো সৎ কাজ আল্লাহর দরবারে পৌঁছাক। (তিরমিজি, হাদিস : ৪৭৮; শরহুস সুন্নাহ, হাদিস : ৭৯০) দীর্ঘ কিরাতে নামাজ আলী (রা.) জোহরের আগে চার রাকাত সালাত আদায় করতেন এবং বলতেন, সূর্য হেলার সময় নবী করিম (সা.) এই সালাত আদায় করতেন এবং এতে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন। (সুনানুল কুবরা নাসায়ি, হাদিস : ৩৩৩; শামায়েলে তিরমিজি, হাদিস : ২৮১) চাশতের জন্য উপদেশ আবু হুরায়রা (রা.)বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ঘুমের আগে বিতর পড়া। চাশতের নামাজ দুই রাকাত পড়া এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখা। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ২৫৩৬) চাশতের নামাজের গুরুত্ব আবু জার গিফারি (রা.)থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার ওপর একটি সদকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সদকা, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ সদকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সদকা, প্রতি আল্লাহু আকবার সদকা, আমর বিল মারুফ (সৎ কাজের আদেশ) সদকা, নাহী আনিল মুনকার (অসৎ কাজের নিষেধ) সদকাড়অবশ্য চাশতের সময় দুই রাকাত নামাজ আদায় করা।

সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজিলত

ধর্ম ডেস্ক : পবিত্র কোরআনের ৫৯তম সুরার নাম হাশর। মদিনায় অবতীর্ণ এ সুরায় ২৪ আয়াত রয়েছে। এই সুরায় ইহুদিদের নির্বাসনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ইহুদিরা নবীজিকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এ সুরার গুরুত্ব ফজিলত বর্ণিত আছে। কারণ এ সুরায় আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বনু নাজির নবীজির সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এ অবস্থায় নবী করিম (স.) তাদের মহল্লায় গেলে তারা তাকে একটি ছাদের নিচে বসতে দেয়। পরে ছাদ থেকে পাথর ফেলে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।
আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে নবী (স.)-কে এ বিষয়ে জানালে তিনি জায়গাটি থেকে সরে যান। তাদের জানিয়ে দেন, 'তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছ। তোমাদের যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়ার জন্য ১০ দিন সময় দেয়া হলো। এরপর তোমাদের কাউকে পাওয়া গেলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।' এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় সুরা হাশরে।

সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য

ধর্ম ডেস্ক : সিজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য। সিজদা আল্লাহর হক। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করা নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর এই যে মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডেকো না।' (সুরা : জিন, আয়াত : ১৮) পৃথিবীর সব কিছু মহান আল্লাহর জন্য সিজদা করে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আর আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে এবং তাদের ছায়া সকালে ও সন্ধ্যায় ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়।' (সুরা : রাদ, আয়াত : ১৫) অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি দেখ না যে আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলেড়সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও বহু মানুষ। আর বহু মানুষ (যারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছে) তাদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই-ই করেন।' (সুরা : হজ, আয়াত : ১৮) মানুষ ও জিনের মধ্যে যারা বিনয় ও আনুগত্যের সঙ্গে আল্লাহকে সিজদা করে তারা বিশেষভাবে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করে। আল্লাহ বলেন, 'শুধু তারাই আমার নিদর্শনগুলো বিশ্বাস করে, যাদের তা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা কীর্তন করে, অহংকার করে না।' (সুরা : সাজদা, আয়াত : ১৫) কিছু মানুষ গভীর রাতে মহান আল্লাহকে সিজদা করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তাদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সিজদায় কিংবা দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান, যে তা করে না)।' (সুরা : জুমার, আয়াত : ৯) মহান আল্লাহ শুধু মানব ও জিন জাতির ওপর ইবাদতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তবে ওপরে বর্ণিত সিজদাসংক্রান্ত আয়াতগুলো গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, আল্লাহর সব সৃষ্টি তাঁর ইবাদত করে। এমনকি জড় বস্তুও আল্লাহর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে, আল্লাহকে সিজদা করে। আল্লাহ বলেন, '...তারকা ও বৃক্ষাদি সিজদারত আছে।' (সুরা : আর-রহমান, আয়াত : ৬) সিজদাসংক্রান্ত উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে দেখা যায় যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই আল্লাহকে সিজদা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে মানুষের মধ্যে অনেকে তাঁকে সিজদা করে, আবার অনেকে সিজদা করে না।